



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2021

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের চাল-চলন অতীব আভিজাত্যপূর্ণ (রয়্যাল) হওয়া উচিত, ক্রোধের ভূত যেন একদমই না থাকে"

*প্রশ্ন:- ২১ জন্মের প্রালম্ব পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের কোন্ কথার উপর ধ্যান অবশ্যই রাখতে হবে ?

*উত্তর:- এই জগতে থেকেও, সবকিছু করেও, বুদ্ধির যোগ যেন একমাত্র প্রকৃত প্রিয়তমের সাথেই থাকে। এমন কোনো খারাপ অভ্যাস যেন না থাকে যার জন্য বাবার মান-মর্যাদা সমাপ্ত অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায়। গৃহে থেকেও এত স্নেহ-প্রেমে বিভোর হয়ে থাকো, যাতে অন্যেরা বোঝে যে এর মধ্যে তো অতি সুন্দর দৈবী-গুণ রয়েছে।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। এর অর্থও বাচ্চারা অবশ্যই বুঝেছে। বাবা এসে নতুন নতুন কথা শোনান। নতুন দুনিয়ার, নতুন যুগের জন্য এ'সকল কথা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পূর্বেও শুনেছিল। এখন পুনরায় শুনেছে। এছাড়া মাঝে কেবল ভক্তিমার্গের কথাই শুনেছে। সত্যযুগে এরকম কথা হয়ই না। ওখানে হলো জ্ঞানমার্গের প্রালম্ব। বাচ্চারা, এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য প্রকৃত উপার্জন করছো। নলেজকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়। পঠন-পাঠনের দ্বারা কেউ ব্যরিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়ে থাকে। আমদানিও হয়। তোমরা এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে রাজার-রাজা হয়ে যাও। এ হলো কত অধিক উপার্জন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই নিশ্চয় হয়েছে, যদি সামান্য সংশয় থাকেও তবুও পরে চলতে-চলতে নিশ্চয় হতে থাকবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে। বাবার হয়েছে আর উত্তরাধিকারের মালিক হয়ে গেছো। বাবা, যিনি স্বর্গের রচয়িতা তিনি এসেছেন আমাদের মালিক বানিয়ে দিতে। এই নিশ্চয় তো বাচ্চাদের হওয়া উচিত। এও জানো যে বাবা দু'জন। এক হলো লৌকিক পিতা, অপরজন হলেন পারলৌকিক। যাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা ও গডফাদার। লৌকিক পিতাকে কখনো পরমাত্মা বলবে না। সকলের সুখদাতা, শান্তিদাতা একমাত্র তিনিই পারলৌকিক পিতা। সত্যযুগে সকলেই সুখী থাকে। বাকি আত্মারা শান্তিধামে থাকে। সত্যযুগে তোমাদের সুখ-শান্তি, ধন-দৌলত, নিরোগ শরীর সবকিছু ছিল। সেইজন্য এরকম অতি প্রিয় বাবাকে সকলেই ডেকে থাকে। সাধু-সন্তরাও সাধনা করে, কিন্তু কার সাধনা করে তা জানে না। তারা করে ব্রহ্মের সাধনা। যাতে আমরা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেতে পারি, কিন্তু বিলীন কেউ হতে পারে না। ব্রহ্মকে স্মরণ করলে পাপ কাটবে কি! না তা কাটবে না। বাবা বলেন -- মামেকম স্মরণ অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। সর্বশক্তিমান আমি নাকি ব্রহ্ম, যা কিনা বসবাসের স্থান ? ব্রহ্ম মহাত্মে সমস্ত আত্মারাই বসবাস করে। তাই ব্রহ্মকেই তারা ঈশ্বর মনে করে। যেমন ভারতবাসীরা হিন্দুস্তানে বসবাস করার কারণে নিজেদের ধর্মকে হিন্দু মনে করে। তেমনই ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ নিবাসস্থলকে পরমাত্মা মনে করে, ও'টা হলো ব্রহ্মান্দ। ওখানে আত্মারা, জ্যোতির্বিন্দু ডিম্বাকৃতিতে বাস করে, সেইজন্য তাকে ব্রহ্মান্দ বলা হয়। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি। ব্রহ্মান্দ আলাদা, মনুষ্য সৃষ্টি আলাদা। আত্মা কি -- তা কারোর জানা নেই। কথিতও রয়েছে -- ভ্রুকুটির মধ্যভাগে জ্বল-জ্বল করছে এক আজব তারা। আবার বলে, আত্মা বুড়ো আগুলের মতন। কিন্তু বাবা বলেন -- আত্মা অতি সূক্ষ্ম বিন্দু, যাকে এই (স্থূল) চোখে দেখতে পারবে না, একে দেখার, ধরার অনেক প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখন তোমাদের ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার জন্য বাবার সহায়তাকারীও হতে হবে। বাবা ভারতেই আসেন। শিব-জয়ন্তী ভারতেই পালিত হয়। যেমন খ্রাইস্ট চলে যাওয়ার পর খ্রীস্টানরা খ্রীস্টমাস পালন করে থাকে। খ্রাইস্ট কবে এসেছে সেও জানে। কিন্তু ভারতবাসীদের এ'কথা জানা নেই যে বাবা কখন এসেছিলেন, কৃষ্ণ কবে এসেছিলেন ? কারোর বিষয়েই তাদের জানা নেই। কেবলই কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে থাকে। তাঁকে দোলনায় দোলায়, ভালবাসে কিন্তু এ'টা জানে না যে তাঁর জন্ম কবে হয়েছে। বলে যে দ্বাপরে গীতা শুনিচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণ দ্বাপরে তো আসে না। লীলা হলো অদ্বিতীয় বাবার। তখন ওঁনার উদ্দেশ্যে বলা হয় -- তোমার মতি-গতি..... কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রিন্স। পূর্বেই মায়ের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে যোগবলের দ্বারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। ওখানে শরীরও এইভাবে ত্যাগ করে। এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। সাপের মতন। বাস্তবে সন্ন্যাসীরা এই উদাহরণ দিতে পারে না। তোমরা বিকারী মানুষদের বসে জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করে দাও। এ হলো তোমাদের কাজ -- ভুঁ-ভুঁ করে মানুষকে দেবতায় পরিণত করে দাও। কচ্ছপ ইত্যাদির উদাহরণও এইসময়ের। কর্ম করে তারপর যতখানি সময় পাওয়া যায়, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, শরীর

পুরোনো। এর কর্মভোগ মিটিয়ে দিতে হবে। যখন সত্যোপধান হয়ে যাবে তখন পুনরায় কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে, তখন আমরা এই শরীরে থাকতে পারব না। কর্মাতীত অবস্থা হলেই শরীর ত্যাগ করবে, পুনরায় লড়াই শুরু হবে। মশার ঝাঁকের মতন সকলের শরীর সমাপ্ত হয়ে গিয়ে আত্মারা চলে যাবে। পবিত্র না হলে তো কেউ যেতে পারবে না। এ হলো দুঃখধাম যা রাবণ স্থাপন করেছেন, আর রামের (রাজ্য) স্থাপন করেছেন শিবাবা। বাস্তবে পরমাত্মার নাম হলো শিব, রাম নয়। সত্যযুগ শিবালয়ে সমস্ত দেবতারা থাকেন। পুনরায় ভক্তিমার্গে শিবের প্রতিমার জন্য মন্দির, শিবালয় ইত্যাদি নির্মাণ করে। এখন এ হলো (ব্রহ্মার ক্রকুটি) শিবাবার আসন। আত্মা এই আসনে বিরাজমান। বাবাও এখানে পাশে এসে বিরাজমান হন আর পড়ান। সদাই তো থাকেন না। স্মরণ করলে উনি আসেন। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা। উত্তরাধিকার তোমরা আমার কাছ থেকেই পাবে। ব্রহ্মা কি অসীম জগতের পিতা, না তা নয় সেইজন্য তোমরা আমায় স্মরণ করো। মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে বাবা-ই জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। সেইজন্য বাচ্চারা, তোমাদেরকেও প্রেমের সাগর হতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ একে-অপরকে সত্যিকারের ভালবাসে না, তারা তো কাম-বিকারকেই ভালবাসা মনে করে থাকে কিন্তু বাবা বলেছেন যে কাম মহাশত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। দেবতারা নির্বিকারী ছিল, তবেই তো বলা হয় -- কৃষ্ণের মতন সন্তান চাই, কৃষ্ণের মতন স্বামী চাই। কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করে, তাই না! এখন বাবা কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছেন। তোমরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মতন অথবা মোহনের মতন হতে পারো। আরো প্রিন্স-প্রিন্সেস থাকবে। এখন এসব এখানেই তৈরী হচ্ছে। তাদেরও লিস্ট থাকে। ৮ দানার মালাও যেমন রয়েছে, তেমনই ১০৮-এর দানাও রয়েছে। লোকেরা নবরত্নের আংটি পড়ে। এখন এই ৮ জন কারা? মধ্যখানে কে? এও তোমরা জানো যে মধুর থেকে মধুরতম বাবার মাধ্যমে আমরা রত্নে পরিণত হতে চলেছি। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত প্রেমভাব রেখে চলতে হবে। তা নাহলে বাবার বদনাম করে দেবে। তখন সঙ্গুর নিন্দাকারী ঠাই পাবে না। সকলকে মন্ত্রণ বলে দিতে হবে যে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। ঘরেও এত প্রেম-পূর্বক চলা উচিত যে অন্যেরা যেন মনে করে যে এদের মধ্যে ক্রোধ নেই। অত্যন্ত প্রেমভাব এসে গেছে। মদ, সিগারেট ইত্যাদি পান করা অতি খারাপ অভ্যাস, এরকম সমস্ত খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। দৈব-গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। রাজধানী স্থাপন করতে পরিশ্রম লাগে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা রাজধানী স্থাপন করে না। তারা উপর থেকে একদম শেষে আসতে থাকে। তোমরা ২১ জন্মের প্রালব্ধ তৈরী করছো, এতে অনেক মায়ার ঝড় আসবে। তবুও পুরুষার্থ করে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। যদি ক্রোধ করে কথা বলা তবে লোকে বলবে যে এদের মধ্যে (ক্রোধের) ভূত আছে। তবে তো অসীম জগতের পিতার মান-মর্যাদা নষ্ট করে দিলে। তবে এরকম উচ্চপদ কি করে পাবে? অতি মিষ্টি অনাসক্ত হতে হবে। এখানে থেকেও, সবকিছু করেও যোগ প্রিয়তমের সঙ্গেই থাকা উচিত। বাবা বলেছেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। এখানে হঠযোগের কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে, শরীর অতি মূল্যবান। ভোজনও শুদ্ধ খেতে হবে। দেবতাদের কেমন ভোগ অর্পণ করা হয়। শ্রীনাথ দ্বারিকায় গিয়ে দেখো, বাংলায় তো কালী মা-কে ছাগ(আমিষ) ভোগ হিসাবে অর্পণ করা হয়। ওরা নিজেদের পিতৃপুরুষদেরও মাছ খাওয়ায়। মনে করে, তা নাহলে পিতৃপুরুষেরা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কেউ নিয়ম তৈরী করেছে, সেটাই চলতে থাকে। দেবী-দেবতাদের রাজ্যে কোনো পাপ হয় না। ওটা হলো রাম-রাজ্য। এখানে কর্ম-বিকর্ম হয়। ওখানে কর্ম- অকর্ম হয়। এখন হরিদ্বারে গিয়ে বসে। হরি তো কৃষ্ণকে বলা হয়। এখন কৃষ্ণ তো হলো সত্যযুগে। বাস্তবে হরি নামটি হলো শিবের, দুঃখহরণকারী। কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়ায় হরি কৃষ্ণকেই মনে করে নিয়েছে। বাস্তবে দুঃখহরণকারী হলেন শিবাবা। হরির দ্বার সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গে তো যাকিছু আসে তাই-ই বলতে থাকে। বাবা বলেন -- আমি সঙ্গমযুগে আসি, পুরোনো দুনিয়াকে নতুন করে দিতে। রাবণ হলো পুরোনো শত্রু। প্রতিবছর তাকে জ্বালানো হয়। কত পয়সা খরচ করে। সবই হলো ওয়েস্ট অফ টাইম(সময় নষ্ট), ওয়েস্ট অফ মানি (টাকা নষ্ট)। বাংলায় কত দেবী-মূর্তি তৈরী করা হয়, তাদের ভোজন-পান করিয়ে পূজা করে পুনরায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এর উপর একটি গান রয়েছে। বাচ্চাদের অতি মিষ্টি হতে হবে। কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে কথা বলা উচিত নয়। বাবার প্রতি কখনও রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। রুষ্ট হয়ে যদি পড়া ছেড়ে দাও তবে তা হলো নিজের পায়েই কুড়াল মারা। এখানে তোমরা এসেছো বিশ্বের মালিক হতে। মহারাজা শ্রী নারায়ণ, মহারানী শ্রীলক্ষ্মীকে বলা হয়ে থাকে। এছাড়া শ্রী-শ্রী হলো শিবাবার টাইটেল। শ্রী বলা হয় দেবতাদের। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এখন তোমরা চিন্তা করো যে তোমরা কারা? মায়া আমাদের মাথা মুড়িয়ে কি বানিয়ে দিয়েছে। ভারত কত সমৃদ্ধশালী ছিল, তারপর কাঙাল কিভাবে হয়ে গেলে? কি হয়েছিল? কিছুই জানে না। এখন তোমরা জানো যে আমরাই দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয় হয়েছি। ওরা বলে আত্মাই পরমাত্মা। তা নাহলে 'আমরাই ছিলাম' কথার অর্থ কত সহজ। ওরা (অজ্ঞানীরা) বলে মনুষ্য জন্ম কেবল একটাই। কিন্তু বাবা বোঝান যে মানুষের জন্ম হয় ৮৪-বার। এই ৮৪ জন্মে তোমাদের সঙ্গমের এই এক জন্ম অতি দুর্লভ। যখন তোমরা অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ করো। তোমরা অতি রয়্যাল বাবার সন্তান, তাই তোমাদের মধ্যে কত রয়্যালিটি থাকা উচিত। রয়্যাল

ব্যক্তির কখনো উচ্চস্বরে কথা বলে না। দুনিয়ায় ঘরে-ঘরে কত গোলমাল হয়ে থাকে। স্বর্গে এইরকম কোনো কিছুই নেই। এই বাবাও বলভাচারী কুলের ছিলেন। তবুও কোথায় সেই সত্যযুগের দেবতারা, কোথায় আজকালকের বৈষ্ণব! এইরকম নয় যে বৈষ্ণব বলে বিকারে যায় না। রাবণ-রাজ্যে সকলেই বিকার থেকে জন্ম নেয়। সত্যযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখন তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে চলেছো আর বিশ্বের মালিক হয়ে যাও যোগবলের দ্বারা। তোমাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত মিষ্টি, রয়্যাল হওয়া উচিত। কোনো তর্ক-বিতর্ক বা শাস্ত্রালোচনা করা উচিত নয়। ওরা যখনই শাস্ত্রালোচনা করতে বসে তখন একে-অপরকে লাঠি মারতেও উদ্যত হয়। ওই বেচারাদের কোনো দোষ নেই। এই নলেজকে জানেই না। এ হলো আধ্যাত্মিক নলেজ, যা আধ্যাত্মিক পিতার থেকেই পাওয়া যায়। তিনি জ্ঞানের সাগর। তাঁর শরীরের নাম নেই, তিনি অব্যক্ত-মূর্তি। তিনি বলেন, আমার নাম শিব। আমি স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করি না। জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর আমাকেই বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে তো কি-কি লেখা রয়েছে। হনুমান পবনপুত্র ছিল, এখন পবনের থেকে বাম্বার জন্ম কিভাবে হবে! তারপর পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে কচ্ছ-মচ্ছ(কূর্ম-মংস্য) অবতার, কত গালি দিয়েছে। বাবা এসে অভিযোগ করেন যে তোমরা আসুরীয় মতানুসারে চলে আমায় এত গালি দিয়েছো। ২৪ অবতারেও পেট যখন ভরেনি তখন কণায়-কণায়, মাটির টুকরো-নুড়িপাথরে ফেলে দিয়েছো। এ'সব শাস্ত্র দ্বাপর থেকে তৈরী হয়েছে। সর্বপ্রথমে কেবল শিবের পূজা হতো। গীতাও পরে তৈরী হয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এ'সমস্ত হলো অনাদি খেলা। এখন আমি এসেছি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিতে তাহলে বাবাকে পুরোপুরি ফলো করতে হবে। লক্ষণও অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। এও আশ্চর্যের, তাই না! কলিযুগের অন্তিমে কি দেখছো, সত্যযুগে গিয়ে কতকি দেখবে। কলিযুগে ভারত বিকারী, সত্যযুগে ভারত নির্বিকারী। সেইসময় আর কোনো ভুখন্ড থাকে না। এই গীতা এপিসোড পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা রয়্যাল বাবার সন্তান সেইজন্য নিজেদের আচার-আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল রাখতে হবে। আওয়াজ করে (উচ্চস্বরে) কথা বলবে না। অতি মিষ্টি হতে হবে।

২) কখনো বাবার সাথে অথবা পরস্পর রুষ্ট হবে না। রুষ্ট হয়ে কখনো পড়াশোনা ত্যাগ করা উচিত নয়। যাকিছু বদভ্যাস আছে তা সে'সব ত্যাগ করতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তিমানের সঙ্গে-র স্মৃতির দ্বারা সমস্যাগুলির অপসারণকারী পরমাত্ম স্নেহী ভব
যে বাম্বারা পরমাত্ম-স্নেহী হয় তারা স্নেহীকে সদা সাথে রাখে সেইজন্য কোনও সমস্যা সম্মুখে আসে না।
যাদের সঙ্গে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা রয়েছেন তাদের সম্মুখে সমস্যা দাঁড়াতে পারে না। সমস্যা তৈরী হল
আর সেইখানেই তা সমাপ্ত করে দিলে, তবে আর বৃদ্ধি হবে না। এখন সমস্যাগুলির জন্ম নিয়ন্ত্রণ করো।
সদা স্মরণে রেখো যে সম্পূর্ণতাকে সমীপে আসতে হবে এবং সমস্যাকে দূর করে দিতে হবে।

স্লোগান:- প্রিয় হওয়ার পুরুষার্থ নয়, পৃথক(উপরাম) হওয়ার পুরুষার্থ করো তবেই স্বতঃই প্রিয় হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মন - বাণী এবং কর্মে সঠিক হতে হবে, কেননা তোমরা হলে দেবতাদের থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণ শিখা"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে গুপ্ত আর সূক্ষ্ম বিষয় কি, যা বাচ্চারা অতি কষ্টে বুঝতে পারে ?

*উত্তরঃ - শিববাবা আর ব্রহ্মা বাবার বিভেদ বোঝা -- এ হলো সবথেকে গুপ্ত আর সূক্ষ্ম বিষয় । এতে কোনো কোনো বাচ্চা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । এই রহস্য স্বয়ং বাবা বলেন যে -- বাচ্চারা, আমি ভোরবেলা এই তনের দ্বারা তোমাদের পড়াই, বাকি এমন নয় যে, আমি সারাদিন এর উপর বসে থাকি ।

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক বাবা আধ্যাত্মিক বাচ্চাদের বোঝান । বাচ্চারা কেমন ? ব্রাহ্মণ । এ কখনোই ভুলে যেও না যে, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরাই দেবতা হবো । বর্ণকেও স্মরণ করতে হয় । এখানে তোমরা নিজেদের মধ্যে সবাই ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ । অসীম জগতের পিতা ব্রাহ্মণদের পড়ান । এই ব্রহ্মা পড়ান না । শিব বাবা পড়ান । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদেরই পড়ান । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া ছাড়া দেবতা হতে পারবে না । উত্তরাধিকার তো শিববাবার থেকেই পাওয়া যায় । শিববাবা তো সকলেরই বাবা । এই ব্রহ্মাকে গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । লৌকিক বাবা তো সকলেরই থাকে । পারলৌকিক বাবাকে ভক্তিমার্গে সবাই স্মরণ করে । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, ইনি হলেন অলৌকিক বাবা, যাঁকে কেউই জানে না । যদিও বা ব্রহ্মার মন্দির আছে । এখানেও প্রজাপিতা আদি দেবের মন্দির আছে । তাঁকে মহাবীরও বলা হয়, কেউ 'দিলওয়াল'ও বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবে হৃদয় হরণ করেন শিব বাবা, ব্রহ্মা বাবা নন । সকল আত্মাদের সদা সুখদাতা, খুশী প্রদানকারী এক বাবাই । বাচ্চারা, এও একমাত্র তোমরাই জানো । দুনিয়াতে তো মানুষ কিছুই জানে না । আমরা ব্রাহ্মণরাই শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । তোমরাও তা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও এই স্মরণ হলো খুবই সহজ । যোগ শব্দটি সন্ন্যাসীরা রেখেছে । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো । যোগ তো কমন শব্দ, একে যোগ আশ্রমও বলা হবে না । বাচ্চারা আর বাবা এখানে বসে আছে । বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো -- অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করা । আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, আমরা ঠাকুরদাদার থেকে ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার গ্রহণ করি -- তাই শিব বাবা বলেন -- তোমরা যতখানি সম্ভব স্মরণ করতে থাকো । চিত্রও স্মরণে রাখতে পারো । স্মরণ তো থাকবেই, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । ব্রাহ্মণ কখনো নিজের জাতিকে ভুলে যায় কি ? তোমরা শূদ্রের সঙ্গে আসার কারণে ব্রাহ্মণত্ব ভুলে যাও । ব্রাহ্মণ তো দেবতাদের থেকেও উচ্চ, কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে নলেজফুল । ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাই না । এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বসে সকলের মনে কি আছে, তা দেখেন । তা নয়, তাঁর মধ্যে সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের নলেজ আছে । তিনি হলেন বীজরূপ । বীজ ঝাড়ের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে । তাই এমন বাবাকে খুব স্মরণ করতে হবে । ঐর আত্মাও ওই বাবাকে স্মরণ করে । ওই বাবা বলেন - এই ব্রহ্মাও আমাকে স্মরণ করলে তখনই উঁচু পদ পাবে । তোমরাও স্মরণ করলে তবেই পদ পাবে । প্রথম - প্রথম তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে । আবার তোমাদের অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে । আর সব দেহের সম্বন্ধ তোমাদের দুঃখ প্রদানকারী, তা কেন স্মরণ করো, যখন তোমরা আমাকে পেয়েছো । আমি তোমাদের নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । ওখানে কোনো দুঃখ নেই । সে হলো দৈবী সম্বন্ধ । এখানে প্রথমে দুঃখ আসে স্ত্রী আর পুরুষের সম্বন্ধে, কারণ তারা বিকারী হয়ে যায় । তোমাদের আমি এখন ওই দুনিয়ার উপযুক্ত বানাবো, যেখানে বিকারের কোনো কথাই থাকে না । এই কাম হলো মহাশত্রু, এমন গায়ন আছে, যা আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয় । ক্রোধের জন্য এমন বলা হবে না যে, এ আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয়, পতিত তৈরী করে । বিকারের উপরই পতিত কথাটি আসে । এই শত্রুকেই তোমাদের জয় করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা এখন সত্যযুগের দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছে । যতক্ষণ না এই নিশ্চয়তা আসে, ততক্ষণ কিছুই পেতে পারবে না ।

বাবা বোঝান - বাচ্চাদের মন - বাণী এবং কর্মে এক হতে হবে । এতেই পরিশ্রম । দুনিয়াতে কেউই জানে না যে, তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও । ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে, মানুষ চায়ও এক পৃথিবী, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা হোক । তোমরা বোঝাতে পারো - আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । রামরাজ্য আর রাবণরাজ্যকেও কেউই জানে না । তোমরাও জানতে না । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা এখন স্বচ্ছ বুদ্ধির হয়ে গেছো । বাবা যখন বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন, তখন অবশ্যই বাবার মতে চলো । বাবা বলেন - পুরানো দুনিয়াতে থেকে

তোমরা কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকো । আমাকেও স্মরণ করতে থাকো । বাবা আত্মাদের বোঝান । আমি এই অর্গ্যান্স দ্বারা আত্মাদেরই পড়াতে এসেছি । এ তো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, ছিঃ ছিঃ শরীর । তোমরা ব্রাহ্মণরা পূজার যোগ্য নও, মহিমার যোগ্য । পূজার যোগ্য হলেন দেবতারা । তোমরা শ্রীমতে চলে এই বিশ্বকে স্বর্গ বানাও, তাই তোমাদের মহিমা হয়, পূজা হতে পারে না । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের অবশ্যই মহিমা হয়, দেবতাদের নয় । বাবা তোমাদেরই শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেন । দেবতাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র । এখন তোমাদের আত্মাও পবিত্র হয়ে যায় । তোমাদের শরীর পবিত্র নয় । তোমরা এখন ঈশ্বরের মতে চলে ভারতকে স্বর্গ তৈরী করছো । তোমরাই সেই স্বর্গের উপযুক্ত তৈরী হচ্ছে । তোমাদের অবশ্যই সত্যপ্রধান হতে হবে । কেবলমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই, যাদের বাবা বসে পড়ান । এই ব্রাহ্মণদের ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যে ব্রাহ্মণরা পাকা অর্থাৎ দূঢ় হয়ে যাবে তারাই ভবিষ্যতে গিয়ে দেবতা হবে । এই ঝাড় নতুন, এতে মায়ার তুফানও আসে । সত্যযুগে কোনো ঝড় তুফান থাকবে না । এখানে মায়া বাবার স্মরণে থাকতে দেয় না । আমরা জানি যে, বাবার স্মরণেই আমরা তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান তৈরী হচ্ছি । এই স্মরণের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে । ভারতের প্রাচীন যোগও বিখ্যাত, তাই না । বিদেশের মানুষ চান, কেউ এসে যেন এই প্রাচীন যোগ শেখায় ।

এখন এই যোগী হলো দুই প্রকারের -- এক হলো হঠযোগী, আর দ্বিতীয় হলো রাজযোগী । তোমরা এ তো অনেকদিন ধরেই চলে আসছে । রাজযোগের কথা তোমরা এখন জানতে পেরেছো । সন্ন্যাসীরা রাজযোগের কথা কি জানতে পারবে । বাবা এসেই বলেছেন -- আমি এসেই রাজযোগ শেখাই, কৃষ্ণ তো আর শেখাতে পারেন না । এ ভারতেরই প্রাচীন যোগ, গীতাতে কেবল আমার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । এতে কতো তফাৎ হয়ে গিয়েছে । শিব জয়ন্তী যেমন হয়, তেমন তোমাদের বৈকুণ্ঠের জয়ন্তীও হয়, যাতে কৃষ্ণের রাজ্য আছে । তোমরা জানো যে, শিব বাবার জয়ন্তীও যেমন আছে, তেমনই গীতার জয়ন্তীও আছে, বৈকুণ্ঠের জয়ন্তীও এখন হচ্ছে । তোমরাও পবিত্র হয়ে যাবে, পূর্ব কল্পের মতো এখন স্থাপনা হচ্ছে, তাই শিব বাবার জয়ন্তীই হলো স্বর্গের জয়ন্তী, বাবা এসেই স্বর্গের স্থাপনা করেন । বাবা এখন বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো । স্মরণ না করলে মায়া কোনো না কোনো বিকর্ম করিয়ে দেয় । স্মরণ না করলে থাপ্পড় খেতে হবে । স্মরণে থাকলে থাপ্পড় খেতে হবে না । এই বক্সিং হতেই থাকে । তোমরা জানো যে, আমাদের শত্রু কোনো মনুষ্য নয়, রাবণ হলো আমাদের শত্রু । বিয়ে করার পরে কুমার - কুমারীরা পতিত হওয়ার কারণে একে অপরের শত্রু হয়ে যায় । মানুষ বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করে । বাবা বলেন - এই বিয়েই হলো সর্বনাশ । এখন পারলৌকিক বাবা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন - বাচ্চারা এই কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করো আর পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করো । কেউই যেন পতিত না হয় । এই বিকারের জন্যই তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পতিত হয়েছো, তাই কামকে মহাশত্রু বলা হয় । বাবা তো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছো । এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে । তোমাদের তো খুবই শুদ্ধ অহংকার থাকা উচিত । আমরা আত্মারা বাবার মতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । আমরাই আবার স্বর্গে রাজত্ব করবো । তোমরা যতো পরিশ্রম করবে, ততই উঁচু পদ পাবে, সে রাজা রানীই হও, বা প্রজা । রাজা - রানী কিভাবে হয়, তাও তোমরা দেখছো । 'বাবাকে অনুসরণ করো' -- এমন গায়ন আছে । তা এখনকারই কথা । লৌকিক সম্বন্ধের জন্য এমন বলা হয় না । এই বাবা মত দেন - আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে, আমরা ভালো মতে চলছি, অনেকের সেবা করছি । বাচ্চারা বাবার কাছে আসে, তখন শিববাবাও তাদের রিফ্রেশ করেন আর এই বাবাও রিফ্রেশ করেন । ইনিও তো শেখেন, তাই না । শিব বাবা বলেন - আমি ভোরবেলা আসি । আচ্ছা, এরপর যদি কেউ মিলিত হতে আসে, তখন কি এই ব্রহ্মা বোঝাবেন না ? এমন বলবেন কি, বাবা এসে বোঝাও, আমি বোঝাবো না । এ তো বড় গুহ্য - গোপন কথা । আমি তো সবথেকে ভালো বোঝাতে পারি । তোমরা এমন কেন মনে করো যে, কেবল শিব বাবাই বোঝান । ইনি বোঝান না । তোমরা এও জানো যে, পূর্ব কল্পে ইনিই বুঝিয়েছিলেন, তাই তো তিনি এই পদ পেয়েছিলেন । মাম্মাও তো বোঝাতেন, তাই না । তিনিও উচ্চ পদ পান । ওখানে বাবাকে সূক্ষ্ম বতনে দেখে অনুসরণ করতে হবে । গরীবরাই সমর্পিত হয় । বিত্তবানরা তো আর সমর্পিত হয় না । গরীবরাই বলে - বাবা, এই সবকিছুই তোমার । শিব বাবা তো দাতা, তিনি কখনোই নেন না । তিনি বাচ্চাদের বলেন - এই সবকিছুই তোমার । আমি নিজের জন্য এখানে - ওখানে মহল তৈরী করি না । আমি তোমাদেরই স্বর্গের মালিক বানাই । এখন তোমাদের এই গুণান রঞ্জের দ্বারা ঝুলি ভরপুর করতে হবে । মন্দিরে গিয়ে ভক্তরা বলে - ঝুলি ভরে দাও, কিন্তু কোন প্রকারের, কোন জিনিস দিয়ে ঝুলি ভরে দেবে ? এখন ঝুলি ভরে দেন তো লক্ষ্মী, যিনি অর্থ দান করেন । শিবের কাছে তো যায়ই না । কৃষ্ণের জন্য বলা হয়, তিনি গীতা শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য এমন বলা হয় না যে, তিনি ঝুলি ভরে দিয়েছিলেন । শঙ্করের কাছে গিয়ে মানুষ এমন বলে থাকে । তারা মনে করে যে, শিব আর শঙ্কর হলেন এক । শঙ্কর তো ঝুলি খালি করেন, আমাদের ঝুলি তো কেউই খালি করতে পারে না । বিনাশ তো হতেই হবে । এমন গায়নও আছে যে,

রুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো, কিন্তু এসব কেউ বুঝতেই পারে না ।

বাচ্চারা, তোমাদের গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে । কাজকারবারও করতে হবে । বাবা প্রত্যেকেরই নাড়ি দেখে রায় দেন, কেননা বাবা মনে করেন, আমি বলবো আর কেউ তা করতে পারবে না, এমন রায় আমি কেন দেবো ! তিনি নাড়ি দেখেই রায় দেন । এনার কাছে তো আসতে হবে । ইনি সম্পূর্ণ রায় দেবেন । সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে -- বাবা, এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত ! এখন আমি কি করবো ? বাবা তো স্বর্গে নিয়ে যান । তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গবাসী তো হবো, এখন আমরা নরকবাসী । তোমরা এখন না নরকে আছো, আর না স্বর্গে আছো । যারা যারা ব্রাহ্মণ হয়, তাদের নোঙ্গর এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে উঠে গেছে । তোমরা এখন এই কলিযুগী দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেছো । কোনো ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণ যাক্ষে, কেউ আবার স্মরণের যাত্রায় কম । কেউ হাত ছেড়ে দিলে ধাক্কা খেয়ে ডুবে মরে যায়, অর্থাৎ আবার এই কলিযুগী দুনিয়াতে চলে যায় । তোমরা জানো যে, আমাদের এখন কাণ্ডারী নিয়ে যাক্ষে । ওই যাত্রা তো অনেক প্রকারের আছে । তোমাদের যাত্রা একটাই, এ সম্পূর্ণ পৃথক যাত্রা । হ্যাঁ, তুফান আসেই, যা এই স্মরণ ছিন্ন করে দেয় । এই স্মরণের যাত্রাকে খুব ভালোভাবে পাকা করো, পরিশ্রম করো । তোমরা হলে কর্মযোগী । যতটা সম্ভব হাতে কাজ করো আর হৃদয়ে স্মরণ করো । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আশিক হয়ে মাশুককে স্মরণ করে এসেছো । বাবা এখানে আমাদের অনেক দুঃখ, এখন আমাদের সুখধামের মালিক বানাও । তোমরা স্মরণের যাত্রায় থাকলে পাপ মুক্ত হয়ে যাবে । তোমরাই স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, এখন তোমরা তা হারিয়ে ফেলেছো । ভারত স্বর্গ ছিলো, তাই তো বলা হয় প্রাচীন ভারত । ভারতকে খুব সম্মান করা হয়, সবথেকে বড়ও, আবার সবথেকে পুরানো । এ তো তোমরা জানোই যে, বিনাশ সামনে উপস্থিত । যারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে তাদের অন্তরে অনেক খুশী থাকে । প্রদর্শনীতে কতো মানুষ আসে । আমেদাবাদে দেখো, অনেক প্রকারের কতো সাধু -সন্তাদি আসে । তারা বলে, তোমরা তো সত্য বলা, কিন্তু আমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এ তো বুদ্ধিতে বসেই না । এখান থেকে বাইরে গেলেই সব শেষ । তোমরা এখন জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গে নিয়ে যান । ওখানে না গর্ত জেল, না এই জেল থাকবে । আর কখনোই জেলের মুখ দেখতে হবে না । দুই জেলই ওখানে থাকবে না । এখানে এইসব হলো মায়ার চাপ । আজকাল প্রতিটি বিষয় শীঘ্র হয় । মৃত্যুও তাড়াতাড়ি হতে থাকে । সত্যযুগে এমন কোনো উপদ্রব হয়ই না । এখানে মৃত্যুও তাড়াতাড়ি, তাই দুঃখও অনেক হবে । সব শেষ হয়ে যাবে । সারা ধরণী নতুন হয়ে যাবে । সত্যযুগে দেবী - দেবতাদের রাজধানী ছিলো, তা আবার অবশ্যই হবে । ভবিষ্যতে দেখবে, আর কি হয় । খুবই ভয়ঙ্কর দৃশ্য । বাচ্চারা, তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো । বাচ্চাদের জন্য মূখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । এ হলো চড়তি কলার যাত্রা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ । আমাদের মতো ব্রাহ্মণদেরই ভগবান পড়ান । আমরা এখন ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি ।

২) জ্ঞান রত্নে নিজের ঝুলি ভরপুর করে তার দান করতে হবে এই কলিযুগী পতিত দুনিয়ার কিনারা ত্যাগ করতে হবে । মায়ার ঝড় ঝাপটা দেখে ভয় পাবে না ।

বরদানঃ:- শক্তিশালী স্থিতির দ্বারা রচনার সর্ব আকর্ষণ থেকে দূরে থেকে মাস্টার রচয়িতা ভব যখন মাস্টার রচয়িতা, মাস্টার নলেজফুল স্থিতি বা নেশাতে স্থির থাকবে, তখন রচনার সর্ব আকর্ষণ থেকে উর্ধ্বে থাকতে পারবে । কেননা এখন রচনা আরো ভিন্ন - ভিন্ন রং - ঢং, রূপ রচনা করবে, তাই এখন শৈশবের দিনের ভুল, অমনোযোগিতার ভুল, আলস্যের ভুল, বেপরোয়া মনোভাবের ভুল যা বাকি আছে -- সেগুলো ভুলে নিজের শক্তিশালী, শক্তি স্বরূপ, শস্ত্রধারী স্বরূপ, সদা জাগ্রত জ্যোতি স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো, তখনই বলা হবে মাস্টার রচয়িতা ।

স্নোগানঃ:- মনের স্থিতিকে এতটাই শক্তিশালী করো যাতে কোনো পরিস্থিতিই তাকে হেলিয়ে দিতে না পারে ।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভিতরে বাইরে স্বচ্ছ হতে হবে, কোনো রকম মন্দ স্বভাব তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি ধ্যান রাখতে হবে ?

*উত্তরঃ - ১- এই জন্মে বাবার সন্তান হয়ে এমন কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয় যার জন্য শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। ২- বাবা যিনি এতো মিষ্টি তিনি তোমাদের নিজের মতো মিষ্টি করে তোলেন, সেইজন্য মুখ দিয়ে যেন কোনো কটু শব্দ না নির্গত হয় যা অন্যকে দুঃখী করে তোলে। ৩- দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারীর সন্তান হয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে। মম্মা-বাচা-কর্মণা দ্বারা সুখ দিতে হবে। ৪- স্মৃতি-নিন্দাতেও সমান (স্থিতিশীল) থাকতে হবে।

ওম শান্তি । বৃহস্পতিবারকে বৃষ্ণপতি ডে-ও বলা হয়। বৃষ্ণপতি ডে অর্থাৎ বাবার দিন। অমাবস্যার অন্ধকার রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হয়। চাঁদ উঠতে শুরু করে। আজকাল ঐ দিনগুলোতে মানুষ, চলে যাওয়া আত্মাদের আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের থাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে থাকে, যাতে তাদের কিছু চাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। সবাইকে সন্তুষ্ট করা হয় । দিনের বেলায় চলে গেলে তাদের রাতে ফিরে আসার কি প্রয়োজন ? সিস্টেম হলো — কেউ চলে যাওয়ার বারো মাস পরে তাকে থাওয়ায় এবং সবকিছু সাঙ্গ করে। তাহলে, কেন তারা আবারও অন্ধকার রাতে তাদেরকে ডাকে ? কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই ব্যবস্থাই তৈরি করে গেছে যা অব্যাহত রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা দক্ষিণা ইত্যাদি পেয়ে থাকে। ওটা হলো সীমিত অমাবস্যার অন্ধকার। এখন বাবা এসেছেন অসীমের অমাবস্যার অন্ধকারে। বাবা এলে অর্ধকল্পের অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়। তারপর সত্যযুগে আলায় আলোকিত। ওখানে কোনো বিদেহী আত্মাকে থাওয়ানো হয়না, এ হলো সীমাহীন অন্ধকার। ব্রহ্মার রাত এবং ব্রাহ্মণদের রাত শেষ হয়ে দিনের শুরু হয়। ওখানে বিদেহী আত্মাদের থাওয়ানো হয় না। ওখানে ব্রাহ্মণই নেই। এমন নয় যে শরীর ত্যাগ করেনা, কিন্তু ওসব রীতি-রেওয়াজ ওখানে নেই। এখানে তো অনেক রকমের ব্রাহ্মণ আছে। মানুষ এখন চাইছে যে এক বিশ্ব হোক, এক জাতি হোক। সব ধর্মের এক জাতি তো হতে পারে না। তবে হ্যাঁ এক রাজ্য, এক নিয়ম-নীতি ছিল, যখন সত্যযুগ ছিল। সেটাও বাবাই এসে স্থাপন করেন। ওখানে সবকিছুই মিষ্টি হয়, দুঃখের লেশমাত্র ওখানে নেই। কেউ কটু শব্দ ব্যবহার করে না, পাপ করেনা। এখন যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে, নম্বর ক্রমানুসারে। ওখানে কেউ চুরি করেনা। ভিতরে বাইরে স্বচ্ছ থাকে। এখানে ভিতরে এক বাইরে অন্যরকম। একে অপরের কত ক্ষতি করে থাকে। এসবই হলো রাবণ রাজ্যের নোংরা ব্যবহার। বাবা এখন একে সম্পূর্ণ রূপে শেষ করে দিচ্ছেন। সবারই চট করে তো নোংরা স্বভাব শেষ হয়ে যাবে না। সময় লাগবে, যত যোগযুক্ত হয়ে থাকবে, প্রতি মুহূর্তে সচেতন হতে হবে আমি কি যোগযুক্ত হয়ে আছি ! কোনো পাপ কর্ম করছি না তো ! নিজে মিষ্টি হয়ে অন্যদেরও মিষ্টি করে কি তুলছি ? নিজেই কটু শব্দ ব্যবহার করলে অন্যদের কিভাবে মিষ্টি করে তুলব। এখানে চট করেই প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, লুকানো থাকে না। বাবা বলেন - আমার সন্তান হয়ে কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করলে অনেক কড়া সাজা ভোগ করতে হবে। পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ভগবান স্বয়ং এসে পড়াচ্ছেন দেবতা করে তোলার জন্য। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মহিমা করা হয় সর্বগুণসম্পন্ন... অহিংসা পরম ধর্ম। হিংসা দুই প্রকারের হয় - এক হলো কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হিংসা যার জন্য মানুষ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়ে থাকে। দ্বিতীয় হলো ক্রোধের কারণে একে অপরকে মারে দুঃখ দিয়ে থাকে, নিজেও দুঃখী হয়। এখানে বাচ্চাদের বলা হয় মম্মা-বাচা-কর্মণা দ্বারাও এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয়। কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আমরা হলাম দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তার সন্তান। সুতরাং সবাইকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে - তোমরা কিভাবে দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করবে। কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটে যাবে। বাবা বোঝান এই জন্মে যা কিছু পাপ কর্ম হয়েছে, বাবার কাছে স্বীকার করলে অর্ধেক কেটে (পাপ) যাবে। কিন্তু অনেক জন্মের করা পাপ কর্ম তো মাথায় বোঝা হয়ে রয়েছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই জন্মে এমন কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় যার জন্য পাপ হয় তারপর যোগবল দ্বারা অনেক জন্মের পাপ ভস্মীভূত করতে হবে। এই জন্মে বাবার সন্তান হয়ে কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ হওয়া ছাড়া উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবেনা। ইনি বাপদাদা তাইনা। উত্তরাধিকার তোমরা শিববাবার কাছ থেকে পাবে, ব্রহ্মার কাছ থেকে নয়। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) নিজেকে কোনো পরিচয় দেননা। ইনি তো শুধুমাত্র রথ, এনার দ্বারা তোমাদের কিছুই প্রাপ্তি হয়না। রথেরও তো গায়ন আছে। হসেনের রথ বের হয় তাইনা। ঘোড়াকে কত সাজিয়ে তোলে। এ'তো পতিত শরীর। ইনিও এখন সুসজ্জিত হচ্ছেন। নিজের পুরুষার্থ দ্বারাই সেজে ওঠেন। এনার প্রতিও বাবা পক্ষপাতিত্ব করেন না। বাবা তো

এমনই মজা করে বলে থাকেন ভাড়া তো পাব না! কিন্তু যেমন পুরুষার্থ তোমাদের করতে হবে তেমনই এনাকেও করতে হবে। এই লোভ থাকা উচিত নয় যে আমাকে ভাড়া দেবে। এটা তো বাবা হেসে মজা করেন। আত্মাকে তো যোগবলের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হবে।

যত যোগযুক্ত হবে ততই পবিত্র হতে পারবে তারপর অন্যদেরও নিজের সমান তৈরি করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যারা ভালো সার্ভিস করে থাকে তারা প্রসিদ্ধ হয়। বাবা সার্ভিসে পার্টিয়ে দিতেন। খুব মিষ্টি ভাবে কথা বলতে হয়। কারো সাথেই লড়াই ঝগড়া করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ যদি কটু শব্দ ব্যবহার করে তবে বলবে এর মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে। স্তুতি-নিন্দাতেও সমান স্থিতি থাকা উচিত। অনেকের মধ্যেই ক্রোধের ভূত আছে, সেইজন্য নারাজ হয়ে যায়। এমনটা নয় যে সবার ভিতর থেকে ক্রোধ শেষ হয়ে গেছে। যখন সম্পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে তখনই ধীরে-ধীরে খাদ বের হতে থাকবে। এমনটা কেউ-ই বলতে পারবে না যে আমার ক্রোধ নেই। কারো কম, কারো বা বেশি। কারো কারো আওয়াজই এমন হয় যে মনে হয় যেন লড়াই করছে। বাচ্চাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। এখানেই সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে। বিকার তো অনেক রকমের আছে না! ক্রোধ করা, মিথ্যা বলা এসবই হলো বিকার।

বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন কোনো বিকর্ম করলে অধিক দন্ড ভোগ করতে হবে। ওখানে আমার সাথে দন্ড দেওয়ার জন্য ধর্মরাজ আছে। এখানে প্রত্যক্ষ দন্ড ভোগ করতে হয়, ধর্মরাজের সাজা হচ্ছে গুপ্ত। গর্ভ কারাগারেও আত্মা শাস্তি ভোগ করে। কারো রোগ-ব্যাদি ইত্যাদি হওয়া — সেটাও কর্মভোগ। ধর্মরাজ দ্বারা দন্ড পেতে হয়। পূর্বের করা কর্মের শাস্তিও এখন পেতে হয়। এখন করা কর্মের ফলও এখনই পাওয়া যায়। গর্ভ কারাগারেও পাওয়া যায়। সেটা হলো গুপ্ত, ধর্মরাজ ওখানে তো শাস্তি দেবে না। এখানে এসে শরীর দ্বারা ভোগ করতে হয়। এখন বাবা এসে আমাদের এসব থেকে মুক্ত করছেন। পরমপিতা পরমাত্মা আর ধর্মরাজ বাবা দুজনেই হাজির। এখন সবেই কয়ামতের সময় (শেষ হিসাব হওয়ার)। প্রত্যেকের (লাস্ট) জজমেন্ট হবে। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ - সম্পূর্ণ হতে হবে, সুতরাং কোনো পাপ কর্ম করবে না। নিজের কল্যাণের জন্য যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে। কল্প-কল্পান্তরের বিষয়। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন এক জন্মের জন্য। পরবর্তী জন্মে অন্য পড়াশোনা, এ'হলো ২১ জন্মের জন্য। অবিনাশী বাবা অবিনাশী পড়াশোনা করিয়ে থাকেন, যার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো এটা পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়াতে ভারত একাই ছিল। এখন আবার এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। নতুন সৃষ্টি স্থাপন হয়ে পুরানোর বিনাশ হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। অবশ্যই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, রাজযোগও শিখতে হবে। আমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা পবিত্র হচ্ছি। বাবা এমনটা বলেন না যে ঘর পরিবার ছেড়ে দাও। তা নয়, তিনি বলেন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো। এই বাপদাদা নামটা খুব ভালো। দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। ব্রহ্মা তো পতিত ছিল তাইনা। ইনি প্রথমে শ্রেষ্ঠাচারী পূজ্য মহারাজা ছিলেন। অন্তিমে এসে পতিত হন। এটা তার অন্তিম জন্ম। এই দুনিয়াতে কেই বা পবিত্র। পবিত্র দুনিয়াতে কেউ স্মরণ করে না। গাওয়াও হয়ে থাকে আত্মা এবং পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল.... এর হিসাবও তোমরা বুঝতে পেরেছ। সূর্যবংশাবলী যারা আছে তারাই প্রথমে নিজেদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে আসবে। আত্মা শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। বলে থাকে স্বর্গে গেছে। তারপর তাদের নরকে ডাকার দরকার কি! কিছুই জানে না। সাধু-সন্ত শরীর ত্যাগ করলেও তাদের বাৎসরিক ক্রিয়া পালন করা হয়, ভোগ দেওয়া হয়। যখন বলে থাকে জ্যোতিতে আত্মা লীন হয়ে গেছে, তারপর তাহলে ভোগ দেয় কেন? বাৎসরিক ক্রিয়া কেন পালন করে? শরীর তো শেষ হয়ে গেছে - আত্মাও চলে গেছে তারপরও আত্মাকে ডাকার কি দরকার। জ্যোতিতেই যখন লীন হয়ে গেছে তারপর আসবে কীভাবে। অনেক অনেক রকমের মত। এমনটাও বলে থাকে মানুষ মোক্ষ পেয়ে আর ফিরে আসে না। মোক্ষ লাভ করলে তো আরও খুশি হওয়া উচিত, ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তারপর তো তাকে স্মরণই করা উচিত নয়। তোমরা জানো মানুষ মাত্রই এক বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করে থাকে। মানেও যে সবাই ভাই-ভাই। সুতরাং ভাইদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া উচিত। সব আত্মাদের সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। সমস্ত আত্মাদের ফিরে যেতে হবে। মানুষ, মানুষকে সঙ্গতি কিভাবে দিতে পারে সেইজন্য একজনই সঙ্গতি দাতার নাম শ্রেষ্ঠতর। তিনিই জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। ঐ বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। সবাইকে রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি দেন, একে অসীমের অমাবস্যা বলা হয়। অর্ধকল্প অসীমের রাত তারপর অর্ধকল্প অসীমের দিন। এটাই খেলা। এখন নানান ধর্মের মানুষ কনফারেন্স করে বলে শান্তি কিভাবে আসবে? সেখানে বলা উচিত এক ধর্ম, এক মত সত্যযুগেই হয়ে থাকে। ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে, সেখানে সুখ-শান্তি সব ছিল, বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে ছিল। নতুন দুনিয়াতে একটাই ধর্ম ছিল। পুরানো দুনিয়াতে ঝড় কত বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন

অনেক ধর্ম। এখন অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করা বাবার কাজ। শিববাবা বলেন — এটা আমার কাজ। আমি কল্পে-কল্পে এসে এই কাজ করে থাকি।

সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন করার জন্য রাজযোগ অবশ্যই সঙ্গম যুগে এসে শেখাবে। সব আত্মাদের পতিত থেকে পাবন করে তুলি। তিনি বলেন আমি আসি অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে। যে ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তার রথে (শরীর রূপী) এসেই বুঝিয়ে থাকি। নতুন দুনিয়া তো নেই। পুরানো দুনিয়াতে এসেই নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করি। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলি। আমার নামই হলো দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। সুখে কেউ-ই আমাকে স্মরণ করেনা, দুঃখেই স্মরণ করে থাকে। নিশ্চয়ই কখনও সুখ পেয়েছিল। বাবা বলেন আমি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করতে আসি। পড়াশোনা করা তোমাদের কাজ। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে, তোমরাও কিছু জানতে না। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ার নৌকা ডুবতে চলেছে, কত দুঃখী হয়ে পড়েছে। তোমরা সবার নৌকা পার করে দাও, সবাই চলে যাবে শান্তিধামে। এসবই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তবে নম্বরানুসারে। যে লাইট হাউস হবে, সেই অন্যদের পথ বলে দেবে। তার কাজই হলো পথ বলে দেওয়া। বাবা বাচ্চাদের কিভাবে পড়ান, এরজন্য তো স্থায়ী খুশী হওয়া উচিত। এখানে এসে কত রিফ্রেশ হয়ে যায়, বাইরে গেলেই নেশা হারিয়ে যায় (পরিস্থিতির প্রভাবে)। বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকা উচিত। প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উচিত। আগে তীর্থ করতে পায়ে হেঁটে যেতে হত, অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হত। এই সময়ে তো বাসে, ট্রেনে করে যায়। এই সময় মায়ার আড়ম্বর খুব বেশী। সত্যযুগেও আড়ম্বর ছিল তারপর দ্বাপর থেকে পতন হতে শুরু করে। এখন আবারও শেষে এসে শুরু হয়েছে, একে মায়ার পম্প (জৌলুস) বলা হয়। কাউকে বলো চল স্বর্গে যাই, উত্তরে বলবে আমার এখানেই সব সুখ আছে। মোটর, এরোপ্লেন ইত্যাদি সবকিছু আছে। আমার জন্য স্বর্গ এখানেই। ধন-সম্পত্তি, গয়নাগাটি সব আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও অনেক গহনা ছিল, তাই না! আমরাও সেই রকম পরতে পারি। যতই বোঝাও না কেন সেই বিষ-কেই স্মরণ করে। বিষ(বিকার) ছাড়া থাকতেই পারে না। বাবা বলেন - তোমরা আমার কথা মানতে চাও না। পবিত্রই হবে না যখন তখন আমাকে কেন ডেকে বল যে পতিত-পাবন এসো। এখন স্মরণ না করলে ধর্মরাজ দ্বারা দন্ড দেবেন। ভয়ও দেখান। অনেক বাচ্চারাই বিকারে যেতেই থাকে, ভয়-ই পায়না। এরা কত যে চাবুক (হান্টর) থাকে, তা বলার নয়। পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পাওয়া উচিত তাইনা। সঙ্গ-দোষে এমনই অধঃপতন হয় যে নিজের পদ হারিয়ে ফেলে। তোমরা জানো এখন হীরে ইত্যাদির খনি শূন্য হতে চলেছে আবারও সেগুলি ভর্তি হয়ে যাবে। সোনা, হীরের পাহাড় হয়। হীরা যখন খনন করে বের করে তখন পাথর থাকে তারপর তাকে পরিষ্কার করে হীরা তৈরি করা হয়। তোমাদেরও যখন জ্ঞানে পেশাই করা হয় তোমরা তখন কত সুন্দর হয় ওঠো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন পহল কয়ামতের সময়, সেইজন্য কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। নিজের কল্যাণের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, খুব মিষ্টি (আচার,আচরণ) হতে হবে। ক্রোধ করা ত্যাগ করতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার ইচ্ছা রাখতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার পরামর্শ নিতে হবে। বাবার মতো দুঃখকে হরণ করে সুখ প্রদানকারী হতে হবে।

বরদান:- নিজের সঙ্কল্পেরও ঝঞ্ঝাট বা দন্ড ভোগের উর্ধ্বে উঠে পাশ উইখ অনার ভব পাশ উইখ অনার অর্থাৎ মনের সঙ্কল্পের দ্বারাও দন্ড ভোগ না করা। ধর্মরাজের শাস্তির কথা তো পরে হবে কিন্তু নিজের সঙ্কল্পের ঝঞ্ঝাট অথবা শাস্তি থেকে উর্ধ্বে থাকা - এটাই হলো পাশ উইদ অনারের চিহ্ন। বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্কে তো মিষ্টতা আছে কিন্তু সঙ্কল্পেও যেন বিভ্রাট তৈরি না হয়, এমনই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তবেই পাশ উইখ অনার হতে পারবে।

স্নোগান:- - জ্ঞানের ঘৃত আর যোগের বাতি যথার্থ রীতিতে হলে খুশীর দীপক (প্রদীপ) প্রজ্জ্বলিত থাকবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ অনেক ক্ষতি করে, এইজন্য সঙ্গদোষ থেকে নিজেদের খুব সাবধানে রাখো, এটা খুবই খারাপ জিনিস"

*প্রশ্নঃ - তিন প্রকারের শৈশব কি কি ? কোন্ শৈশবকে কখনোই ভুলবে না ?

*উত্তরঃ - প্রথম শৈশব - লৌকিক মা বাবার কাছে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় শৈশব - গুরু শিষ্য হওয়ার পর প্রাপ্ত হয়েছে এবং তৃতীয় শৈশব - লৌকিক মা বাবাকে ছেড়ে অলৌকিক মা বাবার হয়েছে। অলৌকিক শৈশব অর্থাৎ ঈশ্বরের দত্তক সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে অর্থাৎ জীবন্মুত হয়ে গেছে। এই অলৌকিক শৈশবকে কখনোই ভুলবে না। যদি ভুলে যাও তাহলে অনেক কাঁদতে হবে। কান্নাকাটি করা অর্থাৎ মায়ার চোট খাওয়া।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না...(বচপন কে দিন ভুলা না দেনা,আজ হাসে কাল রুলা না দেনা....)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা গীতের অর্থ বুঝলো। শৈশব তিন প্রকারের রয়েছে। এক হলো লৌকিক শৈশব, দ্বিতীয় হলো নিবৃত্তিমর্গের, ওরাও ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বেঁচে থাকতেও মৃত হয়ে গুরু অথবা সন্ন্যাসীর হয়ে যায়। তিনি তাদের পিতা নন। ওরা গুরুর অন্তর্গত হয়ে যায়, তার সঙ্গেই থাকে। ওরাও জীবন্মুত হয়ে গিয়ে গুরুর অন্তর্গত হয়, জঙ্গলে চলে যায়। তৃতীয় হলো - তোমাদের এই ওয়ান্ডারফুল জীবন্মুত জন্ম। এক মাতা-পিতাকে ছেড়ে অন্য মাতা-পিতার হও। তিনি হলেন আত্মিক মাতা-পিতা। এটা তোমাদের জীবন্মুত জন্ম। ঈশ্বরের কোলে আত্মিক জন্ম। তোমাদের সঙ্গে এখন আত্মিক পিতা কথা বলছেন। বাকিরা সবাই হলো দৈহিক পিতা। ইনি হলেন আত্মিক পিতা, এইজন্য গাওয়া হয় বাবার হওয়ার পর, জীবন্মুত হয়ে তারপর আবার এই শৈশব ভুলে যেও না। শিববাবা হলেন সর্বোত্তম উচ্চ পিতা। যখন কেউ গীতা ইত্যাদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তখন প্রথমে এটা জিজ্ঞাসা করো, সর্বোত্তম উচ্চ ভগবান কে ? তারা ব্রহ্মা দেবতা নমঃ, বিষ্ণু দেবতা নমঃ বলে, তারপর বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ ... তিনি হলেন সকল ধর্মের পিতা। প্রথমে এই বিষয়টা বোঝাতে হবে - সর্বোত্তম উচ্চ পিতা একমাত্র বাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে কেউ গড ফাদার বলবে না। প্রথমে এটা পাকা করাও যে, গড ফাদার কেবল একজন, তিনি হলেন নিরাকার, ঐনাকে সৃষ্টিকর্তাও বলা হয়। পতিত-পাবনও বলা হয়। বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এটা ভেবে দেখো, অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার কারা পেয়েছে ? বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। ঐনার নাম শিব। শিব পরমাত্মা নমঃ বলা হয়, ঐনার জন্মদিবসও পালন করা হয়। তিনিই হলেন পতিত-পাবন, রচয়িতা, নলেজফুল। সুতরাং সর্বব্যাপীর বিষয় প্রযোজ্য হয় না। ঐনার কর্তব্যের উপরে মহিমা রয়েছে। অতীতে যা কর্ম করে যান, তারই মহিমা গাওয়া হয়। সর্বোত্তম উচ্চ হলেন বাবা। ঐনাকে লিবারেটরও বলা হয়, দয়াবান, দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা বলা হয়, গাইডও বলা হয়। কেউ নতুন জায়গায় গেলে সঙ্গে করে গাইড নিয়ে যায়। বিদেশ থেকে কেউ এখানে এলে তাকে এখানকার গাইড দেওয়া হয়, সব কিছু দেখানোর জন্য। তীর্থযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পান্ডা থাকে। এখন বাবাকে গাইড বলা হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি গাইড করেছিলেন। সর্বব্যাপী বললে সবকিছু অর্থহীন হয়ে যায়। প্রথমে বোঝাও যে সকলের পিতা কেবল একজন। সকল শাস্ত্রের মধ্যে গীতা হলো প্রধান, এটা ভগবান রচনা করেছেন। এটাকে প্রমাণিত করলে বাকি অন্যান্য সব শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম সত্যিকারের গীতার সার শোনানো উচিত। শিব ভগবানুবাচ। তাহলে শিববাবার চরিত্র কি ? উঁনি তো তো কেবল বলেন, আমি এই শরীরের (ব্রহ্মার) আধার নিয়ে তোমাদের পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা বলি। বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে আসি, এতে চরিত্রের কি প্রয়োজন ! এটা তো পুরাতন এবং পরিপক্ব। তিনি কেবল এসে বাচ্চাদের পড়ান। পতিতদের পাবন বানানোর জন্য রাজযোগ শেখান। তোমরা সত্যযুগে গিয়ে রাজত্ব করবে। তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, বাকি সকল আত্মারা মুক্তিধাম, নিরাকারী দুনিয়ায় থাকবে। এটা খুব সহজ বিষয় ! ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এক ধর্ম ছিল। এখন কলিযুগে অনেক মানুষ রয়েছে, ওখানে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। পরমপিতা পরমাত্মা এক ধর্মের স্থাপন এবং অন্যান্য অনেক ধর্মের বিনাশ করতে আসেন। বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। ওখানে কোনো অপবিত্র আত্মা থাকতে পারে না। ঐনার নামই হলো পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা। এটা হলো পুরানো দুনিয়া, আয়রন এজ্। সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ্। যারা দেবতাদের পূজারী, তারা সহজে সবকিছু বুঝে যাবে। যারা পূজনীয় তারা'ই পূজারী হয়। সুতরাং প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে, আমরা ঐনার সন্তান, এটা ভুলে যেও না। ভুলে গেলে কাঁদতে হবে। কিছু কিছু মায়ার চোটও লেগে যাবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমাদের আত্মাদের বাবার কাছে

ফিরে যেতে হবে। এত মানুষ মারা গেলে কে কার জন্য কাঁদবে ? ভারতে সবচেয়ে বেশি কাল্লাকাটি করে। প্রথম ১২ মাস দুঃখে কাল্লাকাটি করতে থাকে। বৃকে মারতে থাকে। এ'সব হলো মৃত্যুলোকের রীতিনীতি, তোমাদের এখন অমরলোকের রীতিনীতি শেখাচ্ছেন। তোমাদের এখন সমগ্র পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রয়েছে। বাবা বলেন - মামেকম স্মরণ করো। এই সবকিছু বিনাশ হতে চলেছে। এখন আমরা পুনরায় ঘরে ফিরে যাচ্ছি, নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। নাটকে সবাই হলো অ্যাক্টরস্ , তাই কার প্রতি মোহ রাখবে ! বুঝতে পারো প্রত্যেককে গিয়ে আবার অন্য পার্ট প্লে করতে হবে। কাল্লাকাটির কি দরকার ! প্রত্যেকের পার্ট নিহিত রয়েছে। বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর; সুতরাং বাবাকে অনুসরণ করে এরকম হতে হবে। সাগর থেকে নদী নির্গত হয়। সবকিছু ক্রমানুসারে রয়েছে। কেউ কেউ ভালো জ্ঞান বর্ষণ করে, অনেককে নিজের সমান তৈরি করে। অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠে। বাবার তো অনেক সাহায্যকারী প্রয়োজন। বাবা বলেন - তোমরা অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো। সবাইকে রাস্তা বলে দাও। কেবল একজন ব্রাহ্মণী কি আর অন্ধের লাঠি হবে ! তোমাদের সবাইকে হতে হবে। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে, এ'কে বলা হয় তৃতীয় নেত্র প্রাপ্তির গল্প। দিব্য নেত্র হলো আত্মাদের জন্য। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। ভারতবাসী এটা জানে না যে, আমাদের ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? বাবার জন্মও এখানেই হয়। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। তাহলে তিনি সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ! বাবা এবং রচনা'কে দুনিয়ার কেউ জানে না। ঋষি - মুনি আদি তো 'এটাও না - ওটাও না' বলে গেছে। তারা একটা বড় ভুল করেছে, পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তোমরা প্রমাণ করে বলো যে তিনি সকলের পিতা, পতিত-পাবন, তিনি হলেন লিবারেটর। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান। ওখানে দুঃখের বিষয়ই নেই। শাস্ত্রে তো কি কি সব লিখে দিয়েছে ! লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্পর্কে তারা বলে - ওখানে কি বিকার ছাড়া তাদের সন্তান জন্ম হবে ? বলাই হয় সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। এ'কে বলা হয় বিকারী দুনিয়া, তাহলে কেন বলো ওখানেও বিকার থাকবে ! প্রথমে যতক্ষণ না বাবাকে জানবে কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা সর্বব্যাপী'র অনেক বড় ভুল করেছে। এই ভুল থেকে বেরোতে পারবে যখন বাবাকে জানবে। নিশ্চয় করো যে, বাবা আমরা আবার তোমার হয়েছি, তোমার থেকে রাজ্য-ভাগ্য নেওয়ার জন্য। শাস্ত্রে তো কি কি সব লিখে দিয়েছে ! লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে দেখিয়েছে, কিন্তু তাদের শৈশব রাধা-কৃষ্ণ'কে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো স্বর্গের প্রিন্স ছিল। তাহলে কৃষ্ণের তো প্রত্যেক জন্মে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হবে। একইরকম বৈশিষ্ট্য তো কখনো হতে পারে না। এরকম কি হতে পারে কৃষ্ণ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে দ্বাপরযুগে আসতে পারে ! এটা অসম্ভব। তোমরা জানো আমরা আসলে মূলবতনের নিবাসী ছিলাম, ওটা হলো আমাদের সুইট সাইলেন্স হোম, যার জন্য লোকেরা ভক্তি করে। ওরা বলে, আমাদের শান্তি চাই। আত্মারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত করেছে পার্ট প্লে করার জন্য, তাহলে তারা শান্তিতে থাকবে কী করে ! শান্তির জন্যই তারা হঠযোগ শেখে, গুহায় যায়। কেউ যদি এক মাস গুহায় বসে থাকে, তাহলে কি সেটা তার জন্য শান্তিধাম ! তোমরা জানো এখন আমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবো, পার্ট প্লে করার জন্য। ওরা বলে যারা সুখী তাদের জন্য এটাই স্বর্গ, যারা দুঃখী তাদের জন্য এটা নরক। তোমরা জানো নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ এবং পুরানো দুনিয়াকে নরক বলা হয়। ভগবানুবাচ, এই ভক্তি, যজ্ঞ-তপস্যা, দান-পুণ্য ইত্যাদি করা - এইসব হলো ভক্তিমার্গের, এর কোনো অর্থ নেই। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ তোমাদের ব্রাহ্মণদের দিন, তারপর তোমাদের রাত্রি শুরু হয়। তোমরা শুরুতে সত্যযুগে যাও তারপর তোমরাই চক্রে আসো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তোমরাই হও। তোমরা বলো শিব ভগবানুবাচ আর ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। অনেক পার্থক্য রয়েছে। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়, তার সাথে সমগ্র সূর্যবংশী সম্প্রদায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অস্তিমে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করছে। তোমরা বাচ্চারা যারা বুঝতে পারো, তাদেরই আনন্দ হয়। যারা নতুন তারা আনন্দিত হয় না। তোমরা কারো নিন্দা করো না, বাবা তোমাদের কত সহজ বোঝাচ্ছেন। এখানে তোমরা বাবার সাথে বসে আছো তাই ভালোভাবে বুঝতে পারো। বাইরে গেলে সঙ্গদোষে কি হাল হবে জানা নেই ! সঙ্গদোষ খুবই খারাপ। স্বর্গে এরকম বিষয়ই নেই। নামই হলো স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, সুখধাম। শাস্ত্রে তারা লিখে দিয়েছে, ওখানে অসুর ছিল। এখন তোমরা জেনেছো যে, আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। ওখানে আকাশ পাতাল কোথাও কোনো পার্টিশন থাকে না। এখন তো কত পার্টিশন রয়েছে। তারা নিজেদের সীমানা তৈরি করতে থাকে। দুনিয়ায় কত ঝগড়াঝাটি হয়। কেউ এলে প্রথমে তাকে বোঝাও যে বাবা কে, ভগবান কাকে বলা হয় ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলো দেবতা। ভগবান কেবল একজনই, দশজন নয় ! কৃষ্ণ ভগবান হতে পারে না। ভগবান কীভাবে হিংসা শেখাবেন ! ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য প্রতিজ্ঞা করো। রাখী বাঁধো। এটা এই সময়েরই কথা। যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে, আবার ভক্তিমার্গে হবে। মানুষ দীপমালায় মহালক্ষ্মীর পূজা করে। এটা কি আর কেউ জানে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়েই একত্রে ! লক্ষ্মী ধন-সম্পদ কোথা থেকে পাবেন ? উপার্জন তো পুরুষরা করে। কিন্তু লক্ষ্মীর নামের গায়ন রয়েছে। প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ। ওরা আবার মহালক্ষ্মীকে আলাদা বলে মনে করে। তাঁকে চার ভুজ দেখানো হয়। দুটি নারীর জন্য, দুটি পুরুষের। কিন্তু ওরা এই বিষয়গুলো জানে না। তোমরা এখন

বিস্তারিতভাবে জানো। গীত তো শুনলে - শৈশবের দিন ভুলে যেও না। আত্মা বলে - বাবা, এখন আমাদের স্মৃতি এসেছে। ভোরে উঠে বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। অমৃতবেলায় বাবাকে স্মরণ করা ভালো। সন্ধ্যাবেলা একান্তে গিয়ে বসো। স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থাকলেও এই বিষয় নিয়ে বার্তালাপ করতে থাকো, শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে কি বলেন ? আমরা যখন পূজনীয় হয়ে যাই তখন বাবাকে স্মরণ করি না। যখন পূজারী হয়ে যায় তখন বাবাকে স্মরণ করি। এরকম বার্তালাপ করা উচিত, যাতে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে। অর্ধেক কল্প আমরা কাম চিতায় বসে জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলাম, কবরখানায় ছিলাম। এখন আমাদের জ্ঞান চিতায় বসতে হবে, স্বর্গে যেতে হবে। এটা হলো পুরানো দুনিয়া। ভারতবাসী মনে করে এটাই স্বর্গ। স্বর্গ তো সত্যযুগে। স্বর্গে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখানে তো মায়ার জৌলুস (পম্প) রয়েছে। এখন বাবা বলছেন সঙ্গদোষে এসে কোনোভাবে মরে যেও না ! নাহলে অনেক অনুতাপ করতে হবে। পরীক্ষার রেজাল্ট যখন ঘোষণা হয় তখন সবাই জেনে যায়। আগে বাচ্চারা ধ্যানে গিয়ে সবকিছু শোনাতো যে, অমুক রানী হবে, অমুক দাসী হবে। তারপর বাবা বন্ধ করালেন। অস্তিমে সবকিছু জেনে যাবে যে, তোমরা বাবার কতটা সার্ভিস করেছো ! কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছো ! এইসব কিছু স্মরণে আসবে, সাক্ষাৎকার হবে, সাক্ষাৎকার না হলে ধর্মরাজও শাস্তি দিতে পারবেন না। বাচ্চাদের অনেকবার বোঝানো হয়েছে, মামেকম স্মরণ করো। বাবা এসে মিষ্টি-মিষ্টি ঝাড়ের চারা লাগান। গভর্নেন্ট তো বৃক্ষের চারাগাছ লাগায়, উৎসব পালন করে। এখানে নতুন দুনিয়ার চারা লাগাচ্ছেন। তাই এরকম বাবাকে ভুলে যেও না। বাবার সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যাও, নাহলে অস্তিমে অনেক অনুতাপ করতে হবে। এখন যদি উত্তরাধিকার না নাও তাহলে কল্প-কল্পান্তরের হিসেব হয়ে যাবে, এইজন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, সুখের, প্রেমের সাগর, এরকম বাবার সমান হতে হবে এবং অন্যদের নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে। সবাইকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে হবে।

২) এমন কোনো সঙ্গ করবে না, যাতে অনুতাপ করতে হয়। সঙ্গদোষ খুবই খারাপ, তাই নিজেকে সাবধান করতে হবে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- দিব্য গুণের আহ্বানের দ্বারা অবগুণকে সমাপ্ত করে দিব্যগুণধারী ভব দীপাবলীতে যেভাবে শ্রীলক্ষ্মীর আহ্বান করা হয়, ঠিক সেইভাবে তোমরা বাচ্চারা নিজের মধ্যে দিব্যগুণের আহ্বান করো, তাহলে অবগুণ গুলি আহুতি রূপে বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর নতুন সংস্কার রূপী নতুন বস্ত্র ধারণ করবে। এখন পুরানো বস্ত্রের প্রতি যেন সামান্যতম ভালোবাসা না থাকে। যা কিছু দুর্বলতা, ক্রটি, নির্বলতা, কোমলতা রয়ে গেছে - সে'সব পুরানো হিসেব সর্বকালের জন্য সমাপ্ত করো তাহলে দিব্যগুণধারী হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যাভিষেক হবে। এরই স্মারক হলো এই দীপাবলী।

স্নোগানঃ:- সরল স্মরণের জন্য সরলতার গুণ ধারণ করো, সংস্কারকে সরল বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্ডন করে সার্ভিসের বিভিন্ন যুক্তি বের করো, যাতে সবার বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে যায়”

*প্রশ্ন:- বাবা প্রত্যেকটি বাচ্চাকে উঁচু ভাগ্য নির্মাণের কোন্ যুক্তি বলে দেন ?

*উত্তর:- নিজের উঁচু ভাগ্য নির্মাণ করতে হলে অন্তরের সব ছিঃ ছিঃ স্বভাব গুলি দূর করে দাও। মিথ্যা কথা বলা, ক্রোধ করা এইসবই হল খুব খারাপ স্বভাব। সার্ভিস করার শখ রাখো। যেমন বাবা নিরহংকারী হয়ে সেবা করেন, তেমন ভাবে যতখানি সম্ভব অন্যদের কল্যাণের জন্য রুহানী সেবায় ব্যস্ত থাকো।

*গীত:- মরণ তোমার পথে, জীবন তোমার পথে....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে এই পয়েন্টটি বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে বাবা কে ! বাচ্চাদের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি তখন হয় যখন এই দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান। শুধুমাত্র এই একটি কথায় খুশীর পারদ উর্ধ্ব যায়। এ হল স্থায়ী খুশীর পয়েন্ট। তোমরা জানো আমরা নিজেকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। এ হল নতুন রচনা। অতএব সবাইকে প্রথমে এই দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে যে ইনি হলেন আমাদের পিতা। শিববাবার নীচে আছেন বিষ্ণু (ত্রিমূর্তির চিত্রানুসারে) শিববাবার কাছে বিষ্ণুপুরীর বর্ষা বা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয় তাই অনেক খুশী হওয়া উচিত। এই নিশ্চয় করিয়ে তারপরে লেখানো উচিত। বিষ্ণুর অর্থ বৈষ্ণবরাও জানে। ভারতবাসী ভালো ভাবে জানে এই দেবী-দেবতারা ছিলেন নির্বিকারী। স্বর্গে এনাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ (পবিত্র গৃহস্থ) ছিল। গায়নও করে আপনি হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আমরা হলাম বিকারী। সত্যযুগে থাকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কলিযুগে হয় সম্পূর্ণ বিকারী। বিকারীদের পতিত, ভ্রষ্টাচারী বলবে। ক্রোধী মানুষকে পতিত ভ্রষ্টাচারী বলা হয় না। ক্রোধ তো সন্ন্যাসীদের মধ্যেও থাকে। অতএব সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু বাবা যখন ভারতে আসেন তখন এই মহাভারী যুদ্ধও লাগে নিশ্চয়ই কারণ পরমাত্মা এসে পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। শরীরের তো বিনাশ হবে। এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকা উচিত যে, আমাদের বাবা পড়ান তাই অনেক রেগুলার হওয়া উচিত। এখানে হোস্টেল নেই। হোস্টেল বানাতে হলে অনেক বাড়ি চাই। ৭ দিন, ৪ দিনের জন্যও আসে তবুও অনেক বাড়ি চাই। বাবা বলেন - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে শুধু বাবাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবা হলেন পতিত-পাবন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো - আমি গ্যারান্টি করি ফলে তোমাদের সব পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। প্রথমে তো এই কথাটি লেখানো উচিত যে, যথাযথ ভাবে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান, তারপরে বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকারী হই। রাজা-রানী প্রজা সবাই হল বিশ্বের মালিক। মেলায় প্রদর্শনীতে যারা বোঝায়, তাদেরকে বাবা ডাইরেকশন দেন - মুখ্য কথা বোঝাতে হবে যে, উঁচু থেকে উঁচু ভগবান হলেন একজন। তিনি হলেন স্ত্রানের সাগর, পতিত-পাবন। স্ত্রানের সাগর তো নিশ্চয়ই ডাইরেকশনও তিনিই দেবেন। কৃষ্ণ তো দেবে না। শিববাবা ব্যতীত অন্য কোনো ভগবান নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন দেবতা। স্বর্গে দৈবী গুণধারী মানুষ থাকে, এইখানে কলিযুগে আছে আসুরিক গুণযুক্ত মানুষ। এই কথাও পরে বোঝাতে হবে। সর্বপ্রথমে তো বাবার পরিচয় দিয়ে সাইন করানো উচিত। বিচার সাগর মন্ডন করে বিভিন্ন যুক্তি রচনা করা উচিত এবং বাবাকে জানানো উচিত যে, বাবা এইরকম প্রশ্ন করে এইভাবে আমরা বুঝিয়েছি। তখন বাবাও এমন পয়েন্ট বলে দেবেন যাতে তাদের প্রভাব পড়ে। বাবাকে সর্বব্যাপী, কচ্ছ মচ্ছ অবতার বলাও একপ্রকারের গ্লানি করা হয়, তাই বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক, সতোপ্রধান ছিলেন। পরে পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়। তারপরে বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যে কোনো ধর্মের মানুষ হোক বাবার সংবাদ সবার জন্য। তাঁকে বলা হয় গড ফাদার লিবারেটর। লিবারেট অর্থাৎ উদ্ধার করতে অবশ্যই পতিত দুনিয়ায় আসবেন। কলিযুগের শেষ সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াই হয়ে যায় তমোপ্রধান, যখন সতোপ্রধান হবে তখন নতুন দুনিয়ায় যেতে পারবে। বাকি যারা সেখানে আসবে না তারা শান্তিধামে থাকবে। এই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যে আমাদের এক পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করতে হবে না। একমাত্র বাবা হলেন বিদেহী, বিচিত্র এবং সকলের চিত্র হল ভিন্ন ভিন্ন। কারো বোঝানোর শখ থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে অনেক মানুষ আসে। সেন্টারে এত আসে না। সার্ভিসে ব্যস্ত থাকলে বাচ্চাদের মনে উল্লাস থাকবে। এখানে বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। সার্ভিসে থাকলে স্মরণের যাত্রা করা ভুলবে না। নিজে স্মরণ করবে অন্যদেরও স্মরণ করাবে। তোমরা বাচ্চারা পড়া পড়ছো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা রাজস্ব নিশ্চয়ই নেব। এই কথা স্মরণে থাকলে খুশী থাকে। ভুলে গেলেই অশান্তি অনুভব

হয়।

বাবাকে লেখা উচিত বাবা আমরা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে আছি। খুব কম সময় আছে, আমরা যাই আমাদের সুখধামে। ৬৩ জন্ম খুব অসুস্থ ছিলাম। ঠিকমতো ওষুধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাই কঠিন অসুখ ধরে নিয়েছে। কোনো চিকিৎসা না হওয়ায়, অসুখ বাসা বেঁধে বসেছে। এ হল এমন অসুখ যে অবিনাশী সার্জেন ব্যতীত এই অসুখ থেকে মুক্তি নেই। এখন সবারই মুক্তির সময়। পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। কেউ বলে মুক্তিতে থাকাই ভালো। কোনো পার্ট নেই। যেমন নাটকে কেউ অল্প পার্ট প্লে করে, তখন তাদেরকে হিরো হিরোইন বা উঁচু পার্টধারী বলা হবে না। বাবা বোঝান যতখানি সম্ভব হয় বাবাকে স্মরণ করো তাহলে পাকা হয়ে যাবে। বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। মুখ্য হলেন একমাত্র বাবা। বাকি এই ছোট ছোট চিত্র গুলি আছে - বোঝানোর জন্য, এর দ্বারা প্রমাণ করতে হবে শিব-শঙ্কর এক নয়। যদিও সূক্ষ্ম বতনে তেমন কোনো কথা নেই। এখন তোমরা বুঝেছো এইসব হল ভক্তি মার্গ, জ্ঞান প্রদান করেন এক বাবা। সঙ্গমে দেন, এই কথাটি পাকা করো। ভারতবাসীরা তো কল্প-কল্প স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। ৫ হাজার বছরের কথা। তারা আবার লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। তারা বলে শুধুমাত্র কলিযুগ হল লক্ষ বছরের আর আমরা বলি এই সম্পূর্ণ চক্রটি হল ৫ হাজার বছরের। কত রকমের গল্প বলেছে। আহ্বান করে হে পতিত-পাবন। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন তো বলবে না। কোনো ধর্মের মানুষ কৃষ্ণকে লিবারেটর তো বলবে না। হে পতিত-পাবন বলে ডাকলে তো বুদ্ধি উপরের দিকে যায় তবুও বুঝতে পারে না। মায়ার ঘন অন্ধকার, গাফিলতিতে পড়ে আছে। বলে শাস্ত্র হল অনাদি। কিন্তু সত্যযুগ ত্রেতায় তো শাস্ত্র থাকে না। এই পড়াশোনা হল এমন যে অসুস্থ অবস্থায় এসেও ক্লাসে বসে পড়তে পারো। এখানে কোনো অজুহাত চলে না। গৌ মাতা খুব ভালো, কেউ আবার লাখিও মারে। এখানেও যার মধ্যে ক্রোধ আছে সে অহংকারের বশে বশীভূত হয়ে লাখিও মেরে দেয়। ডিস সার্ভিস করে। কোনোরকমের অবগুণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু কর্মবন্ধন এমন যে, উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে দেয় না। বাবা উঁচু ভাগ্য নির্মাণের পথ বলে দেন। কিন্তু কেউ যদি চেষ্টা না করে তবে বাবা কি করবেন, খুব ভারী এই উপার্জন। এইরূপ উপার্জন করার নেশা থাকা উচিত। উপার্জন না করলে পরিণাম কি হবে ! কল্প-কল্প এমন দশা হবে। বাবা তো সবাইকে সতর্ক করেন, ইনসাল্ট করেন না। বাচ্চাদের কোনো খারাপ স্বভাব থাকা উচিত নয়। মিথ্যা কথা বলা খুব খারাপ স্বভাব। যন্ত্রের সার্ভিস খুব খুশীতে করা উচিত। বাবার কাছে এলে বাবা ইঙ্গিত করেন সার্ভিস করো। যে তোমাদের থাওয়াচ্ছেন তার সার্ভিস অবশ্যই করা উচিত। সেবা করা বাবা ই শেখান। দেখো, উঁচু থেকে উঁচু বাবা স্বয়ং কতখানি সেবা করেন। যে কাজ অজ্ঞান কালে করেননি, সেসবও করছেন। এতটাই নিরহংকারী হতে হয়। নিয়মের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবে না। যতখানি সম্ভব অন্যদের কল্যাণ অর্থে সবকিছু নিজের হাতে করতে হবে। অপারগ অবস্থায় কিছু করলে কাউকে দিয়ে, সেই কথা আলাদা। নিজেকে নিরহংকারী, নির্মোহী (মোহহীন) বানাতে হবে। বাবার স্মরণ ব্যতীত কারো কল্যাণ হতে পারে না। যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হবে। স্মরণেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। জ্ঞানে এত বিঘ্ন আসে না, জ্ঞানের তো অনেক পয়েন্ট আছে। বাবাকে স্মরণ করলে সুগন্ধিত ফুলে পরিণত হবে। কম স্মরণ করলে রতন-জ্যোতি ফুল হবে। ধূতরা ফুলও হয়। তাই নিজেকে সুরভিত ফুল বানানো উচিত। কোনো দুর্গন্ধ থাকা উচিত নয়। আল্লাকে সুরভিত হতে হবে। এই সূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে, এটাই হল ওয়ান্ডার। সৃষ্টি হল একটি, উপরে নীচে কোনো সৃষ্টি নেই। ত্রিমূর্তির অর্থও তোমরা জানো। তারা শুধু নাম রেখে দিয়েছে - ত্রিমূর্তি মার্গ। কেউ ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তি বলে দেয়। তার জীবন কাহিনী কেউ জানেনা। শাস্ত্রে আছে শ্রেষ্ঠাচারী মানুষের জীবন কাহিনী। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধে-কৃষ্ণ ইত্যাদি তো সবাই মানুষ। কিন্তু অন্যের জীবন কাহিনীকে শাস্ত্র বলা হবে না। দেবতাদের জীবন কাহিনীকে শাস্ত্র বলা হয়। বাকি শিববাবার জীবন কাহিনী কোথায় ? তিনি তো হলেন নিরাকার। তিনি স্বয়ং বলেন প্রথমে স্বর্গ ছিল। এখন পুনরায় হতে হবে। কতখানি সহজ। কিন্তু পাথর বুদ্ধি এমন যে তালা খোলে না। জ্ঞান ও যোগের তালা বন্ধ।

বাবা বলেন - ঘরে-ঘরে সংবাদ দাও যে, উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা। ফার্স্ট ক্লোর মূল বতন, সেকেন্ড ক্লোর সূক্ষ্ম বতন। থার্ড ক্লোর হল এই সাকারী দুনিয়া। যদি ক্লোর গুলির কথাও বাচ্চাদের স্মরণে থাকে তাহলে বাবার কথা অবশ্যই স্মরণে আসবে। সার্ভিসের জন্য যাত্রায় ব্যস্ত থাকা উচিত। বাবা কোথাও যেতে নিষেধ করেন না। বিবাহের অনুষ্ঠানে যাও, তীর্থে যাও, সার্ভিস করতে যাও। ভাষণ দাও - বলো এক হল রুহানী বা আত্মিক যাত্রা, দ্বিতীয় হল দৈহিক জগতের যাত্রা। পয়েন্ট তো অনেক পেয়ে যাও। বাণপ্রসীদের দলে গিয়ে সার্ভিস করো। তাদের কথাও শোনো। তারা কি বলছে। হাতে প্যামপ্লেট রাখবে। মুখ্য ৪-৫ টি কথা যেন লেখা থাকে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, এই কথাটি পরিষ্কার লিখে দাও। যাতে যে পড়বে সে যেন বুঝতে পারে এই কথাটি সত্য, এতেই খুব বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। বাবা ত্রিমূর্তির উপরেও বোঝান। এই চিত্রটি ক্ষণে ক্ষণে পকেট থেকে বের করে দেখতে থাকো। কাউকেও বোঝালেন বলো - এই হলেন বাবা, এই হল বর্ষা (স্বর্গের অধিকার)। বিষ্ণুর চতুর্ভুজের চিত্রটিও ভালো। ট্রেনেও সার্ভিস করতে পারো, বাবাকে স্মরণ করলে বিশ্বের

মালিক হয়ে যাবে। সার্ভিস তো হতেই পারে। কিন্তু কারো বুদ্ধিতে আসে না। খুব পুরুষার্থ করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে নিস্বেজ হয়ে পড়লে চলবে না। খুব সতর্ক থাকতে হবে। মন্দিরে অনেক সার্ভিস হতে পারে। বাবা শুধু বলেন মন্মনাভব। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও। মুখ্য কথাটি পাকা করানো উচিত। বাচ্চাদের সার্ভিসের চিন্তা থাকা উচিত। ত্রিমূর্তির চিত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। সিঁড়ির চিত্র টিও ভালো। প্রত্যেকে নিজের উন্নতি চায়, ধন উপার্জন করে। ছোট বাচ্চাদেরও যুক্তি শিখিয়ে দাও, সবাই আশীর্বাদ করবে। বাঃ কামাল এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের, ছোট বাচ্চারাও এত জ্ঞান দান করে যে কোনো সল্যাসী ইত্যাদি দিতে পারে না। ক্রীতে জিনিস পেলে বুঝবে এরা আমাদের কল্যাণের জন্য দেয়। বলো, এই জ্ঞান হল ক্রী। তোমরা নিজেরা পড়ো, নিজের কল্যাণ করো। শিববাবা হলেন ভোলা ভাগুরী, তাই না। অসংখ্য বাচ্চা আছে। বাবার টাকাপয়সার কি দরকার। টেনেও তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। ভালো মানুষ দেখলে তাকে জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে চিত্র দিয়ে দেওয়া উচিত। বলো তোমরা নিজের কল্যাণও করো এবং অন্যদেরও কল্যাণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও কাজ নিয়মের বিরুদ্ধে করবে না। খুব খুব নিরহংকারী, নির্মোহী হয়ে থাকতে হবে। যতখানি সম্ভব প্রতিটি কাজ নিজের হাতে করতে হবে। যন্ত্রের সার্ভিস খুব খুশী হয়ে করতে হবে।

২) পড়াশোনায় কোনো অজুহাত দেবে না। অসুখে থেকেও পড়াশোনা করতে হবে। সদা উৎসাহে থাকার জন্য সার্ভিস করার শখ রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নলেজের লাইট মাইটের দ্বারা বিঘ্ন-বিনাশক রূপে মাস্টার নলেজফুল ভব
ভক্তিমার্গে গণেশকে বিঘ্ন-বিনাশক রূপে পূজা করে, গণেশকে মাস্টার নলেজফুল অর্থাৎ বিদ্যাপতিও বলা হয়। সুতরাং যে বাচ্চারা মাস্টার নলেজফুল হয় তারা কখনও বিঘ্নের সামনে হেরে যায় না। কারণ নলেজকে লাইট-মাইট বলা হয়, যার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হয়ে যায়। যারা এমন বিঘ্ন-বিনাশক হয়, বাবার সঙ্গে সদা কম্বাইন্ড থেকে নলেজের স্মরণে থাকে তারা কখনও বিঘ্নের সামনে পরাজিত হয় না।

স্নোগানঃ:- অন্তরে বাহিরে যা কিছু খারাপ আছে সেসব সম্পূর্ণ উইল করে দাও তাহলে উইল-পাওয়ার এসে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"তন, মন, ধন আর জনের ভাগ্য"

আজ সত্য প্রভু নিজের রাজকুমার আর রাজকুমারীদের দেখছেন। বাবাকে বলাই হয় সত্য, সেইজন্য বাপদাদা দ্বারা স্থাপন করা যুগের নামও সত্যযুগ। বাবার মহিমাতেও সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সত্য গুরু তথা সদ্ধরু বলা হয়। সত্যের মহিমা সদাই শ্রেষ্ঠ। সত্য বাবা দ্বারা তোমরা সবাই সত্য নারায়ণ হওয়ার জন্য সত্য কথা শুনছ। এমন সত্য প্রভু তাঁর বাচ্চাদের দেখছেন যে কতো বাচ্চা সত্য প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছে ! সত্য প্রভুর সবচাইতে বড় বিশেষত্ব তিনি দাতা, বিধাতা, বরদাতা। সদা সন্তুষ্ট থাকা বাচ্চাদের লক্ষণ - সদা দাতা সন্তুষ্ট, সেইজন্য এমন আত্মারা সবসময় তাদের নিজেদেরকে জ্ঞানের ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, গুণের ভান্ডার, সমুদয় ভান্ডারে পরিপূর্ণ অনুভব করবে, নিজেদেরকে কখনো ভান্ডার হ'তে খালি মনে করবে না। কোনও গুণ বা শক্তি বা জ্ঞানের গভীর মর্মার্থ থেকে বঞ্চিত হবে না। গুণ বা শক্তির পার্সেন্টেজ হতে পারে, কিন্তু কোনো গুণ বা কোনো শক্তি আত্মাতে নেই এ'রকম হতেই পারে না। সময় অনুযায়ী যেমন অনেক বাচ্চা বলে যে আমার মধ্যে অন্য সব শক্তি তো আছে কিন্তু এই শক্তি বা গুণ নেই। তাদের জন্য 'নেই' শব্দ নিষিদ্ধ হবে। এমন দাতার বাচ্চারা সদা ধনবান হবে অর্থাৎ ভরপুর বা সম্পন্ন হবে। অন্য মহিমা হ'ল 'ভাগ্যবিধাতা' হওয়ার। সুতরাং ভাগ্যবিধাতা প্রভুকে সন্তুষ্ট করার লক্ষণ হ'ল, মাস্টার ভাগ্যবিধাতা এমন বাচ্চাদের মস্তকে ভাগ্যের নক্ষত্র ঝিলমিল করতে থাকে অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে ও চেহারায় সদা অধ্যাত্ম ঝলকানি প্রতীয়মান হয়। মুখাবয়ব থেকে সদা সন্তুষ্ট থাকার ফিচার্স (বৈশিষ্ট্য) দেখা দেবে, চেহারা থেকে সদা আধ্যাত্মিক চরিত্র অনুভব হবে। একেই বলে, মস্তকে ভাগ্যের ঝলমলে নক্ষত্র। তন, মন, ধন, জন - চার বিষয়ের প্রতিটাতে তারা নিজের ভাগ্য অনুভব করবে। এ'রকম নয় যে এর মধ্যে একটাতেও ভাগ্যের প্রাপ্তির অভাব বোধ করবে। তারা এমন বলবে না যে, আমার ভাগ্য তিন বিষয়ে তো ঠিক আছে, কিন্তু একটাতে কম আছে।

তনের ভাগ্য - তনের হিসেবনিকেশ কখনো প্রাপ্তি বা পুরুষার্থের মার্গে বিঘ্ন অনুভব হবে না, তন কখনো সেবা থেকে বঞ্চিত হতে দেবে না। কর্মভোগের সময়ও এ'রকম ভাগ্যবান কোনো না কোনো প্রকারে সেবার নিমিত্ত হবে। কর্মভোগ চালিয়ে নেবে কিন্তু কর্মভোগের বশবর্তী হয়ে চিৎকার করবে না। চিৎকার অর্থাৎ কর্মভোগের কষ্ট বারবার বর্ণন করা বা বারবার কর্মভোগের দিকে বুদ্ধি আর সময়কে নিয়োজিত করা। ছোট বিষয়কে বড় করে বিস্তার করা - একে বলে চিৎকার করা, আর বড় বিষয়কে জ্ঞানের সারাংশে সমাপ্ত করা - তাকে বলে, চালিয়ে নেওয়া তথা এগিয়ে চলা। সুতরাং সদা এই বিষয় স্মরণে রাখ - যোগী জীবনের ক্ষেত্রে কর্মভোগ ছোট হোক বা বড় হোক, তার বর্ণন ক'র না, কর্ম ভোগের কষ্ট-কাহিনীর বিস্তার ক'র না, কারণ বর্ণন করাতে সময় আর শক্তি সেইদিকে হওয়ার জন্য তোমরা হেল্‌থ কম্বিয়াস হয়ে যাও, সোল কম্বিয়াস নয়। এই হেল্‌থ কম্বিয়াসনেস তোমাদেরকে অধ্যাত্ম শক্তি হতে ধীরে ধীরে নার্ভাস করে তোলে, সেইজন্য কখনও বেশি বর্ণন ক'র না। যোগী জীবন কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে। এটাই হ'ল তনের ভাগ্যের লক্ষণ।

মনের ভাগ্য - মন সদা প্রসন্ন থাকবে, কারণ প্রসন্ন থাকাই ভাগ্য-প্রাপ্তির লক্ষণ। যে পরিপূর্ণ হয় সে সদাই মন থেকে হাসতে থাকে। যে মনে ভাগ্যবান সে সদা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা'র স্থিতিতে থাকে। ভাগ্যবিধাতা সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন অনুভব করায় ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি মন মোহগ্রস্ত বা পরবশ হয় না। একেই সার রূপে বলা হয় "মন্মনাভব।" এতে মনকে বাবার সাথে যুক্ত করতে পরিশ্রম হবে না, বরং মন সহজেই বাবার ভালোবাসার দুনিয়ায় থাকবে। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই অনুভূতিকে মনের ভাগ্য বলে।

ধনের ভাগ্য- জ্ঞান ধন তো তোমাদের আছেই, কিন্তু স্থূল ধনও গুরুত্বপূর্ণ। ধনের ভাগ্যের অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ জীবনে লাখপতি বা কোটিপতি হবে, কিন্তু ধনের ভাগ্যের লক্ষণ হ'ল সঙ্গমযুগে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার ভোজনপান আর আরামে থাকার জন্য যতটা আবশ্যিকতা আছে, ততটা অনায়াসে তোমরা পেয়ে যাবে। আর সেইসঙ্গে সেবার জন্যও ধনের প্রয়োজন হয়, অতএব, সেবার সময়ে কখনো অভাব অনটনের অনুভব হবে না। যেভাবে হোক, যেখান থেকে হোক, ভাগ্যবিধাতা বাবা কাউকে নিমিত্ত বানিয়েই দেন। ধনের ভাগ্যবান কখনও নিজের 'নাম' বা 'যশ'-এর ইচ্ছায় সেবা করবে না। যদি নাম-যশের ইচ্ছা থাকে তাহলে সেই সময় ভাগ্যবিধাতার থেকে সহযোগ লাভে বঞ্চিত হবে। আবশ্যিকতা আর

ইচ্ছার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। যদি প্রকৃত প্রয়োজন আর প্রকৃত মন থাকে তাহলে কোনও সেবার কার্যে, কার্য তো সফল হবেই, উপরন্তু ভান্ডার আরও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত অবশিষ্ট থাকবে, সেইজন্য গায়ন আছে, "শিবের ভান্ডার আর ভাণ্ডারী (রাণাঘর) সদা পরিপূর্ণ।" সুতরাং প্রকৃত হৃদয়বান এবং সত্য প্রভুর সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ হ'ল ভান্ডারও পরিপূর্ণ, ভাণ্ডারীও পরিপূর্ণ। এটা ধন-ভাগ্যের লক্ষণ। বিস্তার তো অনেক, কিন্তু বাবা তোমাদের সার রূপে বলছেন।

চতুর্থ বিষয় - জনের ভাগ্য - জন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পরিবার বা লৌকিক পরিবার, লৌকিক সম্বন্ধে আসা আস্বারা বা অলৌকিক সম্বন্ধে আসা আস্বারা। সুতরাং জন দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার প্রথম লক্ষণ হ'ল - ভাগ্যবান আস্বার সম্বন্ধ-জনের থেকে সদা স্নেহ আর সহযোগের প্রাপ্তি হতে থাকবে। কমপক্ষে ৯৫% আস্বাদের প্রাপ্তির অনুভব অবশ্য হবে। আগেও তোমাদের শোনানো হয়েছিল যে ৫% আস্বাদের হিসেব-নিকেশও চুকে যায়, সেইজন্য তাদের দ্বারা কখনো স্নেহ পাবে, কখনো পরীক্ষাও হবে। কিন্তু ৫% এর থেকে বেশি হওয়া উচিত নয়। এমন আস্বাদের থেকেও ধীরে ধীরে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা নিরন্তর হিসেব চুকিয়ে যাও। যখন হিসেব চুকে যাবে তখন বইও নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাই না ! তারপরে হিসেব-নিকেশ থাকবেই না। তাইতো ভাগ্যবান আস্বার লক্ষণ হ'ল সম্বন্ধ-জনের সাথে থাকা হিসেব-নিকেশ সহজভাবে নিরন্তর চুকিয়ে যাওয়া এবং ৯৫% আস্বাদের দ্বারা সদা স্নেহ আর সহযোগের অনুভূতি করা। সম্বন্ধ-জনের ভাগ্যবান আস্বারা যখন ব্যক্তি-সম্পর্কের সম্বন্ধে আসবে তখন তারা সদা প্রসন্ন থাকবে। তারা প্রশ্নচিত্ত নয়, বরং প্রসন্নচিত্ত থাকে। এ' এ'রকম কেন করে বা কেন বলে, এই বিষয়টা এ'রকম নয়, এ'রকম হওয়া উচিত - যাদের হৃদয় অভ্যন্তরে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হয় তাকে প্রশ্নচিত্ত বলা হয়ে থাকে আর প্রশ্নচিত্ত কখনো সদা প্রসন্ন থাকতে পারে না। তাদের মনে সদা 'কেন'-র কু্য থেকে যায়, সেইজন্য সেই কু্য সমাপ্ত করতেই সময় চলে যায় আর এই কু্য আবার এমন হয় যে তোমরা যদি ছাড়তেও চাও তবুও ছাড়তে পার না, তখন সেখানে তোমাদের সময় দিতেই হয়। কেননা, এই কু্য-র রচয়িতা তুমি। যখন রচনা রচছে তখন তো প্রতিপালন করতেই হবে, পালন করা এড়াতে পার না। যতই নিরুপায় হয়ে যাও না কেন, কিন্তু সময়, এনার্জি দিতেই হবে সেইজন্য এই ব্যর্থ রচনাকে কন্ট্রোল কর। এই ব্যর্থ কন্ট্রোল কর। বুঝেছ ? এই মনোবল আছে তোমাদের ? লোকে যেমন বলে দেয়, এটা তো ঈশ্বরের দান, মোটেই আমার ক্রটি নয় ! একইভাবে আবার ব্রাহ্মণ আস্বারা বলে - ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তোমরা ড্রামার মাস্টার ক্রিয়েটর, মাস্টার নলেজফুল হয়ে সব কর্ম নিরন্তর শ্রেষ্ঠ বানাও। আচ্ছা !

টিচার্স শুনেছে ! সত্য প্রভু তোমাদের প্রতি কতো সন্তুষ্ট, এর তাৎপর্য তো শুনেছ, শুনেছ না ! গুট মর্মার্থ শুনে সব টিচার্স রাজযুক্ত (যারা গুটার্থ বোঝে) হয়েছ নাকি তোমাদের মনে বোধ আসে যে ভাগ্যের এই বিশেষত্ব তোমার মধ্যে কম আছে ? কখনো ধনের টানাটানিতে, কখনো সম্বন্ধ-জনের মধ্যে সংগ্রাম - এমন জীবনের অনুভব কর না তো, তাই না ? তোমাদের বলা হয়েছিল বিশেষ নিমিত্ত টিচারদের জন্য একই স্লোগান, কিন্তু কার্যতঃ তা' সকলের জন্য। সব বিষয়ে বাবার শ্রীমং অনুসারে "জী হজুর-জী হজুর" করতে থাক। বাচ্চারা বাবাকে যখন বলে "জী হজুর", তখন বাচ্চাদের সামনে বাবা "হজুর হাজির"। যখন হজুর হাজির হয়ে গেছেন তখন তো কোনো বিষয়ে অভাব থাকবে না, সদা সম্পন্ন হয়ে যাবে। দাতা আর ভাগ্যবিধাতা - উভয় প্রাপ্তিলাভের ভাগ্য-নক্ষত্র মস্তকে ঝলমল করতে থাকবে। তোমরা টিচাররা তো ড্রামা অনুসারে অনেক ভাগ্য লাভ করেছ। সারাদিন বাবা আর সেবা ব্যতীত আর কাজই বা কী ! তোমাদের কাজ-কর্ম তো এটাই। যারা প্রবৃত্তির তাদের তো কতো দায়দায়িত্ব পূরণ করতে হয়। তোমাদের তো শুধু একই কাজ, অনেক ব্যাপার থেকেই তোমরা মুক্ত (স্বতন্ত্র) বিহঙ্গ। বুঝতে পার নিজের ভাগ্যকে ? কেউ সোনার খাঁচা, হীরের খাঁচা বানিয়ে দেয় না তো ? তোমরা নিজেরাই বানাও, নিজেরাই আটকা পড়ে যাও। বাবা তো তোমাদের স্বতন্ত্র বিহঙ্গ বানিয়েছেন, উড়ন্ত বিহঙ্গ বানিয়েছেন। অনেক অনেক অনেক লাকি তোমরা। বুঝেছ ? তোমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যের বিশেষত্ব অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছে। যারা প্রবৃত্তির তাদের বিশেষত্ব নিজস্ব, টিচারদের বিশেষত্ব তাদের নিজস্ব, যারা গীতা পাঠশালার তাদের বিশেষত্ব তাদের নিজস্ব, ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্বে সবাই বিশেষ আস্বা তোমরা। কিন্তু সেবাকেন্দ্রে তারা থাকে সেই নিমিত্ত টিচারদের খুব ভালো চান্স আছে। আচ্ছা !

যারা, সদা সর্বপ্রকার ভাগ্য অনুভব করে, সেই অনুভাবী আস্বাদের, সদা প্রতি কদমে "জী হজুর" করে বাবার সহায়তার অধিকারী সেই শ্রেষ্ঠ আস্বাদের, সদা প্রশ্নচিত্তের পরিবর্তে প্রসন্নচিত্ত থাকে - এমন প্রশংসার যোগ্য, যোগী আস্বাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল গ্রুপ:- নিজেকে সবাই মহাবীর আর মহাবীরনী মনে কর ? মহাবীর তো বটেই, কিন্তু তোমরা

সদা মহাবীর ? নাকি কখনো মহাবীর, কখনো খানিক দুর্বল হয়ে যাও ? সবসময়ের মহাবীর অর্থাৎ সদা লাইট হাউস আর মাইট হাউস। জ্ঞান হ'ল লাইট আর যোগ হ'ল মাইট। সুতরাং মহাবীর অর্থাৎ 'জ্ঞানী আত্মা' আর 'যোগী আত্মা'। জ্ঞান আর যোগ - দুই শক্তির লাইট মাইট দ্বারা সম্পন্ন হওয়া - একে বলে মহাবীর। কোনও পরিস্থিতিতে জ্ঞান অর্থাৎ লাইট যেন কম না হয় আর মাইট অর্থাৎ যোগ যেন কম না হয়। যদি একটাও কম হয় তাহলে পরিস্থিতিতে সেকেন্ডে পাস হতে পারবে না, টাইম লেগে যাবে। পাস তো হয়ে যাবে কিন্তু সময়মতো যদি পাস না হও তবে সে' পাস আর কী হ'ল ! যেমন, স্থূল পড়াশোনাতেও যদি এক সাবজেক্টেও ফেল হয়ে যাও তো আবার সেই পড়া নতুন করে এক বছর পড়তে হয়। এক বছর পর যদি পাস কর তবে সময় তো চলে গেল, তাই না ! এ'রকম, যারা জ্ঞানী ও যোগী আত্মা, লাইট আর মাইট উভয় স্বরূপ হয়নি, পরিস্থিতিতে তাদেরও পাস করতে সময় লেগে যায়। যদি সময়কালে পাস না হওয়ার সংস্কার তৈরি হয়ে যায় তাহলে ফাইনালেও সেই সংস্কার ফুল পাস হতে দেয় না। তোমরা পাস তো হয়ে যাও ঠিকই কিন্তু সময়কালে পাস হতে তোমরা অপারগ। যারা সদা সময়মতো ফুল পাস হয়, তাকে বলে পাস উইথ অনার। পাস উইথ অনার অর্থাৎ ধর্মরাজও তাকে অনার দেবেন। ধর্মরাজপুরীতেও সাজা হবে না, অনার দেওয়া হবে। গায়ন হবে যে এই আত্মা পাস উইথ অনার।

সুতরাং পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো বিষয়ে, কোনও সংস্কারে, স্বভাবে, গুণে, শক্তিতে নিজের কোনরকম খামতি রেখ না। সব বিষয়ে কমপ্লিট হওয়া অর্থাৎ পাস উইথ অনার হওয়া। তো সবাই তোমরা এ' রকম হয়েছ ? (সে'রকম হচ্ছি) এই জন্য বিনাশ আটকে আছে। তোমরা আটকে রেখেছ। বিশ্বের বিনাশ অর্থাৎ পরিবর্তনের আগে ব্রাহ্মণের দুর্বলতার বিনাশ প্রয়োজন। যদি ব্রাহ্মণদের দুর্বলতার বিনাশ না হয় তাহলে বিশ্বের বিনাশ অর্থাৎ পরিবর্তন কীভাবে হবে ! তোমরা ব্রাহ্মণরাই তো পরিবর্তনের আধারমূর্ত।

যারা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল থেকে, আগে তাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। তোমরা যারা সমাপ্তি ঘটাবে তারা প্রস্তুত হওনি, সেইজন্য

আতঙ্কবাদী তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে, সবাই কি তোমরা প্রথম নম্বর নেওয়ার নাকি যা পাওয়া যাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে ? অনেকের থেকে তো ভালো - এ' রকম ভাবো না তো ? ভালো তো বটেই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালো হতে হবে। কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যকের মধ্যে রয়েছ, সেটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু মুষ্টিমেয়ের মধ্যেও বাছাই করা কেউ হতে হবে, অতএব, সদা এভাররেডি। অন্তে রেডি -না, এভাররেডি মানে সদা এভাররেডি থাকতে হবে। যদি বলবে সে' রকমই হচ্ছি তো পুরুষার্থ তীর হবে না।

বাবার নজর প্রথমে পাঞ্জাবের উপরে পড়েছে, তাই না ! সুতরাং যখন বাবার প্রথম নজর পড়েছে তো আসতেও হবে প্রথম নম্বরে। তোমরা হ'লে ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন তো সদা মজবুত থাকে, যদি অশক্ত হয় তাহলে তো সম্পূর্ণ বিন্দিং ভঙ্গুর হয়ে যায়। অতএব, সদা এই বরদান মনে রাখ যে সব পরিস্থিতিতে পাস উইথ অনার হতে হবে। এর বিধি হ'ল এভাররেডি থাকা। আচ্ছা।

সবচাইতে বড় জোন তো মধুবন। সব ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মকুমারীর প্রকৃত ঘরই তো মধুবন, তাই না ! আত্মাদের ঘর পরমধাম, কিন্তু ব্রাহ্মণদের ঘর মধুবন। সুতরাং তোমরা অমৃতসর কিংবা লুধিয়ানার নও, পাঞ্জাব কিংবা হরিয়ানার নও, কিন্তু তোমাদের পার্মানেন্ট অ্যাপ্রেন্স মধুবন। বাকি সব সেবা স্থান। হতে পারে তোমরা প্রবৃত্তিতে থাক, তবুও তা' সেবাস্থান, গৃহ নয়। তোমাদের সুইট হোম মধুবন। এ' রকমই তো ভাবো, তাই না ? নাকি তোমাদের সেই গৃহই মনে পড়ে ? আচ্ছা !

বরদানঃ:- অন্তর্লীন করার শক্তির দ্বারা একমতের বাতাবরণ বানিয়ে দৃষ্টান্ত রূপ ভব
যারা একরকম দানা, একই নির্ণা একাগ্রতা আর একরস স্থিতিতে স্থিত, একের মতে চলে, নিজেদের মধ্যে সঙ্কল্পেও একমত, তারাই মালাতে গাঁথা হয়। কিন্তু একমতের বাতাবরণ তখনই হবে যখন তোমাদের অন্তর্লীন করার শক্তি থাকবে। যদি কোনো বিষয়ে বিভিন্নতা হয়ে যায় তাহলে সেই বিভিন্নতা অন্তর্লীন করে নাও, তখন নিজেদের মধ্যকার একতা দ্বারা তোমরা কাছে আসবে এবং অন্যান্য সকলের সামনে তোমরা দৃষ্টান্তরূপ হবে।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী আর কর্মে আধ্যাত্মিকতাকে ধারণ করো, তখনই সার্ভিস দীপ্তোজ্জ্বল হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবার (সমর্পিত) হয়ে গিয়ে কোনো ভুল কোরো না, ভুল করলে বাবার নাম কলঙ্কিত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তি(গৃহস্থ সংসার) কার এবং কিভাবে ?

*উত্তরঃ - সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তি শিববাবার। ভক্তিতে সবাই "হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা হ্রমেব" অর্থাৎ তুমিই মাতা, পিতাও যে তুমি বলে ডেকে থাকে, তাহলে তো প্রবৃত্তিমাগীয়া, তাই না! কিন্তু যতক্ষণ না তিনি সাকারে আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো প্রবৃত্তি নেই। কারণ উপরে তো আত্মারা বাবার সঙ্গে নিরাকারী রূপে থাকেন। যখন সাকারে এসে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেন তখন হয় সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তি।

ওম্ শান্তি । বিশেষভাবে ভারত আর সাধারণভাবে বিশ্ব এ'কথা জানে না যে অসীম জগতের বাবা নিবৃত্তি-মাগীয়া নাকি প্রবৃত্তিমাগীয়া ? যখন বাবা আসেন, তখন বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকেন, কারণ ওঁনাকে আবাহনও করা হয় -- হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা হ্রমেব (তুমিই মাতা, পিতাও তুমি....).....তখন গৃহস্থী হয়ে যায়। ওখানে তো সকলেই জানে যে -- শিব নিরাকার। যদিও শিবের আকার রয়েছে কিন্তু সন্তান-সন্ততি তো নেই। আর যদি থাকেও তবে তা হলো আত্মারূপী সন্তান। সব একই রকমের সন্তান, সেইজন্য মনে করে সবই পরমাত্মা। আত্মাও বিন্দুরূপী, পরমাত্মাও বিন্দুরূপী। গৃহস্থীরাই গায়, তুমিই মাতা পিতাও..... নিবৃত্তিমাগীয়া সন্ন্যাসীরাই বলে দেয় যে পরমাত্মা হলেন ব্রহ্ম। তারা হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা বলে না। তাদের মার্গ আলাদা। এরাও ভুল করে লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে গায় -- হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা.... অথবা বলবে অচ্যুতম কেশবম্.... ভক্তিমার্গে অনেক স্তুতির গায়ন রয়েছে। বাস্তবে পরমাত্মা হলেন বাবা। তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে এবং কি পাওয়া যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো -- উনি বাবাও, দাদাও, বড়মাও, প্রজাপিতাও। এঁনার মাধ্যমে বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবাও, আমাকে প্রবৃত্তিমাগীয়া আসতে হয়। এ আমার যুগলও আবার বাচ্চাও। যখন এর মধ্যে প্রবেশ করি তখন তখন প্রবৃত্তিমাগীয়া হয়ে যাই। আমায় সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম টিচার, সুপ্রীম গুরুও বলা হয়। গুরু গাইড করে মুক্তির জন্য। ও'সব হলো মিথ্যা। এ হলো সত্য। ইংরেজীতে পরমাত্মাকে সত্য বলা হয়। তাহলে সত্য এসে কি সত্য(কথা) বলেন, তা কারোর জানা নেই। আমার তোমারও জানা ছিল না। তাহলে যেন নতুন কথা হয়ে গেল, তাই না! উনি জ্ঞানের সাগর, সত্যখন্ড স্থাপনকারী। অবশ্যই কখনো সত্য বলে গিয়েছিলেন তবেই তো গায়ন রয়েছে। সত্যখন্ডকে হেভেন বলা হয়। ওখানে দেবতাদের সার্বভৌমত্ব দেখানো হয়। এখন হলো পুরোনো দুনিয়া, পুনরায় নতুন দুনিয়া হবে। পুরোনো দুনিয়ায় আগুন লাগবে। স্থাপনার সময় বিনাশেরও কথা বলা হয়। করণ-করাবনহার পরমাত্মার গায়ন করা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। কিভাবে করান ? সে তো স্বয়ং এসে বলবেন। মানুষ কিছুই জানে না। বলে যে পরমাত্মা করণ-করাবনহার। আর ড্রামাও জেনে গেছে। কলিযুগের অন্ত, সত্যযুগের আদি... এই সঙ্গমকেই উঁচু মনে করা উচিত। কলিযুগের পর আসে সত্যযুগ, তারপর নীচে নামতে হয়। স্বর্গ-নরক গায়ন রয়েছে। মানুষ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। অবশ্যই কোনো সময় স্বর্গবাসী হয়েছিল। বিশেষভাবে এ'কথা ভারতবাসীরাই বলে থাকে কারণ জানে ভারত সবচেয়ে প্রাচীন। তাহলে অবশ্যই এ'টাই হেভেন হবে। কথা কত সহজ কিন্তু ড্রামানুসারে বোঝে না, তবেই তো বাবা আসেন বোঝাতে। আহ্বানও করে বাবা এসো। তোমার মধ্যে যে নলেজ রয়েছে এসে তা আমাদেরকে দাও। পতিতদের পবিত্র করতে এসো। আবার বলে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ দাও। কিন্তু তা জানা নেই যে কি নলেজ দেবে! কি সুখ দেবে! বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে তিনি বাবা তাহলে বাবার থেকে অবশ্যই রচনা হয়েছে। ফাদার অর্থাৎ রচয়িতা। বাচ্চা ফাদার বলে তবে তো ক্রিয়েশনই (রচনাই) হলো। রচনাও কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। তারপর বাচ্চাদের প্রপাটি দিয়েছে হয়তো। এ তো সাধারণ কথা। সেইজন্যই আমাকে হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা... বলা হয়ে থাকে। তাহলে বাবা তো বড় গৃহস্থী হয়ে গেলো, তাই না! আহ্বানও করে যে -- হে মাতা-পিতা, এসো, এসে পবিত্র করো। এখন বাবা তো রয়েছে কিন্তু মা ছাড়া রচনা কিভাবে হতে পারে। বাবা আবার এখানে রচনা কিভাবে করে! এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা। এখানেও অনেকের বুদ্ধিতে বসে না আর সব জায়গায় পরমাত্মাকে বাবা বলে ডাকা হয়। এখানে দুজনেই আছে ফাদার-মাদার, তবে তো প্রবৃত্তিমাগীয়া হলো, তাই না! ওখানে কেবল ফাদার বললেই ওদের মুক্তির আশীষ প্রাপ্ত হয়। তারা আসেও পরে। এ তো সকলেই জানে যে খ্রিস্টান ধর্মের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ছিল, তাঁর পূর্বে ইসলাম ধর্ম ছিল। এই সিঁড়িতে অন্য ধর্ম তো নেই সেইজন্য গোলকের পাশে একে রাখা উচিত। এ হলো পাঠশালা। এখন পাঠশালায় কি কেবল একটি বই-ই থাকবে নাকি! পাঠশালায় ম্যাপও চাই। ওই শরীর-বৃত্তি বিদ্যা তো কাজে আসবে না। ম্যাপের দ্বারা মানুষ তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। এইগুলি হলো তোমাদের মূখ্য ম্যাপ। কত বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয় তবুও প্রস্তুতবুদ্ধি হওয়ার জন্য বোঝে না। বাবা

বুঝিয়েছেন -- প্রদর্শনীতে ত্রিমূর্তির উপরেই প্রথমে বোঝাতে হবে। ইনি তোমাদের বাবা, উনি দাদা। জ্ঞান কিভাবে দেবে? উত্তরাধিকার কিকরে দেবে? ভারতবাসীরাই পাবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্বিয় -- এই ৩ ধর্ম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণই রচনা করেন, এ হলো যজ্ঞ, একে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। আর ভক্তিমার্গে যে যজ্ঞ রচিত হয় -- তা দেবী করে শুরু হয়। কারণ সর্বপ্রথমে হয় শিবের পূজা তারপর হয় দেবতাদের পূজা। সেইসময় কোনো যজ্ঞ হয় না। পরে যজ্ঞ করা শুরু করে। প্রথমে দেবতাদের পূজা করে, ফুল অর্পণ করে। এখনও তোমরা পূজন-যোগ্য হওনি। লোকেরা গিয়ে শিবের উপর আকন্দ-ধূতরা ফুল কেন অর্পণ করে? বাবা বোঝান যে তোমরা সকলে কাঁটা ছিলে। তার থেকে কেউ সদা গোলাপ, কেউ গোলাপ, কেউ মতি হয়ে যায়। কেউ আবার আকন্দ ফুলও হয়ে যায়। পড়াশোনা সম্পূর্ণরূপে পড়া না করলে আকন্দ ফুলও হয়ে যায়। কোনো কর্মের থাকে না। শিবের উপর সমস্ত কাঁটাই সমর্পিত হয়ে যায়, তারপর তাদের ফুলে পরিনত করে কিন্তু ভ্যারাইটি (বিভিন্নরকমের) ফুল হয়ে যায়। বাগানে ভ্যারাইটি ফুল হয়, তাই না! তোমাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। কেউ সিংহাসনের অধিকারী হবে, কেউ আবার কি হবে -- এ'সব কথা বাবা-ই বোঝান আর কেউ বোঝাতে পারে না। ভক্তিমার্গ কত লম্বা-চওড়া। কিন্তু তাতে জ্ঞান সামান্যও নেই। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিল। কলিযুগে একজন দেবতাও নেই। তাহলে অবশ্যই পরমাত্মা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করেছিল। তাহলে বাবা এসে এমন কর্ম শেখান, যা মানুষ শিখে, দৈব-গুণ ধারণ করে দেবী-দেবতা হয়ে গেছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কি শেখাবে? ওরা তো উপর থেকে ওনার(ধর্মস্থাপকের) পরে আসবে। তাই ওরা কেবল পবিত্রতার জ্ঞান দিয়ে থাকে। খ্রাইস্ট যখন আসে তখন খ্রিস্টানরা তো কেউ থাকে না। উপর থেকে ওনার পরে আসে। বাবা বুঝিয়েছেন যে মুখ্য ধর্ম হলো ৪, যিনি ধর্ম স্থাপন করেন তার যে শাস্ত্র, তাকে বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। তাহলে মুখ্য হলো ৪ ধর্ম। বাকি সব হলো ছোট-ছোট ধর্ম যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইসলাম ধর্মের নিজস্ব শাস্ত্র, বৌদ্ধদের নিজস্ব রয়েছে। তাহলে ধর্মশাস্ত্র কেবল এগুলোই। ব্রাহ্মণ-ধর্ম হলো এখনকার। ওরা(ভক্তরা) গায় ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ..... তাহলে ওই ব্রাহ্মণদের বোঝাতে হবে যে পরমাত্মা এসে যখন ব্রাহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মা মুখ-বংশাবলী রচনা করেন, তারাই হলো প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমরা তো প্রজাপিতা ব্রাহ্মার সন্তানই নও। তোমরা কেবল নিজেদের ব্রাহ্মণ বলো, কিন্তু অর্থ জানো না। যখন ব্রাহ্মা ভোজন খায় তখন সংস্কৃতে শ্লোক পাঠ করে ব্রাহ্মার মহিমা গায়। বেকারই মহিমা করে। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তোমরা ব্রাহ্মণ কিভাবে হলে! প্রথমে তো ব্রাহ্মা চাই -- যার দ্বারা পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করবে। তাহলে তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের কেশ-শিখা দেখানো হয়, তাই না! আবার বিরাক্টরূপে ব্রাহ্মণদের দেখানো হয় না। তাহলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এসেছে। তোমরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলো তাহলে যখন পরমাত্মা এসে ব্রাহ্মার দ্বারা নতুন রচনা করেন তখন ব্রাহ্মণ হও, তারপর ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। ব্রাহ্মণ হয়ই সঙ্গমে। কলিযুগে সকলেই শূদ্র। ব্রাহ্মণদের অনেক মহিমাও করা হয়। এ'সব কথা বাবা বোঝান। অল্ফ-বে (বাবা-বাদশাহী), বাকি হলো বিস্তার। ভক্তির বিষয়েও বোঝাতে হবে। বাবা বলে দেন যে তোমরা কি ভক্ত! এছাড়া বাবা কখনো ক্রোধাদি করেন না। বাবা তো বোঝাবেন তাই না! যদি বাচ্চারা ভুল করে তাহলে নাম কলঙ্কিত কার হবে? শিববাবার। সেইজন্য বাবা বাচ্চাদের কল্যাণার্থে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মনে করো এঁনার(ব্রাহ্মা) যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তা শুধরে নেওয়াও ড্রামায় নির্দিষ্ট করা রয়েছে। তাতেও লাভই আছে, কারণ ইনি তো বড়(প্রথম) সন্তান, তাই না! সবার ভিত্তি এঁনার উপরেই, এঁনার দ্বারা কোনো লোকসান হবে না। ইনি যখন বলছেন এ'ভাবে করো তখন করে দেওয়া উচিত। তাহলে লোকসান থেকেও লাভ বেরিয়ে আসবে। লোকসানের কোনো কথা নেই। প্রতিটি কথায় কল্যাণই কল্যাণ রয়েছে। অকল্যাণও ড্রামায় ছিল। ভুল তো সকলেরই হতে থাকবে। কিন্তু অল্পে যেকোনো অবস্থাতেই কল্যাণ হবেই কারণ বাবা কল্যাণকারী। সকলের কল্যাণ করতে হবে। সকলের সঙ্গতি করে দেয়। এখন সকলেরই কয়ামতের (বিনাশের) সময়। সকলের মাথায় পাপের বোঝা রয়েছে তাই সকলের হিসেব-নিকেশ চুক্তি হবে। সাজা ভোগ করতেও দেরি লাগে না। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় তাহলে সেকেন্ডে সাজা ভোগ করতে পারো না কি! যেমন কাশী কলবটে হয়ে থাকে। শরীর মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ'রকম নয় যে শিববাবার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। না, কেবল পুরোনো পাপের হিসেব চুক্তি হলে তখন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। মাঝখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না। যদিও জ্ঞান সেকেন্ডের কিন্তু পড়াশোনা তো করতে হবে। প্রত্যহ শিববাবার আত্মা যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনিই এসে পড়ান। কৃষ্ণ তো দেহধারী। পুনর্জন্মে আসে। বাবা বাবা অজন্মা, যে পড়বে না সে তো অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। যজ্ঞে বিঘ্ন তো আসবে। অবলাদের উপর অত্যাচার হবে। এ'সবকিছু হচ্ছে কল্পপূর্বের মতনই। অসুর কিভাবে গোলমাল করে, চিত্র ছিড়ে ফেলে, কোনো সময় আগুন লাগিয়ে দিতেও দেরি করে না। আমরা কি করবো। মনে-মনে ভাবে এ ভবিষ্যৎ, বাইরে পুলিশ ইত্যাদিকে রিপোর্ট করতে হবে। মনে-মনে জানে যে কল্প-পূর্বও যা হয়েছিল তাই হবে, এতে দুঃখের কোনো কথা নেই। লোকসান হয়েছে, ধোপার (বাবা) ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তারপর অন্য কিছু হবে। বাবা বলে দিয়েছেন -- যেখানে প্রদর্শনী ইত্যাদি করো সেটা ৮ দিনের জন্য ইন্সিওরেন্স করে দাও। যদি কোনো ভাল মানুষ হয় তবে সে চার্জও নেবে না। ইন্সিওরেন্স না করলেও কি আর হবে। আবার ভাল-ভাল নতুন চিত্র তৈরী হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপে পদমণ্ডল উপার্জন। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ,

সেকেন্ড(সময়) অত্যন্ত মূল্যবান। তোমরা পদমপতি হয়ে যাও, ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নাও তাহলে কথ ভাল করে বোঝানো উচিত। ওখানে স্বর্গে তোমাদের কাছে অগণিত ধন থাকবে। গোনার কোনো কথাই নেই। তাহলে বাবা তোমাদের কত ধনবান সুখী করে দেন। উপার্জন অত্যধিক। প্রজাও কত ধনবান হয়। এ হলো ২১ জন্মের সোর্স অফ ইনকাম। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। পড়ায় কে ? বাবা। তাহলে এ'রকম পড়াশোনায় গাফিলতি করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা যেন স্মৃতি থাকে যে এই কল্যাণকারী যুগে প্রতিটি কথায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আমাদের অকল্যাণ হতে পারে না। প্রতি কথায় কল্যাণ রয়েছে মনে করে সদা নিশ্চিন্ত থাকতে হবে।

২) সদা গোলাপ হওয়ার জন্য পড়ায় পুরোপুরি ধ্যান দিতে হবে। পড়ায় গাফিলতি করবে না। আকন্দ (কাঁটায়ুক্ত) ফুল হয়ো না।

বরদানঃ:- সকলকে রিগার্ড দিয়ে নিজের রেকর্ড সঠিক রেখে সকলের স্নেহী ভব
যে যত সকলকে রিগার্ড দেয় ততই সে নিজের রেকর্ড ঠিক রাখতে পারে। অন্যদের সম্মান রাখা মানে নিজের রেকর্ড তৈরী করা। যেমন যজ্ঞে সহায়ক হওয়ার অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত করা তেমনই সম্মান দেওয়াই হলো সম্মান প্রাপ্ত করা। একবার দেওয়া আর অনেকবার নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয় ছোটদের স্নেহ আর বড়দের রিগার্ড দাও কিন্তু যে সকলকে বড় মনে করে রিগার্ড দেয়, সে সকলের স্নেহী হয়ে যায়। এরজন্য সব কথায় "প্রথমে আপনি"-র পাঠ পাকা করো।

স্লোগানঃ:- বাপদাদার থেকে পাওয়া শিক্ষা সময়মতো স্মরণে আসাই তীব্র পুরুষার্থ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি রাজধানীকে স্মরণ করো তাহলে খুব খুব মিষ্টি হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ পুরুষার্থ করে মনুষ্য থেকে দেবতা হও ?

*উত্তর:- তোমরা এখন জ্ঞান মানস সরোবরে ডুব দিয়ে জ্ঞান পরী হও, জ্ঞান স্নানে তোমাদের চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে যায়। তোমাদের যে অপগুণ থাকে তা দূর হয়ে যায়। বাবা আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করে তোমরা পবিত্র দেবতা হয়ে যাও। দেবতাদের মধ্যে পবিত্রতারই আকর্ষণ থাকে। এই কারণেই মানুষ দূর দূর থেকে দেবতাদের মন্দিরে আকৃষ্ট হয়ে আসে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ হলো অনুপম....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী সন্তানরা গীত শুনেছে। বাচ্চারা ভাগ্যবান নক্ষত্র, এমন গায়ন হয়। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান ভাগ্যবান নক্ষত্র। ওই সূর্য, চন্দ্রমা তো মণ্ডপকে আলোকিত করে, তাই তোমাদেরই মহিমা করা হয়। তোমরাই হলে জ্ঞান নক্ষত্র, ওদের জ্ঞান নক্ষত্র বলা যায় না। জ্ঞান সূর্য নাম শুনে মনে করে, সম্ভবত ওই সূর্য হল জ্ঞান স্বরূপ, কেননা মানুষ মনে করে যে, নুড়ি - পাথরের মধ্যেও ভগবান আছে, তাই সূর্যকে অনেক মান্যতা দেয়। নিজেকে সূর্যবংশীও বলে থাকে। মানুষ সূর্যের পূজা করে, সূর্যের পতাকাও রেখে থাকে। তোমাদের হলো ত্রিমূর্তির ঝান্ডা। এ কতো আশ্চর্যের। এতে লেখাও আছে, সত্যমেব জয়তে। সত্যিকারের এই বিশ্বে বিজয় তো তোমরাই প্রাপ্ত করাও। তোমরা হলে শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা। ওরা নাম রেখে দিয়েছে -- ত্রিমূর্তি মার্গ, ত্রিমূর্তি হাউস। এর অর্থও বাবাই বুঝিয়ে বলেন যে, এই ত্রিমূর্তির দ্বারা আমি কি কর্তব্য করাই। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা...। ওরা ত্রিমূর্তি থেকে শিবকে বাদ দিয়ে চিত্রের অর্থকে খণ্ডিত করে দিয়েছে। তোমরা এখন জানো যে, এই ত্রিমূর্তির চিত্রে কতো রহস্য আছে। সত্য শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রাজস্ব প্রদান করেন। আমরা বাচ্চারা পূর্ব কল্পের মতো শিববাবার থেকে পবিত্রতা, সুখ - শান্তি আর সম্পত্তির রাজ্য গ্রহণ করছি। পড়া সবসময় ব্রহ্মচর্য অবস্থায় পড়তে হয়। এখন তো কেউ কেউ বিয়ের পরও কোর্স করে, কেননা আমদানি বেশী হয়ে যায়। তোমাদের এখানে অগুণ্টি আমদানি। বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। শ্রীমৎ হলো শ্রেষ্ঠ, এমন গায়ন আছে। বাবার বাচ্চা হলে অবশ্যই বাবার মতে চলবে। ভাই - ভাইয়ের মতে নয়। সে তো অনেক জন্ম চলেছো, তাতে কোনো লাভই হয়নি। এখন বাবার মতে চলতে হবে। সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাই হল ভাই - ভাই। বাবা এখন এসেছেন উচ্চ মত প্রদান করতে। নেচার - কিওরেরও অনেকে ওষুধ খায়। সে সব হলো অল্পকালের জন্য। এ হলো ২১ জন্মের নেচার - কিওর। ওরা বলবে ঠান্ডা জলে স্নান করো। এই করো - ওই করো, খাওয়াদাওয়ার সাবধানতা অবলম্বন করো। এখানে সেইসব খাওয়াদাওয়ার কথা নেই। এখানে তো মিষ্টি বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো, তাহলে খুব মিষ্টি হয়ে যাবে। দেবতারা তো খুব মিষ্টি, তাই না, তাঁদের মধ্যে কতো আকর্ষণ থাকে। আগে উঁচু পাহাড়ের উপর শিবের মন্দির তৈরী করা হতো। মানুষ পায়ে হেঁটে দর্শন করতে যেতো, কেননা পবিত্রতার আকর্ষণ থাকতো। দেবতারা যখন পবিত্র ছিলো তখন এই বিশ্বে রাজস্ব করতো। এখন মানুষ তাঁদের চিত্রের সামনে গিয়ে বন্দনা করে, নমন করে। সেই মিষ্টি বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে। তাঁকে এখানেই আসতে হয়। তাঁর কাছে অবশ্যই বৈকুণ্ঠের গহন সুখ পাওয়া যায়, তাই তো সবাই তাঁকে স্মরণ করে। এখন এই রাবণ রাজ্যের অন্ত হবে, তাই তো বাবা এসে স্বর্গের রাজস্ব প্রদান করবেন। বাবা এই ভারতেই আসেন। শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালন করা হয়, কিন্তু তাঁর থেকে কি পাওয়া যায়, তা কেউ জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের মিষ্টি বানাতেই এসেছি। তোমরা কতো ছিঃ ছিঃ হয়ে গিয়েছিলে। বাবা হলেন নলেজফুল, তোমরা এখন সব নলেজ পাচ্ছে। বীজের মধ্যেই তো সব নলেজ থাকবে, তাই না। তিনি হলেন বীজ, সত্য, চৈতন্য, আবার জ্ঞানের সাগর, তিনি সত্য বলেন। তিনিও আত্মা কিন্তু পরম। পরম আত্মার অর্থ পরমাত্মা। তিনি সদা পরমধামে থাকেন, উঁচুর থেকেও উঁচু। অনেকেই তাঁকে বলেন তিনি নাম রূপ থেকে পৃথক, কিন্তু নাম রূপ থেকে পৃথক কোনো বস্তুই হয় না। তাঁর নাম হলো শিব। সবাই তাঁর পূজা করে। তিনি নিরাকার। তিনি এখন এসেছেন। আগে আমরা দেহ - অভিমানী ছিলাম। বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, আত্মা - অভিমানী ভব। গীতাতেও আছে - মন্মনাভব। ওখানে কেবল শিবের বদলে কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে খণ্ডিত হয়ে গেছে। তবুও বই পড়লে তো আর রাজ্য পাওয়া যাবে না। রাজস্ব থাকে সত্যযুগে। বাবা অবশ্যই সঙ্গম যুগে আসবেন। এখন ড্রামা অনুসারে ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ভক্তির পরে আসে জ্ঞান। এ হলো পুরানো দুনিয়া, সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সত্যযুগে সূর্যবংশীরা রাজস্ব করতো। এ হলো রাজযোগ নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার। সত্যযুগে

এনাদের রাজ্য ছিলো। এখন কলিযুগে দেখো কি অবস্থা। তোমরা এখন সত্যযুগে যাওয়ার জন্য আবার পড়াশোনা করছো। ভক্তিমার্গের যে সব বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি আছে তাকে ছাড়তে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত হলে আর ভক্তির দরকার থাকে না। জ্ঞানের দ্বারাই আমরা বিশ্বের মালিক হই।

বাবা এসেছেন ভক্তির ফল প্রদান করতে। আমাদের এখন অবশ্যই পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, কেননা পতিত তো ফিরে যেতে পারবে না। মুক্তিধামেও সব পবিত্র আত্মারা থাকে। সুখধামেও সব পবিত্র আত্মারা থাকে। এখন কলিযুগে সবাই পতিত। এখন এদের কে পবিত্র করবে? পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা। বাবা এখন বলছেন - আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি। এই দাদা সবথেকে বেশী এক নম্বর ভক্ত ছিলেন। তারপর একে ব্রহ্মার আত্মা বা লক্ষ্মী - নারায়ণের আত্মা, যাই বলো না কেন। এ হলো বোঝার মতো অতি গুহ্য কথা। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু বের হয়েছে... বিষ্ণু ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা হন। এই কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাবাও গীতা পাঠী ছিলেন। যখন জ্ঞান পেলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, বাবা তো বিশ্বের বাদশাহী দেন। তাঁর বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারও হয়েছিলো, তখন গীতা ইত্যাদি পাঠ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বাবা প্রবিষ্ট হয়েছিলেন যে। এরপর কখনোই আর গীতাতে হাত দেননি। এক বাবাকেই স্মরণ করতে লেগেছিলেন। ইনি বলেন, আমিও ওই বাবার থেকে শুনতে শুরু করেছিলাম। শিব বাবা বলেন - আমি যখন বাচ্চাদের শোনাতাম তখন ইনিও শুনতেন। আমি এনার তনে প্রবেশ করেছি, তাই এনার নাম রেখেছি অর্জুন। শাস্ত্রে ঘোড়ার রথ দেখানো হয়। কতো তফাৎ। ঘোড়ার গাড়িতে একজনকে বসে জ্ঞান দিয়েছিলেন কি? তোমরা এখন বুঝতে পারো, এ কিভাবে হতে পারে? তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখছো - বাবা কিভাবে পড়ান। এখানে কতো সেন্টার। তাই পড়ানোর জন্য অবশ্যই পাঠশালার প্রয়োজন, নাকি যুদ্ধের ময়দান? বাবা রাজযোগ শেখান। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র থাকে না। আমি এখন জ্ঞান শোনাচ্ছি, ব্যস, সত্যযুগে আর কোনো দরকারই নেই। পুরানো দুনিয়ার যা কিছুই আছে, সব ভস্ম হয়ে যাবে। এ হলো রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্ব এই রথকে বলা হয়, একেও স্বাহা করতে হবে। আত্মা বাবার হয়ে গেলে এই পুরানো শরীরও শেষ হয়ে যাবে। কৃষ্ণপুরীতে তো এই ছি - ছি শরীর নিয়ে যাবেই না। আত্মা হলো অমর। হোলিতে দেখানো হয় -- মিষ্টি চাপাটি (কোকি) জ্বলে যায় কিন্তু তার সুতোটি জ্বলে না। বাবা তো অসীম জগতের কথা বুঝিয়ে বলেন - এতকাল যা যা শুনেছো, সব ভুলে যাও। ভারত এখন মিথ্যা খণ্ড হয়ে গেছে, আগে সত্য খণ্ড ছিলো। সত্য খণ্ড বাবা বানিয়েছিলেন, তারপর রাবণ মিথ্যা খণ্ড বানিয়েছিলো। এই রাবণ হলো সকলের পুরানো শত্রু। ব্যস, কেউ যা কিছু বলল, তাতেই চলতে থাকে। দিলওয়াড়া মন্দিরে যেমন আদিদেবের নাম মহাবীর রেখে দিয়েছে। মহাবীর হনুমানকে বলা হয়। এখন কোথায় সে, আর কোথায় এ। এই মন্দিরে হুবহু তোমাদের স্মরণ আছে। উপরে স্বর্গ আর নীচে তপস্যা। আদিনাথের মূর্তি গোড়েন বানানো হয়েছে। বলা হয় না -- ভারত সোনার পাখি ছিলো! ভারতের মতো সোনা আর কোথাও ছিলো না। সোনার মহল প্রাসাদ তৈরী ছিলো। ছাদে, দেওয়ালে হীরে - জহরত লাগানো ছিলো। মন্দিরে কতো হীরে - জহরত ছিলো যা লুণ্ঠন করা হয়েছিলো। সেসব মসজিদে গিয়ে লাগানো হয়েছিলো। তাহলে সেইসময় এর কি মূল্য থাকতো। অগাধ ধন ছিলো, তাই তো লুণ্ঠ করে নিয়ে গিয়েছিলো। এ সবাই জানে যে, প্রাচীন ভারত খুব বিত্তবান ছিলো। এখন কতো গরীব হয়ে গেছে। গরীবের উপর দয়া আসে। রাবণ কতো দেউলিয়া করে দিয়েছে। বাবা আবার সক্ষম করেন। এ হলো অসীম জগতের নাটক, যার আদি - মধ্য - অন্ত কেউই জানে না। বাবা হলেন নলেজফুল। এমন নয় যে, আমি সবার ভিতরে বসে দেখি। এ সবই ড্রামাতে নিহিত আছে। যে পাপ করে, সে সাজা তো পায়ই। আমাকে তো বলাই হয় নলেজফুল, পতিত - পাবন। মানুষ ডাকতে থাকে - হে বাবা এসো, এসে আমাদের জ্ঞান দান করো। পবিত্র বানাও। তাই আমি এসে এই কার্য করি। বাকি শাস্ত্রের যে সব কথা আছে, বাবা বলেন - সেসব ভুলে যাও, আর আমি যা শোনাচ্ছি, তা শোনো। তোমরা এখন বাবার কাছে রাজযোগ শিখছো। এরপর তোমরা সূর্যবংশী হবে। তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী এবং শূদ্রবংশী হবে। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সত্যযুগে সবই ভুলে যাবে। ওখানে বাবাকে কেউ স্মরণই করে না। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেলে তখন স্মরণ কিসের জন্য করবে। তোমাদের কতো ভালোভাবে বোঝানো হয়। এই কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। বৃহস্পতি হলেন বাবা। তিনি বলেন - আমাকে স্মরণ করো। সৃষ্টিকর্তা একজন হবেন, নাকি নুড়ি - পাথরের মধ্যে থাকবেন?

বাবা বলেন যে, রাবণ তোমাদের বুদ্ধি কতো খারাপ করে দিয়েছে। বড় - বড় বিদ্বানদের কতো অহংকার। বাবাকে জানেই না। না তারা রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানে। বাবা বলেন - আমি তোমাদের রাজস্ব দিয়ে দিয়েছি। তোমরা সব ধন - দৌলত শেষ করে দিয়েছো, এখন তোমরা ভিক্ষা চাইছো, তাই তোমাদের আসুরিক সম্প্রদায় বলা হয়েছে। দেবতাদের কতো মহিমা করা হয়েছে। আবার বলেও -- আমাদের মতো নির্গুণের কোনো গুণ নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের গুণ ধারণ করতে হবে তাই অপগুণ দূর করো। রাবণ তোমাদের বানরের সদৃশ্য করে দিয়েছে। বাবা এখন

তোমাদের দেবতা বানান । যাদের মধ্যে পাঁচ বিকার আছে, তাদের বানর বলা হয় । (নারদের উদাহরণ) তোমাদের এখন চরিত্রের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, এরপর তোমরা দেবতা হয়ে যাবে । এই জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে আমরা জ্ঞান পরী হয়ে যাই । ওরা আবার জলকে মানস সরোবর মনে করে নিয়েছে । এ হলো জ্ঞান স্নানের কথা । এ তো বাচ্চারা জানেই যে, বাবা হুবহু পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো আমাদের আবার বোঝাচ্ছেন, এতে কোনো সংশয় উৎপন্ন হতে পারে না । তোমরা পতিত পাবন বাবাকে আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । মনুষ্য মুক্তির জন্য কতো মাথা ঠুকতে থাকে, কিন্তু ঘর কোথায় তা কেউই জানে না । কেউ মনে করে আত্মা লীন হয়ে যাবে । কেউ আবার মনে করে, আত্মা দ্বিতীয় কোনো শরীর ধারণ করে না । এখানে অনেক মত আছে, বাবাকে কেউ জানেই না । সম্পূর্ণ দুনিয়া মনে করে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । বাবা এখানে বলেন - শিব ভগবান উবাচঃ । এ কতো রাত - দিনের তফাৎ । নামই একদম পরিবর্তন করে দিয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা ? বাপদাদা দুজনেই বলেন । দুজনেরই তো বাচ্চা, তাই না । ইনিও স্টুডেন্ট, তোমরাও স্টুডেন্ট । ইনিও পড়ছেন । যারা ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করছে, তারাই বাবার বাচ্চা হবে । যারা পবিত্র হয় না, বাবা তাদের দেখেও দেখেন না । মনে করেন, সাজা ভোগ করে আবার এসে (সত্যযুগে) বাবুটি হবে । যারা পবিত্র হতে পারে, তারাই বিশ্বের মালিক হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মিষ্টি হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । সত্য বাবার প্রতি স্বচ্ছ থাকতে হবে । এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতে চলতে হবে ।

২) পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ হতে হবে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে কোনো বিষয়েই যেন সংশয় উৎপন্ন না হয় ।

বরদানঃ:- প্রতিটি কথার সারকে গ্রহণ করে অলরাউন্ড হয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব
যে বিষয়ই দেখো বা শোনো, তার সারকে বোঝো, আর যে বাণীই বলো বা যে কর্মই করো তা যদি সারে পরিপূর্ণ থাকে তাহলে পুরুষার্থ সরল হয়ে যাবে । এমন সরল পুরুষার্থী সব বিষয়েই অলরাউন্ড হয় । তার কোনো দুর্বলতা দেখাই যায় না । কোনো বিষয়ে সাহসের অভাব হয় না, মুখ থেকে এমন শব্দ কখনোই বের হয় না যে, আমরা এ করতে পারবো না । এমন সরল পুরুষার্থী নিজে যেমন সরল চিত্ত থাকে, অন্যকেও সরল চিত্ত বানিয়ে দেয় ।

স্নোগানঃ:- সাধনকে ব্যবহার করেও তার প্রভাব থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয় হও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারত সবার তীর্থ স্থান, সেইজন্য সব ধর্মের মানুষের কাছে ভারত তীর্থের মহিমা করো, সবাইকে বার্তা দাও"

*প্রশ্নঃ - কোন পুরুষার্থের দ্বারা তোমাদের অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে ? তোমরা নিদ্রাজীত হতে পারবে ?

*উত্তরঃ - রাতে যখন ঘুমাতে যাও তার আগে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। যখন ঘুম আসবে তখন ঘুমিয়ে পড় তবেই অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। ভোরবেলায় যখনই ঘুম ভাঙে সেই পয়েন্টই স্মরণে আসতে থাকবে। এমন অভ্যাস গড়ে তুললে তোমরা নিদ্রাকে জয় করতে পারবে। যে করবে সেই পাবে। তাদের আচার-আচরণও তখন ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকবে।

*গীতঃ- যে প্রিয়তমের সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । যে প্রিয়তমের সাথে আছে। দুনিয়াতে লৌকিক পিতা তো অনেক আছে কিন্তু সবার রচয়িতা পিতা একজনই। তিনিই জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। মানুষের সঙ্গতি তখনই হয় যখন সত্যযুগ স্থাপন হয়। বাবাকেই সঙ্গতি দাতা বলা হয়। যখন-যখন সঙ্গমের সময় হয় তখনই জ্ঞানের সাগর এসে সঙ্গতি দিয়ে থাকেন। এই সময় সবাই দুর্গতিতে আছে। সবারই দুর্গতি এক রকম হয় না। সবচেয়ে প্রাচীন হলো ভারত। ভারতবাসীদের জন্যই ৮৪ জন্ম বলা হয়ে থাকে। তবে নিশ্চয়ই প্রথম-প্রথম আসা মানুষরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করার যোগ্য হবে। দেবতাদের ৮৪ জন্ম সূতরাং ব্রাহ্মণদেরও ৮৪ জন্ম। প্রধান বিষয়কেই তুলে ধরা হয়। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করার জন্য সর্বপ্রথম সৃষ্টি লোক রচনা করেন তারপর নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়ে থাকে। ত্রিলোকীনাথ হলেন এক বাবা। বাকি সবাই তাঁর সন্তানরা নিজেদের ত্রিলোকের নাথ বলতে পারে। এখানে তো অসংখ্য মানুষ নামও রেখেছে ত্রিলোকীনাথ। দেবতাদের ডবল নামও রাখে যেমন- গৌরীশঙ্কর, রাধেশ্যাম, রাধা কৃষ্ণ, এরা তো আলাদা-আলাদা রাজ্যের ছিল। বিচক্ষণ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ভালো-ভালো পয়েন্টের ধারণা থাকে। যিনি বিচক্ষণ ডাক্তার হন তার বুদ্ধিতে অনেক মেডিসিনের ধারণা থাকে। এখানেও প্রতিদিন নতুন-নতুন পয়েন্টস আসে। যে ভালোভাবে অভ্যাস করবে সে নতুন-নতুন পয়েন্টস ধারণ করতে থাকবে। যে ধারণ করবে না তাকে মহারথী বলা হয় না। সবকিছুই বুদ্ধির ধারণার উপর নির্ভর করে আর ভাগ্যের ব্যাপারও আছে। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ড্রামাকে কেউ জানেনা। এটা জানে যে আমরা আত্মা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে থাকি। কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত জানা নেই অর্থাৎ কিছুই জানে না। তোমাদের তো জানা উচিত। বাচ্চাদের তো কর্তব্য অন্যদেরও বাবার পরিচয় দেওয়া। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলতে হবে, কেউ-ই যেন বলতে না পারে যে আমরা তো জানতাম না। বিদেশ থেকেও অনেকেই আসবে। তাদের থাকার ব্যবস্থা হবে বস্ত্রতে। ওদের সামর্থ্য আছে। ওদের কাছে অনেক টাকাপয়সা আছে। শিবকে নিজেদের বড় গুরু তো মানবে না সেইজন্য বোঝানো হয় যে এই ধর্ম পিতাদেরও কিছু ভূমিকা আছে। বাচ্চারা তো শুরুতেই সাক্ষাত্কার করেছিল - এই ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম ইত্যাদি ধর্ম পিতারা সবাই মিলিত হতে আসবে। সূতরাং ওদের জন্য ফিল্ড বানানো উচিত। সব ট্যুরিস্টরা বস্ত্রতে আসতে থাকে। ভারত সবাইকে আকর্ষণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারত হলো বাবার বার্ষ প্লেস। তারপর সবাই ভগবান বলে অসীম জগতের পিতার মহত্ত্ব গুণ করে দিয়েছে। এখন তোমরা বুঝিয়ে থাকো যে ভারত হলো সবচাইতে বড় তীর্থস্থান। বাকি সব পয়গম্বররা আসে নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করতে। ওদের পিছনে তারপর ওদের ধর্মাবলম্বীরা আসে। এখন সবকিছুর অন্তিম সময়। চেষ্টা করে, ফিরে যাওয়ার। কিন্তু ওদের জিজ্ঞাসা করো তোমাদের এখানে কে এনেছে? ক্রাইস্ট খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করেছে, সে কি তোমাদের টেনে এখানে নিয়ে এসেছে ? এখন সবাই ফিরে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। সবাই আসে ভূমিকা পালন করতে। ভূমিকা পালন করতে-করতে শেষে দুঃখের মধ্যে আসতেই হবে। তারপর দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বাবারই কাজ। বাবার বার্ষ প্লেস হল ভারত। এতো মহত্বের কথা বাচ্চারা তোমরাই জানো। যারা জানে তাদের নেশা উর্ধগামী থাকে। কল্পে-কল্পে বাবা ভারতেই আসেন। এই বার্তা সবাইকে দিতে হবে, নিমন্ত্রণ জানাতে হবে। রচনার নলেজকে কেউ-ই জানে না। সূতরাং এমনই সার্ভিসেবল হয়ে নিজের নাম প্রসিদ্ধ করতে হবে। এই মেলা (প্রদর্শনী) সব দিকেই যাবে। সেই কারণেই যে সব বিচক্ষণ বাচ্চারা রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য পাঠাতে অনুরোধ আসে। তাদেরকে পাঠানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এক শিববাবার নাম জপ করে দ্বিতীয় ব্রহ্মা বাবার তৃতীয় কুমারকা, গঙ্গে (দাদী), মনোহরের (বাবার সেবাধারী ভাই) ডাক পড়তে থাকে। ভক্তি মার্গে হাতে মালা ঘোরাতে থাকে। এখন মুখে

নাম জপতে থাকে। অমুকে খুব সার্ভিসেবল, নিরহঙ্কারী, মধুর। দেহ-অভিমান নেই। বলা হয়ে থাকে - স্নেহ দিলেই স্নেহ পাবে। এখন বাবা বলছেন তোমরা দুঃখী হয়ে পড়েছ। তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। তোমরা ঘৃণা করলে এটা তো নিজেকেই ঘৃণা করা হবে, পদ পাবে না। কত অগাধ ধন প্রাপ্তি হয়।

যখন কেউ লটারি পায় তখন সে কত খুশি হয়। লটারিতেও অনেক রকমের প্রাইজ থাকে। এছাড়াও সেকেন্ড প্রাইজ, থার্ড প্রাইজও থাকে। এটাও ঈশ্বরীয় রেস। জ্ঞান আর যোগের রেস,যে তার মধ্যে দ্রুত যাবে সেই গলার হার হবে আর সিংহাসনের কাছে বসবে।

তোমরা সবাই কর্মযোগী। তোমাদের ঘরের দেখাশোনাও করতে হবে। ক্লাসে এক ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে। তারপর ঘরে গিয়ে রিভাইজ করতে হবে। স্কুলেও এমনটা করতে হয় তাইনা। স্কুলে পড়াশোনা করে তারপর ঘরে গিয়ে রিভাইজ করে থাকে। বাবা বলেন এক ঘন্টা আধা ঘন্টা পড়াশোনা কর। দিনে ৮ ঘন্টা থাকে, সেই সময়ের মধ্যে বাবা বলেন এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা পড়াশোনা কর, ১৫-২০ মিনিটের জন্য ক্লাসে বসে এটিকে আত্মস্থ করো তারপর নিজের কাজ-করবারে লেগে পড়ো। আগে তোমাদের বাবা বসাতেন আর বলতেন বাবাকে স্মরণ করে বসো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। স্মরণের জ্ঞান তো ছিল তাইনা। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও যখন দেখবে ঘুম পাচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ো। এর ফলে অস্তিম সময়ে যেমন মতি তেমন গতি প্রাপ্ত হবে। তারপর ভোরবেলা উঠলে সেইসব পয়েন্টসই মনে পড়বে। এভাবেই অভ্যাস করতে-করতে তোমরা নিদ্রাকে জয় করতে পারবে। যে করবে সেই পাবে। যারা করবে তাদের চালচলন, ব্যবহারে সেটা পরিলক্ষিত হবে। দেখা যাবে যে অমুক বিচার সাগর মন্থন করে,জ্ঞান ধারণ করে। কোনো লাভ নেই। এই শরীর পুরানো হয়ে গেছে, এই শরীরের প্রতিও বেশি খেয়াল রাখা উচিত নয়। এটা তখনই হবে যখন জ্ঞান আর যোগের ধারণা সম্পূর্ণ রূপে হবে। ধারণা না হলে শরীর আরও ক্ষয় হতে থাকবে। ক্ষয় হতে-হতে সম্পূর্ণ রূপে কবরখানায় সমাহিত হয়ে যাবে। নতুন শরীর ভবিষ্যতে পাবে। আত্মাকে পবিত্র হতে হবে। এই শরীর পুরানো পুতিগন্ধময় হয়ে গেছে। এই শরীরে যতই পাউডার লাগাও তবুও কানা কড়ি মূল্য নেই। এখন তোমাদের সবার সম্বন্ধ শিববাবার সাথে।যেদিন বিবাহ হয় সেইদিন পুরানো কাপড় পড়ে। এখন এই স্থূল শরীরকে বেশি সুসজ্জিত করা উচিত নয়। জ্ঞান যোগ দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করলে পরি হয়ে যাবে। এ'হলো জ্ঞানের মান সরোবর। এই জ্ঞানের সরোবরে ডুব দিতে থাকলে তোমরা স্বর্গের পরি হয়ে যাবে। প্রজাকে পরি বলা হয় না। বলে থাকে যে কৃষ্ণ নারীদের অপহরণ করে মহারানী ও পাটরানী বানিয়েছিল। এমনটা তো বলবে না যে অপহরণ করে প্রজাদের চন্ডাল বানিয়েছিল। অপহরণ করেছিল পাটরানী বানাবার জন্য। তোমাদেরও এমন পুরুষার্থ করা উচিত। এমন নয় যে যা পাওয়া যায় তাতেই খুশি। এটা গীতা পার্থশালা। এখানে প্রধান বিষয়ই হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। অনেক গীতা পার্থশালা তৈরি হয়। বসে গীতা শোনায় ,কণ্ঠস্থ করিয়ে থাকে। কোনো একটা শ্লোক নিয়ে তাকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। কেউবা এমনিই পড়ে, কেউ একটা শ্লোক নিয়েই আধা ঘন্টা - পৌনে এক ঘন্টা ভাষণ দিয়ে থাকে, এসব করে কোনো লাভ হয়না। এখানে বাবা বসে পড়ান। এইম অবজেক্ট পরিষ্কার। বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার মধ্যে কোনো লক্ষ্য নেই। পুরুষার্থ করতে থাকো। কিন্তু কি পাবে ? খুব ভক্তি করলে তখনই ভগবানকে পাওয়া যায়। রাতের পরে দিন অবশ্যই হবে। কল্পের আয়ু একেক রকম বলে থাকে, এসব বোঝার জন্য শক্তি থাকা চাই। যোগবল দ্বারা কাজ বের করতে হবে। যদি না করতে পার তার মানে শক্তি নেই। যোগ নেই। বাবাও সাহায্য তাদেরই করেন যে বাচ্চারা যোগযুক্ত থাকে। ড্রামায় যা আছে সেটারই পুনরাবৃত্তি হয়। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যা টিক-টিক করে অতীত হয়ে যাচ্ছে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। শ্রীমতে না চললে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। নম্বর ক্রমানুসারে তো আছে না ! ওরা মনে করে আমরা এক হয়ে যাই, কিন্তু এর অর্থ জানা নেই। কি এক হবে, এক পিতা হয়ে যাওয়া উচিত নাকি এক ব্রাদার্স হয়ে যাওয়া উচিত? যদি ব্রাদার্স বলে তবুও ঠিক আছে। শ্রীমতের দ্বারা আমরা একমত হতে পারি। তোমরা সবাই এক মতে চলো। তোমাদের বাবা টিচার, গুরু একজনই। যে সম্পূর্ণ রূপে শ্রীমতে চলবে না সে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। যদি একদমই না চলে তবে শেষ হয়ে যাবে। রেসে যে যোগ্য এবং হুঁশিয়ার হবে তাকেই রাখা হয়। বড় রেসে ভালো ঘোড়া রাখা হয় কেননা লটারিও বড় রাখা হয়। এ'ও হিউম্যান অশ্ব দৌড়। হুসেনের ঘোড়াও দেখানো হয়। দুই প্রকারের হিংসা হয়। প্রথম নম্বরে হলো কাম বাসনা, যা অর্ধকল্প ধরে নিজেকে খুন, আর অপরকেও খুন করে এসেছে। এই হিংসাকে কেউ জানেনা। সল্যাসীরাও এমনটা ভাবেনা, শুধু বলে থাকে এটা বিকার। বাবা বলেন বাচ্চারা এই কাম বাসনা হলো মহাশত্রু, এটাই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। এটাও প্রমাণ করে বলতে হবে যে আমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গ ,রাজযোগ। তোমাদের হলো হঠযোগ। তোমরা শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে হঠযোগ শেখো। আমরা শিবাচার্যের কাছ থেকে রাজযোগ শিখি। এগিয়ে যেতে- যেতে তোমাদের অবশ্যই প্রত্যক্ষ হবে। কেউ-কেউ প্রশ্ন করে দেবতাদের ৮৪ জন্ম ৫ হাজার বছরে হয়েছে, খ্রিস্টানদের কত বছরে হয়েছে? ক্রাইস্টের ২ হাজার

বছর হয়েছে, এখন হিসেব করো ওদের এভারেজ কটা জন্ম হয়েছে? ৩০-৩২ জন্ম, এটা তো পরিষ্কার। যে অনেক সুখ দেখে থাকে সে অধিক দুঃখও দেখে থাকে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কম সুখ, কম দুঃখ পেয়ে থাকে। এভারেজ হিসেব বের করতে হবে। প্রধান যে ধর্মযাজক তার জন্ম বের করতে হবে। পরে যারা আসে তারা অল্প-স্বল্প জন্ম গ্রহণ করে থাকে। বুদ্ধ, ইব্রাহিম এদের জন্মের হিসেবও বের করতে পারো। করলেও এক-দুই জন্মের পার্থক্য হবে। অ্যাকুরেট বলা যায় না। মোটামুটি ধারণা দ্বারা বোঝান যেতে পারে। এইসব বিষয় বিচার সাগর মন্বন করার জন্য। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কিভাবে বোঝাবে? তবুও বলা যে প্রথমে বাবাকে স্মরণ কর কেননা বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। জন্ম যতবার নিয়েছ ততবারই নেবে। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। যথার্থ রীতিতে বোঝাতে হবে। এটাই পরিশ্রমের কাজ।

বাচ্চারা বোম্বাইতে অনেক পরিশ্রম করে কেননা তাদের অনেক সাকসেসফুল হতে হবে। এরজন্য বুদ্ধি থাকা চাই, বাবার অবিদ্যায় ধনের প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকা উচিত। কেউ-ই তো ধন গ্রহণ করে না। জ্ঞান রত্ন নাও আর ধারণ করো তো বলে আমরা কি করব ! আমরা বুঝতে পারি না। না বুঝতে পারলে তোমাদের ভবিতব্য। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য জ্ঞান যোগের ধারণা করতে হবে। কোনো জিনিসের প্রতি লোভ থাকা উচিত নয়। এই জ্ঞান যোগের দ্বারা সুসজ্জিত হতে হবে, স্থূল শৃঙ্গারের দ্বারা নয়।

২) এক ঘন্টা আধা ঘন্টা, ঐশ্বরীয় পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। জ্ঞান আর যোগের রেস করতে হবে।

বরদানঃ:- সবার অন্তরের রহস্যকে জেনে সকলকে রাজী (খুশী) করে তুলতে সমর্থ সদা বিজয়ী ভব বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রত্যেকের অন্তরের রহস্যকে জানতে হবে। কারো মুখ থেকে উচ্চারিত আওয়াজের দ্বারা তার অন্তরের রহস্যকে (ভিতরে কি চলছে তা আওয়াজের দ্বারা বোঝার ক্ষমতা) জেনে গেলে বিজয়ী হতে পারবে। কিন্তু অন্তরের রহস্যকে জানার জন্য অন্তর্মুখী হওয়া প্রয়োজন। যত অন্তর্মুখী থাকবে ততই প্রত্যেকের অন্তরের রহস্যকে জেনে তাকে রাজী করতে পারবে। যে রাজী করতে পারে সেই বিজয়ী হতে পারে।

স্লোগানঃ:- বৈরাগ্য হল এমনই যোগ্য ধরনী যেখানে যেমন ফল (বীজ) রোপন করবে তেমনই ফলীভূত অবশ্যই হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটাই একমাত্র অধ্যয়ন যা তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মীতে পরিণত করে, এইজন্য পড়ার উপরে অনেক মনোযোগ দাও"

- *প্রশ্ন:- বাবার দ্বারা বাচ্চাদের কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় যা কোনো তীর্থ বা জঙ্গলে গেলে প্রাপ্ত হতে পারে না ?
- *উত্তর:- বাবার দ্বারা বাচ্চাদের সুখ-শান্তি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যা অন্য কোথাও প্রাপ্ত হতে পারে না। মানুষ শান্তির জন্য জঙ্গলে যায়, কিন্তু তোমরা জানো, শান্তি তো হলো আমাদের আত্মাদের স্বধর্ম।
- *গীত:- তোমাকে পেয়ে মোরা সারা জগৎকে পেয়ে গেছি... (তুমহে পাকে হামনে জাহাঁ পা লিয়া)

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কারণ তোমরা এখন সনাথ হয়েছো। এছাড়া সকল মানুষই হলো অনাথ। প্রভু (নাথ) একমাত্র বাবা'কেই বলা হয়। ঘরে যখন ঝগড়াঝাটি করে তখন বলা হয় - তোমাদের কি কোনো প্রভু নেই ? এখন সমগ্র দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। এমনকি তারা একে অপরকে হত্যা করে। একমাত্র বাবা এসে বোঝাচ্ছেন - এই কাম হলো মহাশত্রু, যার কারণে সবাই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পায়। তোমরা বাচ্চারা জানো - এখন আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। যদিও মানুষ বলে, আমাদের শান্তি চাই, কিন্তু শান্তি কী ? কোথা থেকে পাওয়া যায় ? জঙ্গলে গেলে কি শান্তি পাওয়া যাবে ! সুখ-শান্তি কখন এবং কে দেন, মানুষ কীসের জন্য তীর্থযাত্রায় যায় ? এ'সব কথা কেউ জানে না। তারা কেবল শুনেছে যে, ভক্তি করলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তারা ভগবানকেও জানে না। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের সুখ-শান্তি প্রদান করি। এই সময়ে কারও কাছে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি নেই। এমনকি যিনি দেন, তাঁকেও কেউ জানে না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন তোমরা গায়ন করো, দুঃখ হতা-সুখ কত। গান্ধীজিও আহ্বান করতেন যে, হে পতিত-পাবন এসে পবিত্র বানাও। ওরা গায়ন করে, পতিত-পাবন সীতারাম, কিন্তু এর অর্থই জানে না। তারা ভক্তি কেন করে, এর দ্বারা কি প্রাপ্তি হবে ? কিছুই জানে না। এই ভক্তিও ড্রামাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বাপরযুগ থেকে রাবণরাজ্য শুরু হয়। মানুষ এটা জানে না যে, রাবণ কী ! কতদিন পর্যন্ত রাবণকে পোড়াতে থাকবে ! যদিও রাবণের জন্ম অনেক আগে হয়েছে, তারা রাবণেরও মূর্তি বানিয়ে পোড়ায়। আত্মা কখনো পুড়ে যায় না। এ'সব বিষয় তোমরা বাচ্চারাই জানো। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। এটা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই ভগবতী-ভগবান বলা হয়। তারপর ত্রেতাযুগে রামের রাজ্য ছিল। তাঁরা কীভাবে এই রাজ্য পেয়েছিলেন, তারপর সেই রাজ্য কোথায় গেল ? এটা কেউই জানে না অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। তোমরা এই নলেজের দ্বারা স্বর্গের মালিক হও। স্কুলে পড়াশোনা করে কেউ উকিল, জজ হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় না। তাঁরা কোন্ পড়াশোনার মাধ্যমে এই পদ পেয়েছিলেন ! তা কেউ জানে না। ভগবান বলেন, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। এমন কেউ নেই, যে বলতে পারে আমি তোমাদের এরকম তৈরি করি। তোমরা বাচ্চারা জানো, লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি এই পড়াশোনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। দুনিয়ার লোকেরা এই বিষয়গুলো জানে না। ওরা সত্যযুগকেও লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তাহলে এটা কীভাবে জানবে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ কোথায় গেল ? তারা দেখছেও যে, ভারতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের অনেক চিত্র রয়েছে। অনেক মন্দির নির্মিত রয়েছে। লোকেরা মনে করে, তাঁদের থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হবে। প্রতি দীপাবলীতে তারা মহালক্ষ্মীর কাছে ধন-সম্পদ চায়, কিন্তু তাঁর সাথে অবশ্যই নারায়ণও থাকবে। দীপাবলীতে পূজা করে, তাই তাদের অল্পকালের সুখের ভাবনা পূরণ হলে তারা মনে করে লক্ষ্মীর থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে, লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী আলাদা আলাদা কেউ নয়, এ'কথা মানুষ জানে না। এটা একমাত্র বাবা বোঝান। আজকাল তো মানুষ বলে, পাথরের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। বাবা বলেন, প্রত্যেকের বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে। পারসবুদ্ধি তো সত্যযুগে হয়। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন সোনা-হীরের মহল ছিল। এটা হলো ৫ হাজার বছরের কথা। শাস্ত্রে তারা কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন - ভক্তিমার্গ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। ড্রামা অনুসারে যখন তোমাদের দুর্গতি হয় তখন আমি আসি এবং এসে নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করি। এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছো। তোমরা জানো এই মহাভারতের যুদ্ধের মাধ্যমে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই ড্রামা হলো পূর্ব নির্ধারিত। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। তা ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। ২৫০০ বছর সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজত্ব ছিল। তারপর দ্বাপরযুগে রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছে। মানুষ পতিত হতে থাকে। কিন্তু তারা এটা জানে না, কে তাদের পতিত বানিয়েছে ? আমরা পবিত্র ছিলাম, পতিত কীভাবে হলাম ? বাবা এসে বোঝান। রাবণরাজ্য শুরু হলে তোমরা পতিত হয়ে যেতে থাকো। রাবণের

জন্মের এখন ২৫০০ বছর হয়ে গেছে। শিববাবার জন্মের ৫ হাজার বছর হয়েছে। ওটাকে রাম এবং একে রাবণরাজ্য বলা হয়। বাস্তবে রাম বলা উচিত নয়। আজকাল মানুষের নাম রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র রাখে। ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত সোনার পাখি ছিল, একে বলা হতো গোল্ডেন এজ ওয়ার্ল্ড। বৈকুণ্ঠ ছিল, কিন্তু কোথায় ছিল তা কেউ জানে না। আত্মা কী, পরমাত্মা কী, সৃষ্টি কী ? কিছুই জানে না। এইজন্য তাদের তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। ঋষি-মুনিরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে জানে না। এই কারণেই তারা বলে নেতি-নেতি (এটাও না - ওটাও না), না বাবাকে, না উত্তরাধিকারকে জানে ! বাবার দ্বারা বিশ্বের রাজত্বের যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাও জানে না। এখন সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো, তাই তোমরা হলে ডবল আস্তিক। লোকেরা তো এটাও জানে না, শান্তি কার থেকে এবং কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে। সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে, আমাদের শান্তি চাই। এখন, আমরা এখানে কীভাবে শান্তি পেতে পারি ? কর্ম তো করতে হবে তাই না ? শান্তি তো প্রাপ্ত হবে - শান্তিধামে। যদি পরিবারে কেউ একজন অশান্ত হয়, তাহলে পুরো পরিবারকে অশান্ত করে দেয়। শান্তি প্রাপ্ত হয় - সুইট হোমে। তারপর সেখান থেকে বাবা আমাদের আত্মাদের পার্টিয়ে দেন নতুন দুনিয়াতে পার্ট প্লে করার জন্য। বাবা কি আর চরম নরকে (দোজক) পাঠাবেন ! শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো, এটা হলো ভগবানের পার্ঠশালা। এটা কোনো সংসঙ্গ নয়। এখানে ভগবান বাচ্চাদের জন্য বলেন। নিরাকার শিববাবা শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চাদের (তোমাদের) সাথে কথা বলেন। আত্মাও শরীরের মধ্যে থাকে, তাই না ! আত্মা যখন কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত করে তখন কথা বলতে, শুনতে সক্ষম হয়। এখন বাবা বসে আত্মাদের পড়াচ্ছেন, পরমাত্মাকে আহ্বান করে হে পতিত পাবন... হে সদগতি দাতা, লিভেটর, গাইড। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, কীভাবে লিবারেট করেন তারপর গাইড হয়ে কোথায় নিয়ে যাবেন। কেবল চিৎকার করতে থাকে। এখন গড ফাদার এসেছেন। তোমাদের, বাচ্চাদের গাইড করছেন। তিনি নিজে তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর তোমরা নিজেই সুখধামে চলে যাবে। বাবা কেবল একবারই এসে সবার গাইড হন। তারপর নতুন দুনিয়াতে বাবা গাইড করবেন না। এইসময়ে সমস্ত মানুষ পতিত হওয়ার কারণে এটা জানে না যে, আমরা কীভাবে ঘরে ফিরে যাব, উড়তে পারে না। অনেক ভক্তি করে ওখানে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এটা জানে না যে, আমরা পতিত হয়ে গেছি তাই যেতে পারি না। পতিত-পাবন বাবা এসে যখন পবিত্র বানাবেন তখন আমরা যেতে পারবো। এখন বাবা তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলছেন, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এখন কত মানুষ রয়েছে ! সত্যযুগে যখন দেবতাদের রাজত্ব হয় তখন নতুন ঝাড়ে ৯ লক্ষ থাকে। গাছে তো প্রথমে কয়েকটা পাতা থাকে, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রথমে কেবল এক ধর্মের সবাই থাকবে। তোমরা এখন নিজেদের নরকবাসী মনে করবে না, বাকি সবাই হলো নরকবাসী। কিন্তু তারা নিজেদেরকে তা মনে করে না। এই সময় তো সকলের মুখ মানুষের মতো, কিন্তু চরিত্র বানরের মতো। বড় বড় রাজারাও লক্ষ্মী-নারায়ণের চরণে প্রণাম করে। কিন্তু তাঁরা কোনো পতিতদের পবিত্র বানায় না, আর তাঁরা কি কোনো দয়াবান ! যখন কেউ দুঃখী হয় তখন তার প্রতি করুণা করা হয়। দয়াবান হলেন একমাত্র বাবা। একমাত্র বাবা এসে পাথরবুদ্ধিদের পারসবুদ্ধি বানান। এখন তোমরা দেবতা হয়ে উঠছো। এটা হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পার্ঠশালা। এটা রাজযোগ। ঋষি-মুনিরা জানে না যে, গীতার রাজযোগ কে শিখিয়েছেন। ওরা গীতাকে সম্পূর্ণ মিথ্যে করে দিয়েছে। ওরা মনে করে - কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। ওরা বলে, কৃষ্ণ ভগবান বলেন মনমনাভব। কিন্তু কৃষ্ণ তো পরমাত্মা নয়। তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স, যিনি এই সঙ্গমযুগেই রাজযোগ শিখে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন। তারপর তাঁকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছে। এত মানুষ গীতা শোনে, কিন্তু তাদের একজনও জানে না যে গীতার ভগবান শিব, নাকি কৃষ্ণ ! তারা বলে যে সবাই এক। এমন মানুষের কাছেও মাথা কুটতে হয়। ৬৩ জন্ম তারা বিশ্বাস করে এসেছে যে, কৃষ্ণ হলো ভগবান। দ্বাপরযুগ থেকে শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই প্রথমে গীতা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের। জ্ঞান মার্গের একটিও শাস্ত্র নেই। গীতা হলো সর্বপ্রথম। পরে বেদ উপনিষদ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিও হলো গীতার ছোট বাচ্চা। এসব অধ্যয়ন করতে করতে তোমরা নীচে নেমে এসেছো। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হচ্ছে। এবার যেতে হবে - প্রথম নম্বরে। এখন তোমরা আবার সত্যযুগী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য এখানে অধ্যয়ন করতে এসেছো। সবাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে না, রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। কিন্তু কে রাজত্ব স্থাপন করে ? এটা কারো বুদ্ধিতে আসে না। কলিযুগে এত সংখ্যক মানুষ রয়েছে যে, খাওয়ার জন্য আনাজও পাওয়া যায় না। অথচ, সত্যযুগে কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব হবে। এখানে দেখা কত ধর্ম রয়েছে ! বিশাল মহাভারতের যুদ্ধও সামনে রয়েছে, তা সত্ত্বেও মানুষের চোখ খোলে না। এই মহাভারতের যুদ্ধ কল্প পূর্বেও সংঘটিত হয়েছিল, তারপর কী হয়েছিল, কেউ জানে না। এসব বিষয় তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরাই জানো। বাবা তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন। ভগবান তোমাদের পড়াশোনা করিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত করেন, সুতরাং ভালোভাবে পড়াশোনা করা উচিত। কেবল বাবাকে এবং নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা নতুন দুনিয়ায় চলে যাবে। যদি ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং অন্যদেরও পড়াও তাহলে রাজা-রানী হতে পারবে, যত আধ্যাত্মিক সার্ভিস করবে। তোমরা হলে আত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। এছাড়া দুনিয়ার সবাই হলো শারীরিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমাদের, আত্মাদের বাবা প্রতিদিন জ্ঞান দেন। তিনি আত্মাদের সেবা

করেন, তাই না ! একে বলা হয় আত্মাদের সেবা, যা কেবল স্পীরিচুয়াল ফাদারই শেখান। এটা হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পার্শালা, অবশ্যই এরকম হবে। যখন তোমরা পড়াশোনা করে তৈরি হয়ে যাবে, তারপর বিনাশ হবে এবং তোমরাও ফিরে যাবে। বলা হয় - রাম গেল, রাবণ গেল... কেবল কিছুজন থেকে যায় এবং তারপর অদল বদল হতে থাকে। তারপর তোমরা স্বর্গে আসবে। তোমাদের জন্য এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছো। এটা হলো নরক। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে আছো। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী না হলে উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। উত্তরাধিকার ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা কেবল বাবাকে ছাড়া অন্য কোনও দেহধারীকে স্মরণ করে না। তবে কিছু না কিছু শুনলেও প্রজা হয়ে যাবে।

আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার আন্তরিক এবং প্রেমময় স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে পড়াশোনা করতে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে। বাবার সাথে সাথে যে নতুন দুনিয়া আসতে চলেছে, তা স্মরণ করতে হবে।

২) বাবার সমান দয়াবান হয়ে সবাইকে পারসবুদ্ধি বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- সাধনকে (সুবিধা) ব্যবহার করেও সাধনাকে নিজের আধার বানিয়ে সিদ্ধি স্বরূপ ভব পুরানো দুনিয়ার কোনো আকর্ষণীয় দৃশ্য, সাময়িক সময়ের কোনো সুখের সাধন যদি ব্যবহার করো বা দেখো তাহলে সেই সাধনের বশীভূত হয়ে যাও। সাধনের আধারে সাধনা এমন, যেরকম বালির আধারে তৈরি বিল্ডিং। সাধন হলো নিমিত্তমাত্র এবং সাধনা হলো নির্মাণের আধার, এইজন্য সাধনাকে গুরুত্ব দাও তাহলে সাধনার দ্বারা সাফল্য প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ:- কোনও দুর্বলতার অংশমাত্র থাকলে তা বংশ তৈরি করবে এবং প্রভাবিত করে ফেলবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যেক পার্টধারী আত্মা অর্ধেক সময় সুখ, অর্ধেক সময় দুঃখের পার্ট প্লে করে - এ'ও হল ঈশ্বরীয় নিয়ম”

*প্রশ্ন:- বাবা যা কিছু বোঝান, সেসব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে যথার্থ ভাবে কবে বসবে ?

*উত্তর:- যখন বুদ্ধি হবে শুদ্ধ। যে যতখানি পুরুষার্থ করে খাদ নিষ্কাশিত করবে, ততই বাবার বোঝানো জ্ঞান বুদ্ধিতে বসতে থাকবে। এখনও বাচ্চারা সতঃ স্থিতি পর্যন্তই পৌঁছেছে অতি কষ্টে। প্রত্যেকের পুরুষার্থ নিঃস্ব। কেউ সতঃ কেউ তমঃ স্থিতিরও আছে। কিন্তু হতে হবে সতোপ্রধান।

*গীত:- দূর দেশের নিবাসী...

ওম শান্তি। যখন মেলায় বা প্রদর্শনীতে বাচ্চারা বোঝায় তখন যে কথাগুলি বোঝানো দরকার, সেগুলি অবশ্যই বোঝাতে হবে। এতে এই কথা তো নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে যে সব আত্মারাই হল ব্রাদার্স এবং সব ব্রাদার্সের অসীমের পিতা একজনই আছেন। এই কথাও জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, ভারতের আদি সনাতন ধর্ম কি? তারা তো আদি সনাতন হিন্দু ধর্মকেই মানে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদিরা জানে যে তাদের ধর্ম কে এবং কবে স্থাপন করেছে। ভারতবাসীদের হিন্দু ধর্ম নাকি দেবী-দেবতা ধর্ম? এই ধর্মটি কে এবং কবে স্থাপন করেছে? এই কথা ভারতবাসী জানে না। বোঝাবার জন্য এই কথাটি খুব জরুরি কথা। যা কারো বুদ্ধিতে আসে না। প্রাচীন ভারতে দেশের গায়ন করা হয়। কিন্তু তারা এই কথা জানেনা যে, আমাদের হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। যথাযথভাবে সেই সময় লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলতেন না। আচ্ছা হিন্দু ধর্মেরও কোনো সম্বন্ধ হওয়া উচিত। বিক্রম সম্বৎ যে বলা হয়, হতে পারে যখন থেকে দেবতার বাম মার্গে প্রবেশ করে তখন থেকে নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শুরু করে, তখন থেকে বিক্রম সম্বৎও বলা শুরু করে। সুতরাং অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেল। ওই সময় তাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলা হবে না। সম্বৎ বলা হয় যখন ধর্ম স্থাপন হয়। সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছে? বিক্রম সম্বৎ তো রাবণ স্থাপন করেছে। সেই সময় সকলের কর্ম, বিক্রম হতে থাকে। কর্ম, অকর্ম, বিক্রম নাম তো আছে, তাইনা। সুতরাং বিক্রম রাজার সম্বৎ চলেছে। ওটা হয়ে গেল অর্ধেক সময়। এই বিক্রম সম্বৎ তো হিন্দুদের নয়? তখন জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিল? জানা তো উচিত। এই কথা গুলো খুব বোধযুক্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের কথা। যখন এই কথা জানবে তখন হিসেব করতে পারবে যে নতুন দুনিয়া ছিল তাতে দিন রাত অবশ্যই হয়। অর্ধেক অর্ধেক হবে নিশ্চয়ই। এ হল একটি ঈশ্বরীয় নিয়ম, এই কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে। এমন সংবাদ কখনও কেউ দেয়নি। খ্রীষ্টানদেরও অর্ধেক সুখ, অর্ধেক দুঃখের পার্ট চলবে। এই কথা যে আমরা বোঝাই, এতে সম্পূর্ণ হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এসে যায়। যে মানুষ আসে তাদের দুঃখ সুখের পার্ট আছে। এক দুইটি জন্ম গ্রহণ করলেও অর্ধেক অর্ধেক হবে। এই হল ঈশ্বরীয় নিয়ম। প্রদর্শনীতে যখন শোনে, ভালো ভালো বলে। বাইরে বেরোলেই ভুলে যায়। বিশেষ কেউ এই কথায় কান দেবে। কেউ এক মাস এসেও হারিয়ে যায়। কেউ ১০ মিনিট বোঝে, কেউ এক ঘন্টা, কেউ তো কিছু সময় এসে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যায়। সেন্টারে এমন অনেক হতেই থাকে। কীভাবে দৈব সম্প্রদায় তৈরি হচ্ছে। এই কথাও ওয়ান্ডার - নতুন দুনিয়ার ধর্ম পুরানো দুনিয়ায় স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা, এই কথা গুলি তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে। শিববার দ্বারা তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের বিষয়ে জানতে পারো। বাবা বলেন আমি ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাতে এসেছি, অতএব শেষ সময়েই এসে শোনাবো, তাইনা। দ্বাপরে মধ্যখানে এসে তো শোনাতে পারি না। যখন শেষ সময়ের আত্মারা তো জন্ম নেয়নি। রাজযোগের জ্ঞান দ্বাপরে প্রাপ্ত হয় না। মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরে হতে পারে না। মহাভারতের যুদ্ধের পরেই সত্যযুগের স্থাপনা হয় অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়। তার পূর্বে ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হয়, তবে তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়েছে হবে। তারপরেই ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে হবে তাইনা। বিরাট রূপ যে দেখানো হয়, তাতে শিবের চিত্র দেখানো হয় না এবং ব্রাহ্মণদের শিখাও (টিকি) দেখানো হয়নি। প্রদর্শনীতে বিরাট রূপের চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। ব্রহ্মার দ্বারা প্রথমে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ রচনা করবেন। তাহলে ব্রাহ্মণ কবে এবং কোথায় রচনা করেন। ব্রাহ্মণদের হল সঙ্গম। শূদ্রদের হল কলিযুগ। এখন তোমরা নিজেদের পরিচয় দাও প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। প্রজা অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি সুতরাং নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-ই হবে। খ্রীষ্টকে খ্রীষ্টান ধর্মের পিতা বলা হবে। এই হলেন প্রজাপিতা। ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন। এমন নয় খ্রীষ্টের দ্বারা, বৌদ্ধদের দ্বারা রচনা করবেন। মনুষ্য সৃষ্টি আরম্ভ হয় ব্রহ্মার দ্বারা। সুতরাং সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণদের রচনা করা হবে। ব্রাহ্মণদের, দেবতায় পরিণত করেন। বিরাট রূপও ভারতেই দেখানো হয় অন্য ধর্মের মানুষ বিরাট রূপ বানাতে পারবে

না। এই রূপ নতুন কথা একমাত্র বাবা বোঝান। নতুন পয়েন্টসও বেরোতে থাকে, পুরানোও বেরোতে থাকে কারণ নতুন বাচ্চাদেরকেও কিছু নতুন কিছু পুরানো পয়েন্ট প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যাতে বুঝতে পারে। যতক্ষণ অল্ফ - বে বুদ্ধিতে না বসছে ততক্ষণ কিইবা বুঝতে পারবে। তোমরা জানো অল্ফ - বে কাউকেও বোঝানো খুব সহজ। বাবা তো সবার একজনই, তিনি আসেনও নিশ্চয়ই। শিব জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়। কিন্তু ভারত বাসীরা এই কথা জানেনা যে শিব জয়ন্তীর অর্থ কি। না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের বিষয়ে জ্ঞান আছে, না শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব কবে ছিল, সে কথাও জানেনা। খ্রীষ্ট এসে ঘুরে গেছেন, তাদের পোপের সম্পূর্ণ লিস্ট থাকবে। কিন্তু ভারতবাসীরা এই কথা জানেনা যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণও ভারতে রাজস্ব করে গেছেন। যা চিত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে তার পূজা করে, তার অক্যুপেশান কি তা জানে না। দেবতাদের রাজস্ব ক্ষত্রিয়রা নিল কীভাবে, তবে কি যুদ্ধ হয়েছিল ? রাজস্ব বদল হয় সুতরাং কেউ জয়লাভ নিশ্চয়ই করেছিল। সেখানে তো এইরকম কথাই নেই। তারা তো ভালোভাবে রাজস্ব প্রদান করে। মানুষ তো অনেক অন্ধকারে আছে। তোমরা কতখানি আলো প্রাপ্ত করেছে। এমনও নয় সব কথা কারো স্মরণে থাকে। তা না হলে বাবা যা কিছু বুঝিয়েছেন সেসব প্রদর্শনীতে বোঝানো উচিত। প্রদর্শনীতে একদিন এসে দ্বিতীয় দিন আসে না। কিছুই বোঝা যায় না যে বুঝতে পেরেছে কিনা। ওপিনিয়ান লেখানো উচিত যে, প্রথমে আমরা এই কথা জানতাম না দেবী-দেবতা কোথায় লুপ্ত হয়েছে। সম্বৎ এর কথা বলো। হিন্দু ধর্ম কবে শুরু হয়েছে ? প্রত্যেকে কি বোঝায়, তাও জানা যায় না। ওপিনিয়ান লিখিয়ে রাখবে এমন কেউ থাকা উচিত। তোমরা প্রমাণ করে বলে দাও। ৫ হাজার বছরের হল এই চক্র, লিখে দাও। সম্বৎ ইত্যাদির বিষয়ে কেউ তো কিছু জানেনা। এইসব কথা শাস্ত্রে কি শুনেছো ? তাহলে আমরা শিখেছি কোথা থেকে? সুতরাং আমাদের শেখাচ্ছেন উনি নিশ্চয়ই ভগবান হবেন। ভগবান ব্যতীত এইসব কথা কেউ বোঝাতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই কোনো দেহে অব। পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। আদি মধ্য অন্তের নলেজ প্রদান করেন। তাঁর নাম শিব। ভক্তিমার্গে তাঁর অনেক নাম রেখেছে। কমপক্ষে দেড় লক্ষ নাম রেখেছে নিজের নিজের ভাষায়।

বাচ্চাদের রোজ কত বোঝানো হয়। কিন্তু এখনও শুদ্ধ বুদ্ধির হয়নি। পুরুষার্থ করতে থাকলে খাদ বেরিয়ে যাবে। এখনও বাচ্চারা সতঃ স্থিতিতে অতি কষ্টে পৌঁছেছে। তাতেও কেউ তমো। সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো এতেও ক্রম অনুসারে আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব পুরুষার্থ চলে। এইসময় মানুষের বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। শুধু পাণ্ডবদের ছিল প্রীত বুদ্ধি। তাদের বিজয় হয়েছিল। অসুর এবং দেবতা, দুইই হল মানুষ। এমন নয় অসুরের কোনো ভয়ঙ্কর চেহারা থাকে। তারা তো যুদ্ধে গোলা গ্যাস ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য ড্রেস পরে নেয়। তারা হল আসুরিক সম্প্রদায়, তোমরা হলে রামের সম্প্রদায়, কারণ তোমরা ৫ বিকার ত্যাগ করেছ। পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমরা রাজস্ব করবে। তোমাদের কারো সঙ্গে যুদ্ধ নেই। বাবা অনেক কথা বুঝিয়ে দেন। কেউ তো মাস দুই এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন বোঝা যায় ভাগ্যে নেই। সাধারণ প্রজায় তো আসবে, প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হবে। এখনও দেখো প্রজার সংখ্যা অনেক। কোনো স্থানে মাত্রায় অল্প কম হলে মানুষ ক্ষুধায় মারা যায়। কোনো স্থানে বৃষ্টিপাত না হওয়ার দরুন দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এতে গভর্নমেন্ট কি করবে। এইসব তো হল ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ। এবারে তো তুমুল বেগে বৃষ্টিপাত হবে। বিনাশ তো হবেই। সুতরাং তোমরা যা কিছু সাফাংকার করেছে, সেসব প্রাক্টিক্যাল হবে। সাফাংকারে এক কৃষ্ণের মহল দেখবে। সম্পূর্ণ তো দেখতে পাবে না। আচ্ছা দেখবে বিনাশ হয়েছে, শরীর ত্যাগ করবে তখন সব কিছু ভুলে যাবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তখন দুনিয়াই বদলে যাবে, তোমরা সব কিছু ভুলে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব নলেজ আছে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতনের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, সম্পূর্ণ নলেজ বাবা দিয়েছেন। যার যত বেশি জ্ঞান তার তত বেশি নেশা থাকে। এখন আমরা মাস্টার নলেজফুল হয়েছি, তারপরে যখন বিনাশ হবে আমাদের শরীর শেষ হয়ে যাবে। এই জন্ম পর্যন্ত নলেজ থাকে। অতএব এতখানি বুদ্ধিতে নেশা থাকা উচিত যে, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে গিয়ে প্রিন্স প্রিন্সেস হবো। মানুষ তো পড়াশোনা করে নিজের নিজের উপার্জন করে। বাবা বলেন - আমি কোনো উপার্জন করি না। আমি তো তোমাদের শিখিয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তোমরা উপার্জন কর তো সেসব হারিয়েও ফেলো। তোমাদের সম্পূর্ণ আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। বাবারও জ্ঞান আছে, উনি বসে বোঝান পাট অনুযায়ী। তারপরে বাবাও চলে যান নির্বাণ ধামে। সব আত্মারাও চলে যাবে। সেখানে যাদের পাট থাকবে তারা পুনরায় রাজধানীতে আসতে থাকবে। বাকি সময়ে শান্তিধামে থাকবে। বাচ্চারা অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত করছে, উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্য। নতুন কোনো বাচ্চার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে না। শুধু এইটুকু বলবে জ্ঞান খুব ভালো। তারপরে নিজের ব্যবসা ইত্যাদিতে মন দেবে। বাইরে গেলেই মায়া বিস্মৃত করে দেয়, তালা লাগিয়ে দেয়, অনেক বাচ্চাদের এমন অবস্থা হয়। সম্পূর্ণ ধারণা হয় না। প্রথমে কেউ ভিতরে এলে বলো, এরা হল ব্রহ্মাকুমার কুমারী। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন। এখন হল কলিযুগের অন্ত পরে সত্যযুগ হবে। অতএব ব্রহ্মার সন্তানেরা সবাই ব্রহ্মাকুমার যারা পরে দেবতা হবে। এমন

সার্ভিস সংবাদ বাবা যদি জানতে পারেন তবে তো বাবা পরামর্শ দেবেন। কিন্তু বাবাকে পুরোপুরি খবর দেয় না। অনেকের উপরে গ্রহের দশা লেগে থাকে। এখনই ফার্স্টক্লাস, কাল দেখবে থার্ডক্লাস হয়ে যায়। গ্রহের দশা না লেগে থাকলে আশ্চর্য হয়ে শুনে ভাগন্ত হয় কেন ? যে বাচ্চারা প্রদর্শনীতে গিয়ে সার্ভিস করে, তারা নিজের সময় সফল করে। বাপদাদাকে কখনও পরিত্যাগ করবে না। বাবা বাচ্চাদের কিছু বলে দেওয়ার পর পুনরায় ভালোও বাসবেন। বাবার হৃদয়ে বাচ্চাদের কোনো কথা থাকে না। তিনি শুধুমাত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য শেখান।

এখানে বাচ্চাদের টোলি অর্থাৎ মিষ্টি মুখ করানো হয় কারণ তিনি অসীম জগতের পিতা, তাইনা। লৌকিক পিতা বাজার থেকে ফিরে এলে অবশ্যই বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসবে। কিছু মিষ্টি ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। বাইরে সেন্টারে টোলি পাওয়া যায় না। এখানে বাবা সম্মুখে বসে আছেন। বাবা সব কথা বাচ্চাদেরকেই বোঝান। এই দ্বাপর থেকে ঋষি-মুনি যারা সত্যে প্রধান ছিল, যাদের বুদ্ধিতে তাল্লা ছিল না, তারাও বলতেন রচয়িতা এবং রচনাকে আমরা জানি না। আজ কলিযুগে সবার বুদ্ধিতে তাল্লা লাগা আছে, তাহলে তারা জানবে কীভাবে। শাস্ত্র ইত্যাদি তো ঋষি-মুনিরাও পড়তেন। তোমরা অনেক পয়েন্ট পেয়ে যাও বোঝানোর জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভগবান আমাদের পড়াশোনা করিয়ে ভগবান ভগবতী বানাচ্ছেন - এই খুশী বা নেশায় থাকতে হবে। রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে অন্যদেরকে শোনাতে হবে।

২) যেমন বাবা কোনো সন্তানের কথা হৃদয়ে বা মনে রাখেন না, তেমনভাবে কোনো কথা হৃদয়ে বা মনে জমিয়ে রাখবে না।

বরদানঃ:- করাবনহার (উনি করাচ্ছেন) এর স্মৃতির দ্বারা সেবায় সদা নির্মাণের কার্য করতে থাকা কর্মযোগী ভব যে কোনো কর্মকে কর্মযোগীর স্টেজে পরিবর্তন করো, শুধুমাত্র কর্ম সম্পাদনকারী নয় বরং কর্মযোগী। কর্ম অর্থাৎ ব্যবহার এবং যোগ অর্থাৎ পরমার্থ, দুইয়ের যেন ব্যালান্স থাকে। শরীর নির্বাহের উদ্দেশ্যে আত্মার নির্বাহের বিষয়টি যেন বিস্মৃত না হয়। যে কর্মই করো না কেন সেই কর্ম যেন ঐশ্বরীয় সেবার অর্থে হয়। এর জন্য সেবায় 'নিমিত্ত মাত্র' - এই মন্ত্র বা করাবনহারের স্মৃতি যুক্ত সঙ্কল্প যেন সদা স্মরণে থাকে। করাবনহারকে ভুলবে না তাহলে সেবায় সদা নির্মাণ-ই নির্মাণ করতে থাকবে।

স্নোগানঃ:- সেবা এবং সম্বন্ধ-সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল পুরানো সংস্কার, সেই সংস্কার গুলির প্রতি যেন বৈরাগ্য ভাব থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি বাচ্চারা তোমাদের জন্য হাতে করে বহিস্ত অর্থাৎ স্বর্গ নিয়ে এসেছি, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্ন:- অসীম (বেহদ) খুশী নিরন্তর কোন্ বাচ্চাদের থাকতে পারে ?

*উত্তর:- যারা বেহদের সন্ধ্যাস করেছে অন্য সব সঙ্গ ছেড়ে বাবার সাথেই একমাত্র সঙ্গ জুড়েছে, তারাই নিরন্তর খুশীতে থাকতে পারবে। ২ - যারা ফলো ফাদার করে থাকে, যাদের সার্ভিসের শখ রয়েছে তাদের খুশী কখনোই উধাও হয়ে যেতে পারে না।

*গীত:- আকাশ সিংহাসনকেও ত্যাগ করে এই পরের দেশে এসেছ....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। এই কথাটা কে বলল ? বাবা বাচ্চাদেরকে বললেন যে গান শুনেছ ? যখন অনেক দুঃখ আসে, তখনই আহ্বান করে। বাচ্চারা জানে যে বাবা-ই সুখধাম বা পবিত্র দুনিয়া অথবা ভগবান-ভগবতীর রাজ্য স্থাপন করেন। ভগবান এবং ভগবতী হলেন স্বর্গের মালিক। তোমরা দেখতে পাও যে লক্ষ্মী নারায়ণ কতোই না ধনী ছিল, কত বড় রাজধানী ছিল। তাদের রাজধানীতে কখনো কোনো রকম উপদ্রব হয় না। বাবা যেহেতু বাচ্চাদেরকে এত ভালো উত্তরাধিকার দেন, তাই কত খুশিতে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষার্থের ক্রম তো আছেই। কেউ কেউ সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝতে পারে না বলে ওখানের কথা ভেবেও খুশিতে থাকে না আর এখানেও খুশিতে থাকে না। ওরা দুটো জায়গাতেই স্থান পায় না কারণ বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে নিতে পড়ে যায়। দুনিয়ায় কেউই জানে না যে ভগবান এসে স্বর্গ স্থাপন করছেন। কারণ তিনি গুপ্ত ভাবে আসেন। মানুষ বলে এই সময় অবশ্যই ভগবানের থাকা উচিত কারণ এখন সবাই ঘন অন্ধকারে আছে। রাত্রি ১২টা বাজলে বলা হয় ঘন অন্ধকার। রাত্রে ঘন অন্ধকার আর দিনের বেলা উজ্জ্বল প্রকাশ হয়। বাচ্চারা জানে যে এখন এই ভক্তিমার্গের রাত্রি শেষ হয়ে যাবে, যেখানে কেবল দুঃখ আর দুঃখ আছে। মানুষ মনে করে, ভক্তি করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে। তোমরা জানো, বাবা এসেই আমাদের সবার সদগতি করেন। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে ক্রম তো অবশ্যই আছে। কারোর কারোর খুশির পারদ সবসময়ই চড়ে থাকে। পরিশ্রম করলেও খুশি হয়ে করে। সেবা করার শখ থাকে যে কাউকে গিয়ে বোঝাব। তাই বাবা প্রদর্শনী, মেলার আয়োজন করতে থাকেন যাতে অন্যদেরকে বোঝালে নিজেরও খুশির পারদ চড়ে যায়। এখানে যাদের কাছে অনেক টাকা আছে, তারা ভাবে আমি তো স্বর্গেই আছি। ওদের পক্ষে জ্ঞান ধারণ করা খুব কঠিন। তাই বলা হয়, কোটির মধ্যে কেউ এত বুদ্ধিমান, যে বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বলা হয়, ফলো ফাদার। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতেই হবে। যারা ভালো ভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলে, তাদের উচিত বাবাকে ফলো করা। এই বাচ্চা (ব্রহ্মা) যেভাবে ভালো করে শ্রীমৎ অনুসারে চলে। লৌকিক সন্তান নির্দেশ অনুসারে না চললে, তাকে বলা হয় – তুমি তোমার রাস্তা দেখে নাও। রামের মত অনুসরণকারী আর রাবণের মত অনুসরণকারীরা কখনোই একসাথে থাকতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। ওরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়ে গেছে। তাই আহ্বান করে – পতিতপাবন তুমি এসো। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আর মাত্র কয়েকটা দিন আছে। দেবতাদের রাজধানী তৈরি করার জন্য একটু সময় তো লাগবেই। এগুলো সব গুপ্ত ব্যাপার। এখানে কোনো যুদ্ধের ব্যাপার নেই। এমন না যে যুদ্ধ করে রাজত্ব নেওয়া হয়। না, এখানে বাবা এসে রাজাদের রাজা বানিয়ে দেন। যে বাবাকে সবাই দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলে স্মরণ করে। সন্ধ্যাসী কিংবা গুরুরা তো দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী হতে পারে না। ওরা সীমিত বিষয় থেকে সন্ধ্যাস নেয়। তোমাদের এই সন্ধ্যাস অসীম জগতের থেকে। এর জন্য সীমাহীন আনন্দ হয়। এই লক্ষ্মী নারায়ণ বা ভগবতী-ভগবানেরও সীমাহীন খুশি বজায় থাকে। পতিত মানুষগুলো যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। তোমরা প্রতিটা শব্দই অর্থপূর্ণ ভাবে বোলা। নতুন দুনিয়ায় একটাই ধর্ম থাকে। কোনো কিছুর সঙ্গেই সেই দুনিয়ার তুলনা করা যাবে না। পুরাতন দুনিয়াতেই এইরকম তুলনা করা হয়। নতুন দুনিয়ায় তো মানুষ জানবেই না যে পুরাতন দুনিয়ায় কি হয়। ওখানে সবকিছুই ভুলে যাবে। এখানে তোমাদেরকে সবকিছু বলা হচ্ছে যে নতুন দুনিয়া কবে স্থাপন হবে আর পুরাতন দুনিয়ার কবে বিনাশ হবে। তোমাদের কাছে সব নলেজ আছে। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ যিনি স্বর্গের রচয়িতা। তাই তাঁর কাছ থেকে ভালো ভাবে উত্তরাধিকার নিয়ে নিতে হবে। যারা আগের কল্পে ভালো করে পুরুষার্থ করেছিল, তারাই উত্তরাধিকার পাবে। তাদের মধ্যেও আবার ক্রম আছে। এটা কাঁটার দুনিয়া। প্রথম নম্বর কাঁটা তো সবার মধ্যেই আছে। পুরাতন দুনিয়া খুব খারাপ এবং নতুন দুনিয়া খুব ভালো হয়। কেউই জানে না যে স্বর্গ কাকে বলে। এমনই বলে দেয় যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী

হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ এখন কোথায় আছে যে স্বর্গবাসী হবে। তোমরা জানো যে এই ভারতেই স্বর্গ ছিল। আবার এই ভারতেই নরক আছে। এই কথাগুলো পড়ার পরে ওরা বলে দেয় যে এখানেই স্বর্গ আর এখানেই নরক। যার অনেক সম্পত্তি সে ভাবে স্বর্গে আছে। কিন্তু এমন তো নয়। ভারত যখন নতুন ছিল, তখন সত্যযুগ ছিল। সেই দুনিয়াকেই স্বর্গ বলা হয়। এখন এটা পতিত দুনিয়া বা নরক। দুনিয়া তো একটাই। নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। পুরাতন দুনিয়ায় রাবণের রাজত্ব। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের গোপন রহস্য বলছি। এই রাজযোগের দ্বারা তোমাদেরকে রাজাদের রাজা, স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। তাই নরকের বিনাশ তো হতেই হবে। শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়ে অনেক যুদ্ধের কাহিনী লিখে দিয়েছে। পাণ্ডবদের তো ঐরকম কোনো সৈন্যদল নেই। আজকাল তো কন্যা এবং মাতাদের নিয়ে প্রমীলা বাহিনী বানিয়ে তাদেরকে বন্দুক চালানো শেখায়। এখানে তোমাদের হাতে বন্দুক ইত্যাদি কিছুই নেই। ওরা তো জানেই না যে শিবশক্তি সেনা আসলে কারা ? ভগবান শিব কখনো হিংসার শিক্ষা দিতেই পারেন না। যুদ্ধের কোনো প্রশ্নই আসেনা। তোমরা জানো যে শিববাবার আধ্যাত্মিক সেনাদল আছে। শিববাবা আমাদের ডবল অহিংস বানিয়ে দিচ্ছেন। ওই দুনিয়াকে বলা হয় একশো শতাংশ অহিংস। এখানে একশো শতাংশ হিংসা আছে। একটা বোমা দিয়ে কত মানুষকে মেরে দেয়। সেই সীমাহীন অহিংসা আর এই সীমাহীন হিংসার মধ্যে কত পার্থক্য। তোমরা এখন সীমাহীন শান্ত অবস্থায় রয়েছ। ওদিকে যত বেশি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে, তত আওয়াজ বেশি হচ্ছে। বিনাশে অনেক হুলস্থূল কান্ড হয়। স্থাপন করার জন্য তো কেবল শান্ত হয়ে বসে আছ। হিংসার কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এখন বাস্তব জীবনে যোগের শক্তির দ্বারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাচ্ছ। বাবা অর্থাৎ অল্ক'কে স্মরণ করলেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কত সহজ ব্যাপার। বাবা হলেন সবথেকে প্রিয়। কত দূরের দেশ থেকে আসেন। বিদেশ থেকে যখন কারোর বাবা আসে, তখন কত খুশি হয়। বাবা আমাদের জন্য বিদেশ থেকে ভালো ভালো উপহার আনবে। এই অসীম জগতের পিতা তো কেবল একবার আসেন। তিনি কি উপহার নিয়ে আসেন ? বলা হয়, আমি তোমাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। যেমন দেখানে হয়েছে যে হনুমান সজীবনী বুটির পাহাড় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঐভাবে তো কেউ পাহাড়কে ওঠাতে পারবে না। সেইরকম বাবাও বলছেন, আমি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। কিন্তু হাতে করে কি স্বর্গকে ওঠানো সম্ভব। এগুলো বোঝার ব্যাপার। বাচ্চারা জানে যে বাবা আমাদের জন্য সবথেকে ভালো উপহার নিয়ে আসেন। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানানোর জন্য এসেছি। তাই পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এটা তো রাজযোগ। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ গীতার ভগবানই শিখিয়েছিলেন এবং রাজত্ব দিয়েছিলেন। এখন তিনি পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা বলো যে আমরা সেই বাবার সন্তান যে বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন। বাবা যখন স্বর্গ স্থাপন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তার উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এমন নয় যে কেবল স্বর্গবাসীদেরকেই বাবা দিয়েছিলেন। বাবা অন্যদেরকেও দিয়েছিলেন। অন্যরা ড্রামা অনুসারে মুক্তিধামে থাকার পার্ট পেয়েছিল। সবাই মুক্ত হয়ে যায়। কেবল বাবা-ই হলেন সকলের সদগতি দাতা। অন্য কেউ নয়। তোমাদের কাছে প্রদর্শনীতে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তির আসেন এবং তাদের মধ্যে যারা মেনে নেন যে গীতার ভগবান আসলে শিব, শ্রীকৃষ্ণ নয়, তাদের কাছ থেকে তাদের অনুভব লিখিয়ে নিতে হবে। কারণ সবাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা শুনবে। গরিবদের কথা কেউ শোনে না। তাই সম্ভব হলে প্রদর্শনীতে এটা লিখিয়ে নাও যে গীতার ভগবান আসলে একজনই। তিনিই সকলের পিতা। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন তো গোটা বিশ্বেই রাবণের রাজত্ব। এই রাবণ সকলের শত্রু, একে প্রতি বছর পোড়ানো হয়। কিন্তু তাও সে মরে না। এখন এই রাবণ ভারতের সবথেকে বড় শত্রু। কেবল তোমরাই এই কথাগুলো জানো। এখন রাম অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা রাবণের উপর বিজয়ী বানাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ নাশ হবে। তোমরা যোগ্য হয়ে গেলে তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়েছিল। পুনরায় হবে। যখন রাবণের রাজত্ব শেষ হয়ে রাম রাজ্য শুরু হয়, তখনই মহাভারতের যুদ্ধ হয়। রাবণের রাজত্বে হাহাকার শুরু হয়। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হয়। দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন পুরাতন ঘর ভেঙে নতুন ঘর বানানো হয়, তারপর আবার ভাঙা হয়। সেইরকম এখন পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। ওরা তো বোমা ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্র বানিয়েই যাচ্ছে। প্রস্তুতি চলছে। এখন বিজয়া দশমীর সময় রাবণের কুশ পুতুল বানিয়েছে। তোমাদের তো সীমাহীন জগতের ব্যাপার। তোমরা ভাব যে এরা এগুলো কি করছে। তোমরা যখন ওদেরকে বোঝাবে, তখন ওরাও বুঝবে যে আমরা এগুলো কি করতাম। হাসি পাবে। যেকোনো ব্যক্তিকেই বোঝাতে পারো যে এত বড় রাবণ তো হয় না। এখন বাবা বলছেন, তোমরা রামের রাজত্ব নিয়ে নাও। ৫ বিকারের দান দিলেই গ্রহণ মুক্ত হয়ে যাবে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, এই ৫ বিকারের গ্রহণ সমগ্র দুনিয়ায় লেগেছে। একেবারে কালো হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন অসীম খুশিতে থাকতে হবে। আর মাত্র কয়েকটা দিন। এখন তোমরা ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য এক্টর, ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত সবকিছুই জেনে গেছ। আর কেউই জানে না। তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ, তাই বাবা তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। বলা হয়, নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এটা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা কেবল বাবা দিতে পারেন।

মানুষ, এই জ্ঞান মানুষকে দিতে পারে না। দুনিয়াতে সমস্ত মানুষ কেবল মানুষকেই নলেজ দেয়। তোমাদের তো বাবা, পরমাত্মা এসে নলেজ দেন। বাকিরা সবাই ভক্তিমার্গের দন্ত কথা শোনায়। সত্য নারায়ণের কথা, রামায়ণের কথা.... যা পাস্ট হয়ে গেছে তা নিয়ে তারা কিছু না কিছু গল্প বানাতে থাকে। এটা তো হলো পড়াশোনা। পড়াশোনায় হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পড়ানো হয়। এ হলো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি, এটা বিশাল। তোমরা বোঝাও, বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও বলেছিলেন। ওরা যারা গীতা পাঠ করে, তারা কি আর কিছু বোঝে ! যাদব, কৌরব, পাণ্ডব কাদেরকে বলা হয় - তোমরা প্রাক্টিক্যালি দেখো। ইউরোপবাসী যাদবরা স্বেপনাত্মক আবিষ্কার করেছিল এবং বিনাশ হয়েছিল। বিনাশের পরে কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে তারা কিছুই দেখায় না। তারা মনে করে প্রলয় হয়েছে। ওরা বলে, তোমরা শাস্ত্রে বিশ্বাস করো ? তোমরা বলা হয়, আমরা শাস্ত্র সম্বন্ধে জানি, বিশ্বাস করি - কিন্তু এ'সব হলো ভক্তিমার্গের। জ্ঞান তো একমাত্র বাবা শোনান, যিনি জ্ঞানের সাগর। এখন ভক্তি শেষ হয়ে জ্ঞানের জয়জয়কার হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে রয়েছে, কিছুই নতুন নয়। আমাদের ভালোবাসা রয়েছে বাবার প্রতি। আমরা অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল একজনের সঙ্গে যুক্ত হই। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমার সাথে যোগযুক্ত হও -- একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয়, যা একমাত্র বাবা শেখান। কৃষ্ণের আত্মাও এইসময়ে অন্তিম জন্মে রয়েছে, ওনাকে বলেন তুমি নিজের জন্ম জানো না। এটা তোমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, এইজন্য আমি এর মধ্যে প্রবেশ করেছি। আমি এর মধ্যে বসে বাচ্চারা তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বানিয়ে রাজত্বের ভাগ্য প্রদান করি। এটা বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। এটা তো বাবা নিজেই এই মুখের দ্বারা শোনাচ্ছেন। এই বাবা'ও প্রথমে কিছুই জানতেন না, তোমরাও কিছু জানতে না। ভারতবাসীদেরই বোঝাতে হবে, ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে রিপিট হয়; এটাই সেই যুদ্ধ, এখন সামনে রয়েছে, যার দ্বারা স্বর্গের গেট খুলেছিল। যখন বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন এবং মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছিলেন।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার আন্তরিক এবং প্রেমময় স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যারা ভালোভাবে শ্রীমৎ অনুসারে চলে, তাদের অনুসরণ করতে হবে। সীমাহীন খুশিতে থাকার জন্য নিজের সমান বানানোর সেবা করতে হবে।

২) প্রীতবুদ্ধি হয়ে অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ডবল অহিংস হয়ে সাইলেন্ট বসে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করতে হবে।

বরদানঃ:- মরজীবা (জীবন্মৃত) জন্মের স্মৃতির দ্বারা কর্মের বন্ধনকে সম্বন্ধে পরিবর্তন করে পরোপকারী ভব এখন মরজীবা জন্মের কারণে লৌকিক কর্মের বন্ধনের সম্বন্ধ হলো শ্রীমতের আধারে সেবার সম্বন্ধের ভিত্তি। কর্মের বন্ধন নয়, সেবার সম্বন্ধ। সেবার সম্বন্ধে যদি এক একজন আত্মা এক এক রকমের হবেই, এই জ্ঞান ধারণ করে চলো, তাহলে কোনো বন্ধনই আবদ্ধ করতে পারবে না। যদি অত্যন্ত পাপী আত্মা, অপকারী আত্মাদের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে দয়াবান হয়ে করুণার ভাবনা রেখে, সেবার সম্বন্ধ মনে করে সেবা করো তাহলে নামিগ্রামী বিশ্ব কল্যাণী এবং পরোপকারী রূপে গায়নযোগ্য হবে।

স্নোগানঃ:- সময় বা পরিস্থিতির ভিত্তিতে বৈরাগ্য আসাও হলো অল্পকালের বৈরাগ্য, সদাকালের বৈরাগী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বরদাতাকে রাজী (খুশী) করবার সহজ বিধি"

আজ বরদাতা বাবা তাঁর বরদানী বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। বরদাতার সব বাচ্চারাই হল বরদানী, কিন্তু নম্বরক্রমে। বরদাতা সকল বাচ্চাদেরকে ঝুলি ভরে ভরে বরদান দেন, তৎসঙ্গেও নম্বরক্রম কেন ? বরদাতা দেওয়ার ব্যাপারে নম্বরক্রমানুসারে দেন না, কেননা বরদাতার কাছে অগাধ বরদান রয়েছে, যত খুশী নিতে চাও ভান্ডার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এই রকম খোলা ভান্ডার থেকে অনেক বাচ্চাই সর্ব বরদানে সম্পন্ন হয়ে যায় আবার অনেক বাচ্চা যথা শক্তি তথা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সব থেকে বেশী ঝুলি ভর্তি করে দিয়ে থাকেন ভোলানাথ, 'বরদাতা' রূপেই। পূর্বেও বলেছি - দাতা, ভাগ্যবিধাতা আর বরদাতা - তিন রূপের মধ্যে 'বরদাতা' রূপকেই ভোলা ভগবান বলা হয়ে থাকে। কেননা বরদাতা খুব তাড়াতাড়ি তুষ্ট (রাজী) হয়ে যান। এই রাজী করবার বিধি যদি জ্ঞাত হয়ে যাও, তাহলে সিদ্ধি অর্থাৎ বরদানের দ্বারা ঝুলি সম্পন্ন থাকা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। বরদাতাকে রাজী করবার সব থেকে সহজ বিধি তোমরা জানো ? তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয় কে ? একটি শব্দ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, যে বাচ্চারা 'একরতা' আদি থেকে এখন পর্যন্ত, তারাই হল বরদাতার অত্যন্ত প্রিয়।

একরতা অর্থাৎ কেবল পবিত্রতা নয়, সর্ব সম্বন্ধে 'একরতা'। সংকল্পেও, স্বপ্নেও দ্বিতীয় কেউ থাকবে না - এই সুদৃঢ় ব্রত ধারণ করেছে। কোনো কোনো বাচ্চা একরতা হওয়ার ব্যাপারে বড়ই চাতুরী করে। কোন্ চাতুরী ? বাবাকেই মিষ্টি মিষ্টি ভাবে শুনিয়ে দেয় যে - বাবা, শিক্ষক, সঙ্গুরুর মুখ্য সম্বন্ধ তো বাবা তোমার সাথেই রয়েছে, কিন্তু সাকার শরীরধারী থাকার কারণে, সাকারী দুনিয়াতে থাকার কারণে সাকারী সখা বা সখী সহযোগের জন্য, সেবার জন্য, বুদ্ধি পরামর্শের জন্য সাকারে থাকা তো খুবই দরকার। কেননা বাবা তো হলেন নিরাকার আর আকার, সেইজন্য কেবল সেবার সাথী, আর তো কিছু নয় ! কেননা নিরাকারী, আকারী মিলনে মিলত হওয়ার জন্য নিজেকেও আকারী, নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত করতে হয়। সেটা কখনো কখনো বেশ কঠিনই হয়ে থাকে। সেইজন্য সেই সময়ের জন্য সাকার সাথী চাই। যখন মাথার মধ্যে অনেক রকমের চিন্তার রাশি ভর্তি হয়ে যাবে তখন কী করবে ? সেগুলো শোনার জন্য লোকও তো চাই না ? একরতা আত্মার কাছে এই সব কথার বোঝা জমা হয় না যে শোনার জন্য কাউকে চাই। একদিকে বাবাকে খুব খুশী করতে থাকো - ব্যস্, তুমিই সর্বদা আমার সাথে রয়েছো, বাবা সদা আমার সাথে রয়েছো, সাথী। তাহলে তখন কোথায় চলে যায় ? বাবা চলে যায় নাকি তুমি দূরে সরে যাও তখন ? সব সময় সাথে রয়েছেন নাকি কেবল ৬ - ৮ ঘণ্টা সাথে আছে ? প্রতিজ্ঞা কী ছিল ? সাথে আছেন, সাথে থাকবো, সাথে যাবো - এই অঙ্গীকার দৃঢ় আছে তো ? ব্রহ্মা বাবার সাথে তো এই প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে পুরো চক্র তার সাথে পার্ট প্লে করবো। যখন এইরকম অঙ্গীকার রয়েছে, তবে সাকারে কী কোনো বিশেষ সাথীকে চাই ?

বাপদাদার কাছে সকলের জন্মপত্রিকা রয়েছে। বাবার সামনে তো বলে থাকো তুমিই আমার সাথী। যখন পরিস্থিতি আসে, তখন বাবাকেই বোঝাতে থাকে তা তো হবেই, এটুকু তো থাকতেই হবে...। একে একরতা বলা যাবে ? তারা সবাই সাথী হলে সবাই সাথী, বিশেষ বলে কেউ নেই। একে বলা হবে - একরতা। তো বরদাতার এই রকম বাচ্চারা হল অত্যন্ত প্রিয়। এই রকম বাচ্চাদের সব সময়ের সকল দায় দায়িত্ব বরদাতা বাবা স্বয়ং নিজে বহন করেন। এই রকম বরদানী আত্মারা সকল সময়, সকল পরিস্থিতিতে বরদানের দ্বারা প্রাপ্তি সম্পন্ন স্থিতি অনুভব করে থাকে আর সদা সহজে পার করে থাকে আর পাস উইথ অনার হয়ে যায়। যখন বরদাতা সকল দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এভাররেডি রয়েছেন, তবে নিজের ওপরে দায়িত্বের বোঝা কেন তুলছো ? নিজের দায়িত্ব মনে করো বলেই পরিস্থিতিতে পাস উইথ অনার হতে পারো না, ধাক্কা খেতে খেতে পাশ হতে থাকো। 'কারো সাথ' এর ধাক্কা চাই তোমাদের। যদি ব্যাটারী ফুল চার্জ না থাকে তবে কার'কে ধাক্কা দিয়ে চালাতে হয়। তো ধাক্কা একা তো দেবে না, সাথে কাউকে চাই। সেইজন্য বরদানী নম্বর অনুক্রমে হয়ে যায়। তাই বরদাতার একটি শব্দ খুব প্রিয় - 'একরতা'। এক বল এক ভরসা। এক এর ভরসা অপর জনের বল - এই রকম বলা হয় না। 'এক বল এক ভরসা' - এটাই বলা হয়। তার সাথে সাথে একমত। না মনমত না পরমত। একরস - না আর কোনো ব্যক্তি না বৈভবের প্রতি রস। এই রকমই একতা, একান্তপ্রিয়। সুতরাং 'এক' শব্দই প্রিয় হল, তাই না ? এই রকমের আরো কয়েকটি শব্দ বের করো।

বাবা এতই ভোলা যে, এক এই রাজী হয়ে যান। এইরকম ভোলানাথ বরদাতাকে রাজী করানো কী কঠিন মনে হয় ? কেবল 'এক' এর পাঠ পাকা করো। ৫ বা ৭ এ যাওয়ার দরকার নেই। বরদাতাকে যে রাজী করায় সে অমৃতবেলার থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের দিনচর্যায় কর্মে বরদানের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়, চলতে থাকে আর উড়তে থাকে। এই রকম বরদানী আত্মাদের কখনোই কোনো কিছু কঠিন বলে মনে হয়, না মানসিক দিক থেকে, না সম্বন্ধ-সম্পর্কের দিক থেকে। প্রতিটি সংকল্পে, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি কদমে 'বরদাতা' আর 'বরদান' সদা সমীপ, সম্মুখে সাকার রূপে অনুভব হবে। তারা এই রকম অনুভব করবে যেন সাকারে কথা বলছে। তাদের পরিশ্রম অনুভব হবে না। এই রূপ বরদানী আত্মাদের এই বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তারা নিরাকার-আকারকে যেন সাকারে অনুভব করতে পারছে। এইরূপ বরদানীদের সামনে হজুর সদা হাজির হয়ে যান, শুনলে ? বরদাতাকে রাজী করবার বিধি আর সিদ্ধি - সেকেন্ডে করতে পারো ? শুধু এক এর সাথে দ্বিতীয়কে মিলিও না, ব্যস্। পরে বলবো - এক এর পাঠ বিস্তারিত ভাবে।

বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাদের চরিত্রও রয়েছে তো চাতুরীর খবরও আছে। বাপদাদার কাছে সব রেজাল্টই তো আছে, তাই না ? অনেক চাতুরীর কথাও জমা হয়েছে। নতুন নতুন কথা শুনিয়ে থাকে। শুনতে থাকি। বাপদাদা নাম নেবেন না, সেই কারণে মনে করে যে বাপদাদা জানতে পারেন না। তা সত্ত্বেও বাপদাদা চান্স দিয়ে যেতে থাকেন। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা সত্যিই বোঝার ব্যাপারে ভোলা। কিন্তু এই রকম ভোলা হয়ো না। আচ্ছা।

বিদেশ পরিক্রমা করেও বাচ্চারা পৌঁছে গেছে। (জানকী দাদী, ডক্টর নির্মলতা আর জগদীশ ভাই বিদেশ পরিক্রমা করে ফিরেছে)। রেজাল্ট বেশ ভালো। আর সদাই সেবার সফলতাতে বৃদ্ধি হবেই। বিশেষ সেবার ক্ষেত্রে ইউ. এন. এরও সম্বন্ধ রয়েছে। নাম হল তাদের কিন্তু কাজ তো তোমাদেরই চলছে। আত্মাদের কাছে যাতে সহজ ভাবে ঈশ্বরের বার্তা পৌঁছে যায় - তোমাদের এই কাজ চলছে। সুতরাং ওখানকার প্রোগ্রামও খুব ভালো হয়েছে। রাশিয়াও বাদ থেকে গেছিল, তাকেও আসতেই হতো। বাপদাদা তো পূর্বেই সফলতার স্মরণের স্নেহ-সুমন দিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের অ্যাংগলো-ইন্ডিয়ান হয়ে গেছো, তাই ভারতেরই তো সুনাম হল। চক্রবর্তী হয়ে চক্র বা পরিক্রমাতে আনন্দ হয়, তাই না ? কতো আশীর্বাদ জমা করে এসেছো ! নির্মল-আশ্রমও (ডঃ নির্মলতা) পরিক্রমা করতে থাকে। এমনিতে তো সবাই সেবাতে ব্যস্ত রয়েছে, কিন্তু সময়ানুসারে বিশেষ সেবা হলে বিশেষ সেবার জন্য অভিনন্দন দিচ্ছেন। তোমরা তো সেবা ছাড়া থাকতে পারো না। লন্ডন, আমেরিকা, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়া - তোমরা এই চারটি জোনের কথাই তো বললে তাই তো ? পঞ্চম হল ভারত। ভারতীয়রা প্রথমে চান্স পেয়েছে মিলিত হওয়ার। যা কিছু করে এলে আর পরে আরও যা যা কিছু করবে - সবই ভালো হয়েছে আর ভালো হবেও। চারটি জোনের সব ডবল বিদেশী বাচ্চাদের আজ বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন জানাচ্ছি। রাশিয়াও এশিয়ার মধ্যে এসে যায়। সেবার রেসপন্স ভালোই পাওয়া যাচ্ছে, সহায়তাও প্রাপ্ত হচ্ছে আর প্রাপ্ত হতেও থাকবে। ভারতেও এখন বিশাল প্রোগ্রাম করবার প্ল্যান তৈরী হচ্ছে। এক এক জনকে বিশেষত্ব আর সেবার প্রতি একাগ্রতায় মগ্ন থাকার জন্য অভিনন্দন আর স্মরণের স্নেহ-সুমন। আচ্ছা।

সকল বাচ্চাদেরকে সদা সহজে চলবার সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার যে যে সহজ যুক্তি বলেছি, সেই বিধিকে সদা প্রয়োগে নিয়ে আসা প্রয়োগী আর সহজযোগী, সদা বরদাতার বরদান গুলির দ্বারা সম্পন্ন বরদানী বাচ্চাদেরকে, সদা 'এক' এর পাঠ প্রতি কদমে সাকার স্বরূপে নিয়ে আসতে পারা, সদা নিরাকার আকার বাবার সাথে অনুভূতির দ্বারা সাকার স্বরূপে নিয়ে আসতে পারে, এই রূপ বরদানী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার দাতা, ভাগ্যবিধাতা আর বরদাতার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদী জানকী জীর প্রতি - সকলকে যতখানি বাবার ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে থাকেন ততই ভালবাসার ভান্ডার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেন সব সময় ভালোবাসার বর্ষণ হতে থাকছে - এই রকমই অনুভব হয় তাই না ? এক কদমে ভালোবাসা দাও আর বার বার ভালবাসা নাও। সকলে ভালোবাসাই চায়। জ্ঞান তো শুনে নিয়েছো তাই না ? তো এক তো এমন বাচ্চারা রয়েছে যাদের চাই ভালোবাসা আর দ্বিতীয় হল যাদের শক্তি চাই। তাহলে কী সেবা করলে? এই সেবাই করলে তো যে - কাউকে ভালোবাসা দিলে বাবার দ্বারা আর কাউকে বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করিয়েছো। জ্ঞানের রহস্যকে তো জেনে গেছো। এখন চাই তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা যাতে সদা অটুট থাকে, সেটাই ওঠা নামা করে। তবুও বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে শাবাশী দিচ্ছেন - অন্য ধর্মে চলে গেছো তাই না ? অন্য দেশ, অন্য রকমের সব লোকাচার - তা সত্ত্বেও এই পথে তোমরা চলছো আর কেউ কেউ তো উত্তরাধিকারও বেরিয়ে আসছে ! আচ্ছা !

মহারাক্ষ - পুনা গ্রুপ : - সকলে মহান আত্মা হয়ে গেছো না ? আগে নিজেদেরকে কেবল মহারাক্ষ নিবাসী বলতে, এখন নিজেরাই মহান হয়ে গেছো। বাবা প্রতিটি বাচ্চাকে মহান বানিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বে তোমাদের থেকেও মহান আর কে ?

সবথেকে নীচে ভারতবাসীরই পতন হয়েছে আর তার মধ্যে বিশ্বে ৮৪ জন্ম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আত্মা যারা, তারা নীচে নেমে গেছে। তো যতখানি নীচে নেমেছে ততই উঁচুতে উঠে গেছে। সেইজন্য বলা হয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উঁচু শিখা। উঁচু স্থানকে শিখা বা চোটি বলা হয়। পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানকে শিখা বলা হয়। তো এই আনন্দ রয়েছে যে আমরা কী থেকে কী হয়ে গেছি ! পান্ডবদের খুশী বেশী নাকি শক্তির ? (শক্তির) কেননা শক্তিরকে অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বাপর থেকে পুরুষ শরীরই কোনো না কোনো পদ প্রাপ্ত করে এসেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও বর্তমানে ফিমেলরাও মহামন্ডলেশ্বরী হচ্ছে। নাহলে তো মহামন্ডলেশ্বরীই এতকাল ছিল। যখন থেকে বাবা মাতাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন, তখন থেকেই তারা ২ - ৪ জন মন্ডলেশ্বরীদেরকে রাখা শুরু করেছে। নাহলে তো ধর্মের কার্যে মাতাদেরকে কখনোই স্থান দেওয়া হত না। সেইজন্য মাতাদের খুশী অত্যন্ত বেশী আর পান্ডবদেরও প্রশস্তি রয়েছে। পান্ডবরা বিজয় প্রাপ্ত করে নিয়েছে। নাম পান্ডবদেরও করা হয়, কিন্তু পূজন শক্তির বেশী হয়ে থাকে। এতকাল গুরু পূজন হয়ে এসেছে, এখন হল শক্তির। জাগরণ গণেশ বা হনুমানের করে না, শক্তির করে থাকে। কারণ শক্তির এখন জেগে গেছে। তাহলে শক্তির এখন শক্তি রূপে স্লোগান আছে তো ? নাকি কখনো কখনো দুর্বল হয়ে যাও ? মাতাদেরকে দুর্বল করে দেয় সম্বন্ধের মোহ। কিছুটা ছেলেপুলেদের, কিছুটা নাতিপুত্রদের প্রতি মোহ থাকে। আর পান্ডবদেরকে কোন বিষয়টি দুর্বল করে দেয় ? অহংকারের কারণে পান্ডবদেরও ক্রোধ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। কিন্তু এখন তো ক্রোধের ওপরে বিজয়ী হয়ে গেছে তো না ? এখন তো শান্ত স্বরূপ পান্ডব হয়ে গেছে আর মাতারা নির্মোহী হয়ে গেছে। দুনিয়া বলছে মাতাদের মধ্যে খুব বেশী মোহ থাকে আর তোমরা মাতারা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে আমরা নির্মোহী। এই রকমই পান্ডবও শান্ত স্বরূপ, কেউ সামনে এলে তোমাদের এই কামালকে দেখে তারা এই বাহবার গীত গেয়ে উঠবে যে, এরা তো একেবারে শান্ত স্বরূপ হয়ে গেছে, এতটুকুও ক্রোধের অংশও এদের মধ্যে দেখা যায় না। চোখে মুখেও নেই। কেউ কেউ এমনও বলে - ক্রোধ তো নেই, কিন্তু একটু আধটু উত্তপ্ত হই মাত্র। সেটা আর এমন কি ! সেটাও তো ক্রোধের অংশই হল তাই না ? তো পান্ডব হল বিজয়ী অর্থাৎ সংকল্পেও একেবারেই শান্ত। কথায় এবং কর্মেও শান্ত স্বরূপ। মাতারা সমগ্র বিশ্বের সামনে নিজের নির্মোহ রূপ দেখাও। লোকে মনে করে এ তো অসম্ভব ব্যাপার আর তোমরা বলবে - সম্ভব এবং খুব সহজেই সম্ভব। লক্ষ্যকে স্থির রাখা তাহলে লক্ষণ অবশ্যই চলে আসবে। যেমন স্মৃতি তেমনই স্থিতি হয়ে যাবে। ধরনীতে মাতা-পিতার ভালোবাসার জল সিঞ্জন হয়েছে, সেইজন্য ফল সহজেই নির্গত হচ্ছে। খুব ভালো। বাপদাদা সেবা আর স্ব-উন্নতি - এই দুটিকেই দেখে খুশী হচ্ছেন, কেবল সেবাকে দেখে নয়। যতখানি সেবাতে বৃদ্ধি ততটাই স্ব-উন্নতি - দুটাই যেন সাথে সাথে থাকে। কোনো ইচ্ছা নয়, যখন আপনিই সব প্রাপ্তি হয়ে যায়, তাহলে ইচ্ছা কেন রাখবে ? না বলে, না চেয়ে এত পাওয়া যায় যে চাওয়ার ইচ্ছার আবশ্যিকতা নেই। তাহলে এই রকম সন্তুষ্ট হয়েছে তাই না ? এই টাইটেল নিজের স্মৃতিতে রাখবে যে আমি সন্তুষ্ট আর সকলকে সন্তুষ্ট করে প্রাপ্তি স্বরূপ বানাবো। তাহলে 'সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা' - এটাই হল বিশেষ বরদান। অসন্তুষ্টতার নামটুকুও নয়। আচ্ছা।

গুজরাত গ্রুপ : - ব্রাহ্মণ জীবনে লাস্ট জন্ম হওয়ার কারণে শারীরিক ভাবে যত দুর্বলই হোক অথবা অসুস্থ, চলতে পারব কিম্বা নাই পারব, কিন্তু মনে মনে উড়তে তো পারে, তাই না ? কেননা বাপদাদা জানেন যে, ৬৩ জন্ম বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দুর্বল হয়ে গেছে। শরীর তমোগুণী হয়ে গেছে। সেই কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, রোগ পীড়িত হয়ে গেছে। কিন্তু মন সকলেরই ফিট। শারীরিক ভাবে ফিট না হলেও মনের দিক থেকে অসুস্থ কেউই নয়। মন সকলেরই ডানা মেলে ওড়ার মতো। পাওয়ারফুল মনের লক্ষণ হল - সেকেন্ডে যেখানে চাও পৌঁছে যাও। এই রকম পাওয়ারফুল হয়েছে নাকি কখনো কখনো দুর্বল হয়ে পড়তে পারো মন যখন উড়তে শিখে গেছে, প্র্যাক্টিস হয়ে গেছে সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা পৌঁছে যেতে পারো। এখনই সাকার লোকে, এখনই পরমধামে এক সেকেন্ডের মধ্যে। তো এই রকম তীর গতিবেগ তো তোমাদের ? সদা নিজের ভাগ্যের গীত গাইতে গাইতে উড়তে থাকো। সর্বদা অমৃতবেলায় নিজের ভাগ্যের কোনো না কোনো কথাকে স্মৃতিতে রাখো, অনেক প্রকারের ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে তোমাদের, অনেক প্রকারের প্রাপ্তি হয়েছে, কখনো এই প্রাপ্তিকে কখনো ওই প্রাপ্তিকে সামনে রাখো, তাহলে পুরুষার্থ অতীব রমণীয় হয়ে উঠবে। পুরুষার্থে কখনো বোর (এক ঘেমি) মনে হবে না, নতুন স্ব অনুভব করবে। নইলে কোনো বাচ্চা বলে থাকে ব্যস - আমি হলাম আত্মা, আমি হলাম শিব বাবার বাচ্চা। একথা তো সব সময়ই বলছো। কিন্তু আমি আত্মাকে বাবা কী কী ভাগ্য দিয়েছেন, কী কী টাইটেল দিয়েছেন, কী কী খাজানা দিয়েছেন এই রকমের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি রাখো। লিস্ট বের করো। স্মৃতির কতো বড় লিস্ট রয়েছে। কখনো খাজানা গুলিকে স্মৃতিতে রাখো, কখনো শক্তি গুলিকে স্মৃতিতে রাখো, কখনও গুণ গুলিকে রাখো, কখনো জ্ঞানকে রাখো, কখনো টাইটেল গুলিকে রাখো। ভ্যারাইটি থাকলে মনোরঞ্জন হয়ে যায়। কখনো কোনো মনোরঞ্জনের প্রোগ্রাম হলে তাতে ভ্যারাইটি ডান্স হবে, ভ্যারাইটি খাবার থাকবে, ভ্যারাইটি মানুষজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে। তবেই তো মনোরঞ্জন হবে, তাই না ? সুতরাং সদা মনোরঞ্জে থাকার জন্য ভ্যারাইটি প্রকারের বিষয়ের কথা ভাবো। আচ্ছা !

বরদান:- ক্যাচিং পাওয়ারের দ্বারা নিজের প্রকৃত সংস্কার গুলিকে ক্যাচ করে তার স্বরূপ হয়ে ওঠা শক্তিশালী ভব পুরুষার্থের মুখ্য আধার হল ক্যাচিং পাওয়ার। সায়েন্স যেমন আগাম কোনো সাউন্ডকে ক্যাচ করে নেয়, সেই রকমই তোমরা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা তোমাদের আদি দৈবী সংস্কার গুলিকে ক্যাচ করো। তার জন্য সর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমি এই রকম ছিলাম আবারও এই রকমই হতে চলেছি। যত বেশী এই সংস্কার গুলিকে ক্যাচ করবে ততই তার স্বরূপ হয়ে উঠবে। ৫ হাজার বছরের সব কিছু এমন স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হবে যেন গতকালকের ব্যাপার। নিজের স্মৃতিকে এতটাই শ্রেষ্ঠ আর স্পষ্ট বানাও, তবেই শক্তিশালী হবে।

স্লোগান:- ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল খুশী, শরীর যদি চলেও যায় যাক, খুশী যেন না যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মাধ্যমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তা বুদ্ধিতে বসিয়ে নিতে হবে, সকাল-সকাল উঠে স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে বিচারসাগর মন্ডন করতে হবে"

*প্রশ্ন:- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের ল' (নিয়ম) কি ? তারজন্য কোন্ ডায়রেকশন পেয়েছো ?

*উত্তর:- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের নিয়ম হলো -- নিয়মিত পড়া। কখনও পড়া, কখনও না পড়া -- এ নিয়ম নয়। বাবা পড়ার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করেছেন। পড়া(মুরলী) এখান থেকে পোস্টে যায়। ৭ দিনের কোর্স করে যে কোনো স্থানেই পড়তে পারো। পড়া কখনও মিস করা উচিত নয়।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবাযঃ.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, যারা এখানে বসে রয়েছে, তারা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্ত অথবা স্বদর্শন-চক্রকে স্মরণ করে। বাবা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেছেন যে স্বদর্শন-চক্রধারী হও। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উদ্দেশ্যই হলো স্বদর্শন-চক্রধারী হওয়া। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন, এই ৮৪ জন্মের চক্রকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আর সবকিছু বুদ্ধি থেকে নিষ্কাশিত করে দিতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বরাবর বাবা আমাদের সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় বানিয়েছিলেন, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়েছি। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে নিজেদের এই আত্মার মধ্যে বাবার এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকে। এখন শিববাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রের খেলা কিভাবে খেলো। সর্বপ্রথমে হলো আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণদের রচনাকার হলেন শিববাবা। রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞানেই তোমরা স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে যাও। এই নলেজ বুদ্ধিতে ধরে রাখতে হবে। সকালে উঠে স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে বসে পড়া উচিত। আমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনে নিয়েছি। আমাদের সমস্ত আত্মাদের রচয়িতা বাবা হলেন একজনই। বলেও থাকে যে আমরা সকলে ভাই-ভাই। আমাদের বাবা হলেন সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী। আমরাও সেখানে ছিলাম, উনি আমাদের বাবা। 'বাবা'-- শব্দটি অতি রমণীয় (লাভলী)। শিববাবার মন্দিরে গিয়ে কত পূজা করে, খুব স্মরণ করে। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা, তুচ্ছবুদ্ধি থেকে স্বচ্ছবুদ্ধির করে দিই। তুচ্ছবুদ্ধি অর্থাৎ শূদ্রবুদ্ধি থেকে স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন করেছিলাম অর্থাৎ উচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন, পুরুষোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন করেছিলাম। সমস্ত পুরুষ-স্ত্রী এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে নমন করে। কিন্তু এটা জানে না -- এঁনারা কারা ? কবে এসেছেন ? কি করেছেন ? বাবা বুঝিয়েছেন যে এই ভারত অবিনাশী ভুখন্ড কারণ অবিনাশী বাবা পরমপিতা পরমাত্মারও জন্মভূমি। পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতার জন্মস্থান হলে এ হয়ে গেলো বৃহত্তম তীর্থ স্থান। এতখানি নেশা কারোর থাকে নাকি যে এ হলো পরমপিতা পরমাত্মার, সকলের সঙ্গতিদাতা বাবার জন্মভূমি। পতিত-পাবনের জন্ম ভারতে হয়েছে। শিব-জয়ন্তী পালিত হয় তাহলে অবশ্যই শিবের জন্ম এখানেই হয়। এই ভারত বড় তীর্থস্থান। কিন্তু ড্রামানুসারে কারোর জানা নেই যে ইনি আমাদের গডফাদার অথবা মাতা-পিতা, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতার এ হলো জন্মস্থান সেইজন্য ভারতভূমিকে বন্দে মাতরম্ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই ভূমিতে এই বাচ্চারা যারা শ্রীমতানুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিনত করে তাদের এই নেশা থাকা উচিত যে শ্রীমতানুসারে প্রতি কল্পে আমরা

ভারতকে প্যারাডাইজ(স্বর্গ) পরিণত করি। যে যত শ্রীমতে চলবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। ভারতবাসীরা কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। তোমরা জানো যে বাবা, এই ভারত যাঁর জন্মস্থান, তিনি যে ধর্মস্থাপন করেছেন, তার (ধর্মশাস্ত্র) হলো গীতা। গীতার গায়ন কে করেছে তা ভারতবাসী ভুলে গেছে। কত তফাৎ হয়ে গেছে। কোথায় নিরাকার শিব, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা জানো, কৃষ্ণের আত্মা যে গৌরবর্ণের ছিল সে-ই এখন অনেক জন্মের অন্তিমজন্মে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। পুনরায় এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকে গৌরবর্ণের শ্রীকৃষ্ণে পরিনত করছি সেইজন্য কৃষ্ণকে কালো এবং ফর্সা, শ্যাম এবং সুন্দর বলা হয়। ইনি সত্যযুগের প্রথম স্থানাদিকারী রূপবান যুবরাজ ছিলেন। এঁনার মহিমা হলো -- মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরমোধর্ম। ভারতবাসীরা এটা জানে না যে রাধা-কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে কি সম্বন্ধ ! বাবা বলেন -- এখনো পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়ে এসেছো, তাতে কোনো সার নেই। এখন তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছে। জানো যে বাবা ৫ হাজার বছর পর আমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। সমগ্র দুনিয়া বলে কৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছে। বাবা বলেন -- কৃষ্ণের মধ্যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানই নেই। কৃষ্ণের আত্মা পূর্বজন্মে এই জ্ঞান প্রাপ্ত

করেছিল। এখন পুনরায় করছে, যার নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি। ঔনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি প্রবেশ করি। তোমরা জীবন্মুত (মরজীবা) হয়ে গেছো, তাই না! তোমাদের অব্যক্ত নামও রেখেছিলাম। এখন রাখি না কারণ অনেকে ছেড়ে চলে গেছে। বাবার হয়ে, নাম রাখিয়ে পালিয়ে গেছে, তা তো শোভনীয় নয় তাই নাম রাখা বন্ধ করে দিয়েছি। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, শিববাবার পৌত্র। বাবা বলেন -- উত্তরাধিকার তোমাদের আমার কাছ থেকে নিতে হলে আমায় স্মরণ করো। এ হলো ঔনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। সূক্ষ্মলোকে যে ব্রহ্মাকে দেখানো হয় তিনি পবিত্র। সূক্ষ্মলোকে প্রজাপিতা তো থাকতে পারে না। বাবা বোঝান, ইনি হলেন ব্যক্ত, বৃক্ষের শেষে(মূলে) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে যোগে বসে রয়েছেন -- পবিত্র ফরিস্তা হওয়ার জন্য। সেইজন্য সূক্ষ্মলোকে দেখানো হয়। এখানেও প্রজাপিতা অবশ্যই চাই। উনি অব্যক্ত, ইনি ব্যক্ত। তোমরাও ফরিস্তা হতে এসেছো। এতেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে কারণ এ হলো সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান। কোনো শাস্ত্রাদিতে এই জ্ঞান নেই। ভগবান হলেন এক, সর্বোচ্চ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, সব আত্মাদের পিতা। ঔনার নিবাসস্থল হলো পরমধাম। ঔনাকে সকলে স্মরণ করে -- এসো, আমাদের উপর মায়ার ছায়া পড়ে গেছে। পতিত হয়ে পড়েছি। এ'সকল কথা নতুনদের বুদ্ধিতে বসবে না। এখন তোমরা রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। সত্যযুগে আমরা অতি অল্পসংখ্যকই রাজ্য করতাম। ওখানে অধর্মের কথা হতেই পারে না। শাস্ত্রে কত কথা লিখে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো সার নেই। সিঁড়ি নামতে-নামতে এখন অন্তিমে এসে পতিত হয়েছি। এখন তোমরা জাম্প করো, নামতে ৮৪ জন্ম লেগেছে, জাম্প এক সেকেন্ডে দাও। বাচ্চারা, এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো, তারপর শান্তিধামে গিয়ে সুখধামে চলে আসবে। এ হলো দুঃখধাম। সর্বপ্রথমে তোমরা এসেছো তাই বাবাও সর্বপ্রথমে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে বাবা আর বাচ্চাদের, আত্মা এবং পরমাত্মার মেলা বসে। হিসাব রয়েছে, তাই না! -- ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে আমরা বাবার থেকে বিদায় নিয়েছি। সর্বপ্রথমে স্বর্গে (নিজ) ভূমিকা পালন করেছি, সেখানকার ভূমিকা পালন করতে-করতে তোমরা নীচে নেমে এসেছো। এখন তোমরা বাবার কাছে এসে গেছো, বাকি কম-বেশী যারা রয়েছে, তারাও এসে যাবে। তারপর তোমাদের পড়াশোনাও সমাপ্ত হয়ে যাবে, সকলকেই এখানে আসতে হবে। ওখানে যখন খালি হয়ে যাবে তারপর বাবা সকলকে নিয়ে যাবেন। এ হলো বুদ্ধবার মতন কথা। পড়তে হবে। স্কুলে কখনো যাওয়া, কখনো না যাওয়া -- এটা নিয়ম নয়। বাবা পড়ার জন্য অনেক ব্যবস্থা করেছেন। তা নাহলে কখনো কারোর কাছে পড়া পোস্ট মারফৎ যায় না। এই অসীম জগতের বাবার পড়া পোস্টে যায়। কত কাগজ ছাপা হয়। কোথায়-কোথায় যায়। ৭ দিবসীয় কোর্স করার পর যেকোনো কোথাও গিয়ে পড়তে থাকো। এইসময় সকলেই অধিক কল্পের রোগী, সেইজন্য ৭ দিনের ভাটীতে রাখতে হয়। এই ৫ বিকারের রোগ সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। সত্যযুগে তোমাদের শরীর নিরোগী ছিল, এভার-হেল্দি, এভার-ওয়েল্দি ছিল। এখন কি হাল হয়েছে। এই সমগ্র খেলা ভারতের উপরেই। তোমাদের এখন ৮৪ জন্মের স্মৃতি এসেছে। প্রতি কল্পে তোমরাই স্বদর্শন-চক্রধারী হও আর চক্রবর্তী রাজাও হও। এই রাজত্ব স্থাপিত হচ্ছে, এতে নম্বরের ক্রমানুসারে পদ প্রাপ্ত হবে। প্রজাও অনেকপ্রকারের চাই। মনকে (হৃদয়) প্রশ্ন করা উচিত যে আমি কতজনকে নিজ-সম স্বদর্শন-চক্রধারী তৈরী করেছি। যে যত তৈরী করবে সে-ই উচ্চ পদ লাভ করবে। বাবা তোমাদের মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা শেখান, সেইজন্য এনার নাম যুধিষ্ঠির রাখা হয়েছে। মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করার যুদ্ধ শেখান। যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্রকেও দেখানো হয়েছে। গাওয়াও হয় যে মায়াজীতই জগৎ-জীত, কতটা সময় পর্যন্ত তোমাদের জয় বজায় ছিল, পুনরায় কতটা সময়ের জন্য পরাজিত হয়েছো। তাও তোমরা জানো। এ কোনো শারীরিক যুদ্ধ নয়। না দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ হয়। না কৌরব এবং পান্ডবদের যুদ্ধ হয়। মিথ্যা দেহ, মিথ্যা মায়া..... এই ভারত মিথ্যা খন্ড। সত্যখন্ড ছিল, যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকে মিথ্যাখন্ড হয়ে গেছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কত মিথ্যা বলে। কত কলঙ্ক লাগায়। কলঙ্গী অবতারেরও গায়ন হয়। সবচেয়ে অধিক কলঙ্ক বাবার উপর লাগানো হয়। ঔনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে কচ্ছ-মচ্ছ অবতার, পাথর-মাটির টুকরোতেও ঈশ্বর আছে। কত গালি দেয়। এটা কি সভ্যতা? এখন তোমরা জ্ঞানের আলো পেয়েছো। তোমরা জেনেছো যে, বাবা আমাদের রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন যা আর কেউ জানে না। বাবা-ই সঙ্গতিদাতা। বাবার জ্ঞানের দ্বারা সকলের সঙ্গতি হয়। এছাড়া যে স্বয়ং দুর্গতিতে রয়েছে সে অন্য কারোর সঙ্গতি কিভাবে করবে? এসে তোমাদের রাজার রাজা করে দিই। তোমরাই পবিত্র পূজ্য ছিলে, এখন এসে পূজারী হয়েছো। পবিত্র রাজাদের অপবিত্র রাজারা পূজা করে। সত্যযুগে দ্বিমুকুটধারী ছিল। বিকারী রাজা হলে একটি মুকুট থাকে। তারাও মহারাজা-মহারানী। কিন্তু পবিত্রদের কাছে অপবিত্ররা গিয়ে মাথা নত করে। ওই ভারতবাসীরা পবিত্র প্রবৃত্তিমাগী, সেই ভারতবাসীরাই পতিত প্রবৃত্তিমাগী হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন, এই মৃত্যুলোকে তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন আমি এসেছি তোমাদের পুনরায় সত্যযুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই মিসাইলের লড়াই ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা বোঝান যে গৃহস্থী জীবনে থেকেও পদ্মফুল-সম হও। তোমরা পদ্মফুলের মতন ব্রাহ্মণ হয়েছো। কিন্তু এই চিহ্ন বিশ্বকে দেওয়া হয়েছে কারণ তোমরা সর্বদা একরস থাকো না। আজ পদ্মফুলের মতন রয়েছে, দু'বছর পর অপবিত্র হয়ে যাও।

তোমাদের হলো সর্বোত্তম কুল। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে কেশ-শিখা (টিকি)। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হও। শূদ্র থেকে ঝট করে কি দেবতা হবে! ব্রাহ্মণ কেশ-শিখা তো চাই। এখন ব্রাহ্মণদের বাবা পড়াচ্ছেন। তাহলে এ'রকম বাবাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নাকি! বাবা বলেন -- বিস্ময়করভাবে আমার (সমর্পিত) হয়, শোনে (শুনন্তি) পুনরায় পালিয়ে (ভাগন্তি) গিয়ে মায়ার হয়ে যায় (অর্থাৎ মায়াকে আপন করে নেয়)। ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়(বনন্তি), আমার নিন্দা করায়.....একে বলে সঙ্করুর নিন্দাকারী স্বর্গে ঠাই পায় না। বাকি ওরা হলো ভক্তিমার্গের গুরু, তারা কোনো সঙ্গতিদাতা নয়। সকল আত্মাদের পিতা, শিক্ষক, গুরু একজনই নিরাকার বাবা। তিনিই সকলকে উদ্ধার করতে এসেছেন। ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে তারপর টু লেট হয়ে যাবে। তখন তারা পুনরায় নিজের ধর্মেই চলে যাবে। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হলো দেবতা ধর্ম। তাঁদের থেকেও উচ্চ হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা যারা বাবার সাথে বসে রয়েছে। তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন বিচিত্র এবং বিদেহী। বাবা বলেন আমার দেহ নেই। আমাকে বলা হয় শিব, আমার নাম পরিবর্তন হতে পারে না। আর সকলের শরীরের নাম বদল হয়। আমি হলাম পরম আত্মা, আমার জন্ম-পত্রিকা কেউ বের করতে পারে না। যখন অসীম জগতের রাত হয় তখন আমি আসি তা দিনে পরিণত করতে। এখন হলো সঙ্গম, এ'সমস্ত কথা ভালভাবে বুঝে তারপর ধারণ করা উচিত। স্মৃতিতে আনতে হবে। বাচ্চারা, এখানে তোমরা আসো, অবসর পাও। এখানে ভালভাবে বিচারসাগর মন্বন করতে পারো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্বোত্তম কুলের স্মৃতির দ্বারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র হতে হবে। কখনও সঙ্করুর নিন্দা করানো উচিত নয়।

২) শ্রীমতানুযায়ী ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। স্বদর্শন-চক্রধারী হতে এবং তৈরী করতে হবে। যখনই অবসর পাবে তখনই বিচারসাগর মন্বন অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- বাপদাদার কর্তব্যকে নিজের লক্ষ্য রূপে গ্রহণকারী মাস্টার মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব কথিত আছে "নিজের মধ্যে মন্বন করো তবেই নেশা চড়বে", অপরের উপার্জনের দিকে যেন কখনো চোখ (দৃষ্টি) না যায়। অন্যের নেশাকে লক্ষ্য বানানোর পরিবর্তে বাপদাদার গুণ এবং কর্তব্যকে লক্ষ্য বানাও। বাপদাদার সঙ্গে অধর্মের বিনাশ এবং সংধর্ম স্থাপনের কর্তব্যে সহায়ক হও। অধর্মের বিনাশকারী অধার্মিক কার্য বা দৈব-মর্যাদাকে ভঙ্গ করতে পারে না। তারা মাস্টার মর্যাদা-পুরুষোত্তম হয়।

স্লোগানঃ:- নলেজফুল হয়ে ব্যর্থ প্রশ্নকে স্বাহা (সমর্পণ) করে দাও তাহলে সময় বেঁচে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানবান হও, তাহলে ধনবান হয়ে যাবে, জগদম্বা জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরীই রাজ - রাজেশ্বরী হয়ে যাবে"

- *প্রশ্নঃ - বাবার নিজের বাচ্চাদের প্রতি দয়ার অনুভব হয়, তাই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরী করার জন্য কোন্ শ্রীমত প্রদান করেন ?
- *উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা -- মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে, মৃত্যুর আগে তা স্মরণের যাত্রায় থেকে দূর করো । কোনো বিকর্ম ক'রো না । বাবা আসেন তোমাদের যমদূতের ফাঁসির হাত থেকে মুক্ত করতে, তাই এখন এমন কোনো কর্ম ক'রো না ।
- *গীতঃ- রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়ে না.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে । বাবা এসেছেন এই ভক্তিরূপী রাতের বিনাশ করে দিন স্থাপন করতে, কেননা বাবাকেই ডাকা হয় -- হে পতিত পাবন, এসো । মানুষ মনে করে, কোনো সময় আমরা পবিত্র ছিলাম, এখন আমরা পতিত । সেই জিনিসই চাওয়া হয়, যা আগে ছিলো, এখন আর নেই । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পবিত্র দেবী - দেবতাদের রাজধানী ছিলো । জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরীই রাজ - রাজেশ্বরী হবে । জগদম্বা আর লক্ষ্মী যেমন পৃথক । লক্ষ্মীকে কখনোই জগদম্বা বলা হবে না । লক্ষ্মীর দুই সন্তানই তাঁকে মাতেশ্বরী বলবে । যে সব ভারতবাসীরা ধর্মপ্রাণা, তারা জগদম্বাকে মা বলে । দেবী - দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের ভক্তি করে । তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, আমরা অনেক ভক্তি করেছি । দান - পুণ্য ইত্যাদি তোমরা যতো করেছো, তত আর কেউই করে নি । তোমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছো । তোমরা এখন তোমাদের স্মরণ বেঁচে থেকে দেখছো । আদি দেব আর আদি দেবী আছেন, যাঁকে জগদম্বা বলা হয় । তোমরা এখন জানো যে, জগদম্বা ধনবান হন । তোমরা তাঁর সন্তান, তাই না । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছো । তিনি হলেন জ্ঞানের দেবী । ওই জ্ঞানের দ্বারা কখনোই রাজা - রানী হয় না । তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা শিববাবার সন্তান, আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিব বাবা এনার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছেন । এমন গায়নও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । একথা খুব ভালোভাবে বুঝে ধারণ করতে হবে । এমন তো বলা হয় যে, বাঘের দুধের জন্য সোনার বাটি চাই । এই জ্ঞানও হলো সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার, এরজন্যও বুদ্ধি রূপী পাত্র সোনার হওয়া চাই । এখন তোমাদের আত্মা হলো পাথরের বাসন । তাই শরীরও তেমনই । ভারতেও শ্যাম এবং সুন্দর, পতিত এবং পাবন বলা হয় । দ্বিতীয় কোনো খণ্ডে এমন বলা হবে না যে, আমাদের মতো পতিতদের এসে পবিত্র করো । বলে থাকে, দুঃখ থেকে মুক্ত করো, শান্তিতে নিয়ে যাও । বিবেকও বলে, আমরা ভারতবাসীরা পবিত্র ছিলাম, এখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । যতই বড় মানুষ হোক না কেন, তারাও গুরুর পায়ে পড়ে, কেননা গুরু সন্ন্যাস ধারণ করেছে । তারা পাঁচ বিকার ত্যাগ করেছে, তাই বিকারীরাও নির্বিকারীদের সম্মান করে । পবিত্রতারই এমন সম্মান । দ্বাপর যুগ থেকে রাজা - রানী আর পরামর্শদাতা (উজির) থাকে । সত্যযুগে রাজা - রানীর কোনো উজির থাকে না । যখন পতিত রাজা - রানী হয়, তখন উজির রাখে, এখন তো অনেক পতিত হয়ে গেছে তাই বহু উজির রাখে । এই হলো ড্রামার ভবিষ্যৎ । বাবা বলেন - দেখো, কিভাবে ড্রামার ভবিষ্যৎ তৈরী হয়েছে । তাই অবশ্যই প্রথমে ভারত ছিলো, তারপর অন্য ধর্মের মানুষ এসেছিলো । বাবা বোঝান যে, এইসময় তোমরা হলে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । জগদম্বা হলো ব্রহ্মার কন্যা, জ্ঞানের দেবী । জগদম্বা হলো জ্ঞানবান, যে পরের জন্মে ধন লক্ষ্মী হয় । বাবা এখন তোমাদের জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন । তোমরা জানো যে, আমরা ওখানে ধনবান হবো । দুনিয়াতে একথা কেউই জানে না যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে ধনবান হয়েছেন । লক্ষ্মী - নারায়ণই হলেন ব্রহ্মা - সরস্বতী । ব্রহ্মা হলেন জগৎ পিতা, তাই অবশ্যই অনেক ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হবে । তোমরা তো অনেক ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী আছে । তোমরা জানো যে, আমরা এই জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতে এমন ধনবান হবো । একদম সম্পদের দেবী, এর থেকে অধিক সম্পদ কারোর কাছে থাকতে পারে না, তাই গায়ন আছে -- নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম (জ্ঞান হলো উপার্জনের উৎস) জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারাই তৈরী হয়, তাই না । তাহলে এ তো উপার্জন । কোনো কোনো ডাক্তার এক একটি কেসের জন্য লাখ টাকা পায় । কোনো রাজা - রানী বা প্রিন্স অসুস্থ হলে, ডাক্তার যদি তাকে রোগমুক্ত করে তাহলে খুশী হয়ে বড় বড় বাড়ি বানানোর জন্য অর্থ দিয়ে দেয়, তাহলে কতো উপার্জন হলো । তাই এই পড়া থেকেই পদ প্রাপ্ত হয় । এ তোমাদের পড়াও, আবার কারবারও ।

তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা এখন ব্যবসা করতে এসেছো । তোমরা খড় তুল্য দিয়ে লাখ উপার্জন করো । বাবা অবিনাশী

সার্জনও, তিনি সর্বদা তোমাদের হেলদি তৈরী করার জন্য যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা বলেন -- আমি গ্যারেন্টি করি, তোমরা ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি হতে পারবে। তাই এমন সার্জনের ওষুধ অর্থাৎ শ্রীমতে কেন চলবে না। বাবার মত মানো। আমাকে স্মরণ করো। বলা হয় তো -- প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও, শরীরের সব কষ্ট দূর হোক। ভক্তি মার্গে কোনো দুঃখ - কষ্ট দূর হয় না। অনেক সল্যাসীও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে। তারা যেন পাগল হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা যদি বাবার শ্রীমতে চলি তাহলে আমরা এভার হেলদি হবো। ওখানে গড় আয়ু ১২৫ থেকে ১৫০ বছর থাকে। এমন নয় যে, দ্বাপর যুগে একদম ৩৫ বছর আয়ু হয়ে যায়। তা নয়, প্রথমে ১০০ থেকে ১২৫ বছর আয়ু হবে। তারপর ৭০ থেকে ৮০ বছর হবে। এখন তো ৩৫ থেকে ৪০ বছরে এসে পৌঁছেছে। অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়, কারণ মানুষ ভোগী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে -- এখন তোমরা ভোগী থেকে যোগী হচ্ছে। ওখানে আয়ু এতটাই বেশী থাকবে যে, অকালে মৃত্যু কখনোই হবে না। বাবা স্মৃতি মনে করিয়ে দেন যে, তোমাদের কতো রাজ্য - ভাগ্য ছিলো। এখন রাবণ তা লুট করে নিয়েছে। ওখানে এইসব মন্দির ইত্যাদি থাকে না। তোমাদের স্লোগানও হলো -- ভারতের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম জিন্দাবাদ, বাকি সব মূর্দাবাদ অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ। ওখানে কেবল একই ভারত থাও ছিলো। এক থাওে মনুষ্যও নিশ্চই অল্প থাকবে। তোমরা লিখতে পারো যে, অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৯ লাখ হবে, আর সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এক ধর্মের স্থাপনা এখন হচ্ছে। নতুন দৈবী রাজ্যে একই ভাষা, একই নিয়ম - কানুন থাকবে। এখানে প্রত্যেকের নিয়মই তাদের নিজের। ওখানে এক রাজ্য, এক কমিউনিটি ছিলো। তোমরা এমন সব স্লোগান খবরের কাগজেও দিতে পারো। বাবার থেকে রায় নেয় যে, পয়সা খরচ করে কাগজে দেবো কি? বাবা বলবেন - দিতে পারো। মানুষ জানতে পারবে যে, এখানে কি হচ্ছে। এমন বলাও হয়ে থাকে যে, ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো। সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের এক ধর্ম, এক কমিউনিটি ছিলো। এই মহাভারত লড়াইয়ের পর স্বর্গের গেট খুলেছিলো। খবরের কাগজে বি.কে নাম দিয়ে দাও কিন্তু বি.কে তখনই বলতে পারবে যখন পবিত্র থাকবে। বাবাকে ডেকেছে। বাবা এখন এসেছেন, তাই এখন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো। ভক্তি মার্গে তোমরা কতো ধাক্কা খেয়েছো, যজ্ঞ - তপ - দান আদি করেছো। প্রথমে এক শিবের ভক্তি করতে, তারপর দেবতাদের, এখন তো সবাই ব্যভিচারী হয়ে গেছে। বাবা এখন তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞান দান করে কতো উচ্চ, মনুষ্য থেকে দেবতা বানান। সত্যযুগে তোমাদের কাছে সবকিছুই সোনার থাকবে। বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দান করে স্বর্গের মালিক বানান। তাহলে তোমরা আবার শ্রীমতে কেনা চলো না? বাবা তোমাদের যমদূতের ফাঁসির হাত থেকে মুক্ত করেন। গর্ভজেলের সাজা থেকে মুক্ত করেন। তোমরা স্বর্গে স্বর্গ মহলে থাকো। এখানে হলো জেল কেননা মানুষ পাপ কর্ম করে। ওখানে পাঁচ বিকারই থাকে না, তবুও রাজা - রানী - প্রজার পদে কিছু তফাৎ তো হবে, তাই না অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ পরিশ্রম তো করে, তাই না। ওখানে কোনো উজির থাকে না, কেননা তোমরা এখানকার প্রালঙ্ক ভোগ করো। বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। আমি দূরদেশ থেকে এসেছি এই পতিত শরীরে, পতিত রাজ্যে। এ হলো রাবণের দেশ, বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করি। এমন বাবার আশ্রয় পালন না করা, তাহলে তো কুপূত্র মনে করা হবে। বিকারের জন্য এমন হয়রান হওয়া তো উচিতই নয়। বাবা বলেন, এই বিকার দুঃখ দান করে। পতিতকে পবিত্র করা -- এ হলো আমার কাজ। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান -- তোমরা থাওদাও, সুখী থাকো, এই কথা কেবল স্মরণে রেখো, আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি, তিনিই আমাদের পালনা করেন। যদি মিত্র - সম্বন্ধীদের জিনিস পড়ো, তাহলে তাদের কথা স্মরণে আসবে, পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এখানে শিব বাবার ভাণ্ডারে পতিত পাবন বাবার যজ্ঞ থেকে পালন হয়, পতিতের ঘর থেকে নয়। আর কারোর দেওয়া জিনিস হলে তার কথা মনে আসবে। এরজন্য গায়ন আছে - অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে... তোমাদের কতো উচ্চ অবস্থা হওয়া চাই। গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে যে, এইসব শেষ হয়েই আছে। আমাদের তো একমাত্র বাবাই আছেন। এখন বাবার কি কখনো মালায় স্মরণ হয়? বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিই যে, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা অনেক শক্তি পাবে, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা বলবান হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ তো বলবান। যে বলবান হয় সে রাজত্ব পায়। এই বাবা নিজের উদাহরণ দিয়েছেন। আমি ১২ জন গুরু করেছিলাম, গুরুরা বলেছিলেন, ভোরবেলা উঠে ১ হাজারের মালা জপ করো। আমি বলতাম, অন্য কোনো সময় বলো। সারাদিন কাজ - কারবার করে ক্লান্ত হয়ে যায়। তোমরাও যেমন বলো - বাবা, ভোরবেলা উঠতে পারি না। বাবা বলেন - এমন বলো না যে, আমরা পবিত্র থাকতে পারি না, স্মরণে থাকতে পারি না স্মরণ না করলে কিভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের অবশ্যই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম, তাই অবশ্যই পবিত্র হও। বাবার শ্রীমতে না চললে কি পদ পাবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আমাকে ডেকেছো। এখন আমি বলছি - তোমরা পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো। অন্যদেরও পথ বলে দিতে থাকো, বাবার খবর দিতে থাকো। বাবা বলেন - মন্মনাভব। মৃত্যু সামনে উপস্থিত। তোমাদেরই ম্যাসেঞ্জার বা পয়গম্বর (দেবদূত) বলা হয়। তোমরা ব্রহ্মাণরা ছাড়া আর কেউই ম্যাসেঞ্জার হতে পারে না পতিত পাবন শিব বাবা আসেন তিনি

কার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাও লেখা আছে । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । এ তো মানুষ বুঝতেই পারে না । সূক্ষ্মবতনে প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকবেন কি ? এখানেই মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হয় । সাইলেন্সের শক্তিতে স্থাপনা হয়, সায়েন্সের শক্তিতে বিনাশ । সবাই বলে, কিভাবে শান্তি পাবো । এখন আত্মা তো হলোই শান্ত স্বরূপ । এখানে এসেছে অভিনয় করতে, এখানে শান্ত কিভাবে থাকবে । ওই শান্তি তো শান্তিধামে পাবে, এখানে তো দুঃখ পাবে । সত্যযুগে সুখ - শান্তি দুইই থাকবে ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো । বাবা বলেন - পতিত যেন আমার কাছে কখনোই না আসে । না হলে, যে ব্রাহ্মণী নিয়ে আসবে তার উপর পাপের বোঝা চাপবে । ইন্দ্র সভার পরীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে ইন্দ্র সভা হলো এটাই । এরা জ্ঞান সবুজ পরী, পোখরাজ পরী । তখন আরো ধাক্কা লাগবে । বাবা কড়া ভাবে মানা করেন । তোমরা কোনো পতিতকে নিয়ে আসবে না । আগে বাবা সবসময় জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো তো । তারা বলতো - পুরুষার্থ করছি । যখন পাক্কা নিশ্চয় আসবে তখন মিলিত হবে । যদি মিলিত হয়ে আবার বিকারে যাও তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবা মনে করবেন, সম্ভবত এর ভাগ্যে নেই । বাবা তো প্রচেষ্টা করার উপায় বলে দেন ভাগ্য তৈরী করার জন্য । তাহলে এমন বাবার কথা না মানলে কি গতি হবে ! বাবার দয়া আসে, বাবা বলেন - নিজেকে শুধরাতে থাকো । এমন যেন না হয় যে, চলতে চলতে মরে গেলে ভয় থাকা উচিত যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে পাপের বোঝা হালকা করবো । আচ্ছা !

সবাইকে সদগতি করেন একমাত্র শিব বাবাই, তাঁর তো ফটো দেখা যায়, তাঁকে একমাত্র দিব্য দৃষ্টির দ্বারাই দেখা যেতে পারে । কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জানা যেতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন অবস্থা তৈরী করতে হবে যাতে অন্তিম সময় এক বাবাই যেন স্মরণে আসে । দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে ।

২) নিজেকে সংশোধন করতে হবে, এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । সাবধান থাকতে হবে যাতে আমাদের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম না হয় ।

বরদানঃ:- এক নম্বর বিজনেসম্যান হয়ে এক এক সেকেণ্ডের সঙ্কল্পে উপার্জন জমা করে পদ্মপতি ভব তিনিই এক নম্বর বিজনেসম্যান, যে নিজেকে ব্যস্ত রাখার উপায় জানে । বিজনেসম্যান অর্থাৎ যার একটি সঙ্কল্পও ব্যর্থ যাবে না, প্রতিটি সঙ্কল্পে উপার্জন থাকবে । ওই বিজনেসম্যানরা যেমন এক একটি পয়সাকে কাজে লাগিয়ে পদ্মগুণ বানিয়ে দেয়, তেমনই তোমরাও এক একটি সেকেণ্ড বা সঙ্কল্প উপার্জন করে দেখাও, তখনই পদ্মপতি হতে পারবে । এতে বুদ্ধির বিভ্রান্তি বন্ধ হয়ে যাবে, আর ব্যর্থ সঙ্কল্পের অভিযোগও সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- যে ভিক্ষা চায়, সে কখনোই খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হতে পারে না ।

★ গুরু গ্রন্থ সাহেবে রয়েছে - অন্তিম সময়ে যে লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনকে স্মরণ করবে তার সর্প যোনিতে জন্ম হবে। যে স্ত্রীকে স্মরণ করবে তার বেশ্যা যোনিতে, পুত্রকে স্মরণ করলে শূকর যোনিতে, মন্দিরকে স্মরণ করলে প্রেত যোনিতে, কিন্তু নারায়ণকে অর্থাৎ সদ্গুরুকে স্মরণ করলে নর মুক্তি পায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সাইলেন্স থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এর মধ্যে ঘন্টা ইত্যাদি বাজানোর প্রয়োজন নেই"

*প্রশ্ন:- কোন বিষয়ে বাবার সমান হলে সব কাজ সিদ্ধ (সফল) হবে ?

*উত্তর:- যেমন বাবা প্রেমের সাগর তেমনই খুব মিষ্টি হয়ে ওঠে। ক্রোধের দ্বারা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, সমাধান হয় না সেইজন্য চোখ রাঙানো, উঁচু গলায় কথা বলা, গরম (ক্রোধের আগুনে) হয়ে যাওয়া, এসবের দরকার নেই। শান্ত থাকা খুব ভালো। ভালোবাসার দ্বারাই অনেক কাজ সিদ্ধ হতে পারে।

*গীত:- তুমিই মাতা-পিতা....

ওম্ শান্তি । এই মহিমা এক বাবার। কিন্তু ভক্তি মার্গে শুধুই একজনের মহিমা গাওয়া হলে ভক্তিকে প্রত্যক্ষ রূপে দেখানো যায় না সেইজন্য ভক্তি মার্গে অনেকের মহিমা করে থাকে। সেখানে আওয়াজও হয় খুব। ঘন্টাদ্বনি, গীত-ভজন, কান্নাকাটি-মারামারি কত কি ভক্তি মার্গে চলে। নানা রকম আওয়াজ, মন্ত্র-যন্ত্র, স্তুতি ইত্যাদি অনেক কিছুই হয় আর জ্ঞান মার্গে শুধুই সাইলেন্স। শুধুমাত্র ইশারা করা হয়, কোনো আওয়াজ নেই। ভক্তি মার্গে কত ধুমধাম হয়। সবচেয়ে বেশি ঘন্টাদ্বনি হয় শিব মন্দিরে, যে দিকেই দেখ শুধু ঘন্টা আর ঘন্টা। কারো ঘুম ভাঙানোর জন্য কোনো ঘন্টা বাজানো হয় না। শিববাবা এসেই মানুষকে কুম্ভকর্ণের অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন, কিন্তু ঘন্টা বাজান না। সম্পূর্ণ শান্তি সহকারে দুটি শব্দে বুঝিয়ে থাকেন। যে বুদ্ধিমান হয় সে দুটি শব্দেই বুঝে নিতে পারে। বাবা বলেন বাচ্চারা - আমাকে স্মরণ করো। তোমরাই আমাকে আহ্বান করে বলেছো, হে পতিত-পাবন এসো। এখন আমি এসে তোমাদের পথ বলে দিই। এখনও কি তোমাদের পতিত হয়ে এই দুনিয়াতেই থাকতে হবে! তোমরা তো পবিত্র দুনিয়াতে থাকতে চাও না! পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। বলেই থাকে হে পতিত-পাবন, সুতরাং বোঝা উচিত পতিত-পাবন এসে কি করবে ? নিশ্চয়ই নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। না বুঝে এমনই ডাকে, হাতে তালি দিতে থাকে। কিন্তু এটা জানে না যে বাবা এসে কি করবেন ? বাস্তবে এটা হল ইউনিভার্সিটি মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। তবেই গাওয়া হয়েছে মানুষকে দেবতা বানাতে সময় লাগে না.... এর মধ্যে শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পড়তে হয় না। ভক্তি মার্গে অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে থাকে, প্রচুর লেকচার ইত্যাদি হয়। মাসে-মাসে মন্ডপ তৈরি করে সেখানে বসে আওয়াজ করতে থাকে। এখানে কতো শান্তিতে বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। দেখো, তোমাদের বাবা এসে পবিত্র করে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে তোলেন। পড়াশোনাও কত সহজ। তোমরা প্রথম-প্রথম পবিত্র ছিলে, গোল্ডেন এজ-এ ছিলে। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে আয়রন এজে এসে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে সেইজন্য আমাকে স্মরণ করো। সেটাও অজপা (মনে মনে স্মরণ)। যেমন কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন সে কী জপ করে ? স্মরণ করে। তোমরাও সবাই পল্লী, এই শিববাবা হলেন পতিদেরও পতি। তোমাদের সম্বন্ধ হয়েছে পরমাত্মার সাথে। সম্বন্ধ যখন হয়ে গেছে স্মরণও বুদ্ধিতে বসে গেছে। নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমার সম্বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর একে অপরকে স্মরণ করে। বাবা বলেন তোমাদেরও নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে গেছে যে আমরা এক বাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে হলাম ভাই-ভাই। ভাইরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করে - এক বাবার কাছ থেকে, সেইজন্যই আহ্বান করে থাকে। যদিও মনুষ্য শরীরে এসে ভাই-বোন হয়ে যায়। কিন্তু আহ্বান করে তো আত্মা, তাইনা। ভাই-ভাই ডেকে বলে হে পতিত-পাবন এসো। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। পবিত্রতাকে সতোপ্রধান, পতিতকে তমোপ্রধান বলা হয়। এইসব বিষয় বাবা সঙ্গমে এসেই বুঝিয়ে থাকেন। এ'হলো গীতা পাঠশালা। এই পাঠশালায় বাবা এসে রাজযোগ শেখান, নর থেকে নারায়ণ করে তোলেন। লৌকিকে টিচার সামনে বসে পড়ান, দেখা যায়। ইনি হলেন গুপ্ত। সুতরাং এই টিচারকে বুদ্ধিযোগ দ্বারা বুঝতে হয়। তিনি নিরাকার পতিত-পাবন পিতা। তিনিই এসে স্মৃতি দিয়ে থাকেন যে কল্প পূর্বেও আমি এসে তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। তবেই বলে থাকেন মন্মনাভব, পবিত্র হও তবেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবে। এখানে ঘন্টা ইত্যাদি বাজানোর প্রয়োজন নেই। বাবা স্বয়ং এসে জাগিয়ে তোলেন। মন্মনাভব'র অর্থ হলো সাইলেন্সে থাকা। নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। ব্যস্ ! এখন আমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকেই সবাই বলে থাকে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত কর। সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্ম তত্ত্ব তো হলো ঘর। ওরা ঘরকে স্মরণ করবে, এখানে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শুধুমাত্র ঘরকে স্মরণ করলে তো সন্ন্যাসীদের মতো হবে। ব্রহ্ম তো ভগবান নয়।

বাবা বসে বোঝান - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা নির্বাণ ধামে চলে যাবে। তারপর সেখান থেকে আসবে স্বর্গে। এখান থেকেই বাচ্চারা তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তোমাদের জানা আছে পঙ্গপালের ঝাঁক কত বড় হয়। সবার মধ্যেই ইউনিটি (একতা) আছে। প্রথম জন সামনে বসলে সবাই বসে পড়ে। মৌমাছিরাও এমন। রানী মৌমাছি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে তার পিছনে সবাই দৌড়াতে থাকে। রানী মৌমাছি ঠিক যেন ওদের প্রিয়তম। ওদের মধ্যে আবার শুধুমাত্র প্রিয়তমাই হমজিঙ্গাদের (একই পরিবার ভুক্ত) উপর রাজত্ব করে থাকে। শাস্ত্রতেও আছে আত্মারা সবাই মশার ঝাঁকের মতো ছুটবে। অগুনতি আত্মা। মৌমাছিরা প্রত্যেক সিজনে রানী মৌমাছির পিছনে ছুটতে থাকে। তোমাদের তো একবার দৌড়াতে হবে। এখন সব আত্মাদের যেতে হবে মূলবতনে। তোমরা কোনো আওয়াজ করবে না। সেইজন্যই বাবা উদাহরণ দিয়ে বোঝান - সর্ষের দানার মতো, বাবাও বিন্দু। পোস্ত দানাও ছোট হয়। পরমাত্মা বিন্দু স্বরূপ। ওঁনাকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। ছোট নক্ষত্রের মতো। গীতাতেও দেখানো হয়েছে অখন্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছে, সুতরাং এখানেও যখন অখন্ড জ্যোতির সাক্ষাৎকার হবে তখনই বুঝবে সাক্ষাৎকার হয়েছে। যদি বিন্দুর সাক্ষাৎকার হয় তখন মনে করবে ইনি খোড়াই পরমাত্মা। গীতায় তো লেখা আছে - অর্জুনের তেজোময় জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ভক্তি মার্গের কথা বুদ্ধিতে বসে গেছে। ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা জানো আমরা ৬৩ জন্ম শরীর দ্বারা কত ডাম্স (নৃত্য, এখানে ভূমিকা পালন করার কথা বলা হয়েছে) করি। ৬৩ জন্ম ভক্তি মার্গে কত রকম হাস্যামা দেখি। তার মধ্যেও যখন সতোপ্রধান ভক্তি ছিল তখন এক শিববাবাকেই ভক্তি করত। তারপর এই গঙ্গা স্নান ইত্যাদি পরে শুরু হয়েছে। প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি ছিল তারপর বুদ্ধি (দেবতাদের পূজা শুরু হয়) পেতে থাকে। এখানে হল সম্পূর্ণ রূপে সাইলেন্স। কোনো কানা কড়ি ছাড়াই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। মাঝা বিনা কানা কড়িতেই এসেছিলেন এবং বিশ্বের মহারানী হয়েছিলেন। একদমই সাধারণ ছিলেন। সম্পূর্ণ গরিব ঘরের একজন বিনা খরচে দেখো কি হয়েছেন। মাঝা খুব সার্ভিস করতেন। অন্যদেরও বোঝাতেন যে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে। এর মধ্যে খরচের কোনো কথা নেই। যদি কেউ সামান্য খরচ করেও থাকে তবে সেটা নিজের জন্য। যেমন জমিতে দুই মুঠি অল্প (ধানের কথা বলা হয়েছে) ছড়িয়ে দিলে কতো অল্প উৎপাদন হয়। অনেক ফলন হতে থাকে। এখানেও ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কত আমদানি হয়। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া কত সহজ। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কত সাধারণ ভাবে বসেছি। যদি কেউ বসতে না পারে বাবা বলেন দেরিতে এসেই মুরলী শুনবে। এ'হলো ধারণার বিষয়। অন্তর্মানে বাবা আর স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করতে-করতেই শরীর ত্যাগ করতে হবে। এখানে মুখে গঙ্গা জল দেওয়ার কোনো বিষয় নেই। গুরু, গোসাইরা অনেক রকম ভয় দেখিয়ে থাকে, তোমরা এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে, ভক্তি না করলে এই হবে। মনে করো কারো পা ভেঙে গেছে বা কোনো রকম ক্ষতি হয়েছে তখন বলবে যে তুমি ভক্তি করা ছেড়ে দিয়েছ তার এই ফল পেয়েছি, সুতরাং ভয় পেয়ে যায়। এখানে তো কিছুই করতে হবে না। বাবাকে স্মরণ করার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, চক্রের রহস্য বুঝিয়ে দিতে হবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে, অবশ্যই বিনাশ হবে, সেইজন্যই এই মহামারী লড়াই অপেক্ষা করছে। ভগবান স্বয়ং এসে রাজযোগ শিখিয়ে নর থেকে নারায়ণ করে তোলেন। এটা রাজযোগ, প্রজাযোগ নয়। শুভ বোল বলা উচিত। বাচ্চাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবাও তো মিষ্টি তাইনা। ক্রোধ ইত্যাদি সব দানে গ্রহণ করেন। বাবা বলেন - আমি হলাম প্রেমের সাগর, তোমরাও হও। খুব স্নেহের সাথে বোঝাই। নয়তো বাচ্চারা অনেক হাস্যামা করে থাকে। কেননা মায়া মাথা খারাপ করিয়ে দেয়, সেইজন্য থেয়াল হয় যে কখনও কাউকে কিছু বলব না। স্নেহের সাথে বোঝাবো। চোখ দেখানো, অগ্নিশর্মা (ক্রোধ বশতঃ) হয়ে পড়া, জোরে কথা বলা, এ'সব করবে না, এতে কাজ বিগড়ে যায়। শান্ত থাকা ভালো। বিকারকে দান করে আবারও গ্রহণ করলে পদ প্রাপ্ত হয় না। বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ৫ বিকারকে দান করে দেওয়া। বলাও হয়ে থাকে দান (বিকারকে) দিলে তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে। বাবা হলেন পান্ডা, তাইনা! পান্ডা ব্রাহ্মণরা হয়। শিববাবাও হলেন রুহানী পান্ডা। তোমরাও পান্ডা(পথ প্রদর্শক)। বাবা ব্রহ্মা শরীরে আসেন ইনিও ব্রাহ্মণ। বাবা এনার মধ্যে বসেন, ওঁনার মহিমা করে বলেন তুমিই মাতা-পিতা আর কারো জন্য এই মহিমা করা হয় না। ওঁনার কর্তব্যই এমন। এটা হল পাঠশালা, যেখানে বাবা পড়ান। এটা বাচ্চাদের মনে রাখা উচিত। এইম অবজেক্টই হলো বিশ্বের বাদশাহি পাওয়া। সুতরাং এমন শিক্ষা প্রদানকারীকে সম্পূর্ণ রূপে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে স্টুডেন্ট ভালোভাবে পাশ করলে প্রতি বছর টিচারকে উপহার পাঠিয়ে থাকে। এই উত্সব ইত্যাদি সবকিছুই এই সময়ের জন্য,কিন্তু এর মহত্বকে কেউ-ই জানে না।

বাবা হলেন নলেজফুল। তিনি আসেন রচনার আদি- মধ্য আর অন্তের নলেজ দিতে। নুড়ি-পাথরের ভিতরে কীভাবে আসবেন? এক ডাক্তার প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন প্রতিটি জিনিসের মধ্যে আত্মা আছে। পরমাত্মা আছেন বলেননি। আর

এরা বলে থাকে সর্বব্যাপী। উনি বললেন সবার মধ্যেই আত্মা, সন্ন্যাসীরা বললেন সবার মধ্যেই পরমাত্মা। কত রাত-দিনের পার্থক্য। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। সবার সাথে বুদ্ধিযোগ ছাড়িয়ে নিজের সাথে জুড়ে দেন। ওরা বলে আত্মা হল বুদ্ধবুদ্ধ, সাগর থেকে নির্গত হয়ে সাগরেই লীন হয়ে যাবে।

ব্রহ্ম জ্ঞানীরা মনে করে - ছোট জ্যোতি বড় জ্যোতিতে লীন হয়ে যাবে, তারপর নতুন জন্ম হবে। বাবা বোঝান এসবই ভক্তি মার্গের ড্রামায় নির্ধারিত। সুতরাং ড্রামায় নির্ধারিত অনুযায়ী বাচ্চারা তোমাদের এসে বুঝিয়ে থাকি। ৮৪ জন্মের যে চক্র ঘুরে আসো সেটাও ড্রামায় নির্ধারিত। যা কিছুই ঘটছে সবই নির্ধারিত হয়ে আছে। কেউ মহিমা করে, কেউবা বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

বাচ্চারা তোমরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। তিনি আসেন সব আত্মাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শরীরের নামও নেন না। শরীর সমেত তো কাউকে নিয়ে যেতে আসিনি। আমাকে তোমরা বলে থাকো মুক্তিদাতা এসো। আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে অন্য জায়গায় নিয়ে চল। যেখানে আরাম, সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে। সুতরাং সবার শরীর এখানেই ত্যাগ করিয়ে আত্মাদের নিয়ে যাব। কালেরও কাল আমি, তাই না ! আমি সবাইকে একসাথে নিয়ে যাব। কত চমকপ্রদ বিষয় বাবা বসে বোঝান। যেখানে কোনো কথা বুঝতে পারবে না সেখানে বলো এই বিষয়ে বাবা এখনও বোঝান নি। যখন বোঝাবেন তখন তোমাকে শোনাব। এভাবেই নিজেকে মুক্ত করা উচিত। বাচ্চারা জানে বাবা জ্ঞানের সাগর। নতুন-নতুন বিষয় শুনিয়ে থাকেন। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী শোনাও রচয়িতা বাবা, যিনি আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাও। তোমরা একাধারে লাইট হাউস এবং স্বদর্শন চক্রধারী। কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয়। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিছু না কিছু সংশয় তৈরি হয়। কর্মের হিসেব-নিকেশ আছে না ! যতক্ষণ কর্মরত অবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু হতেই থাকবে। হিসেব-নিকেশ মিটে গেলেই শরীর ত্যাগ করবে, লড়াইও শুরু হয়ে যাবে। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিকারকে দান করে আবার ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। মুখ দিয়ে শুভ বাক্য ব্যবহার করতে হবে, অতীত মধুর হতে হবে। বাবার মতো প্রেমের সাগর হয়ে থাকতে হবে।

২) সাইলেঞ্চে থেকে কোনো কানা কড়ি খরচ না করে বিশ্বের বাদশাহী পেতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে অল্প-স্বল্প খরচ করে ২১ জন্মের জন্য আমদানি করতে হবে।

বরদানঃ-

নলেজের লাইটের দ্বারা পুরুষার্থের মার্গকে(পথ) সহজ আর স্পষ্ট করতে পারা ফরিস্তা স্বরূপ ভব ফরিস্তা ভাবের জীবনে লাইট আর মাইট দুটোই স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কিন্তু লাইট আর মাইট হওয়ার জন্য মনন করা সহন করার শক্তি প্রয়োজন। মন্সার জন্য মনন শক্তি আর বাচা, কর্মগার জন্য সহন শক্তি ধারণ করলে যে শব্দই বলবে, কর্ম করবে তার আধারেই হবে। যদি এই দুই শক্তি ধারণ করা যায় তবে পুরুষার্থের মার্গ সহজ আর স্পষ্ট হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

ব্যর্থ কথা বলা অর্থাৎ অনেককে ডিস্টার্ব করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই গল্পব্য হল অনেক উঁচু, এইজন্য নিজের সময় নষ্ট না করে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চাদের উত্তরণ কলা না হওয়ার মুখ্য কারণ কী ?

*উত্তর:- চলতে-চলতে যদি সামান্যতম অহংকার এসে যায়, নিজেকে খুব হাঁশিয়ার মনে হয়, মুরলী মিস করো, ব্রহ্মা বাবার অবজ্ঞা করো তাহলে কখনও উত্তরণ কলা হতে পারে না। সাকারের হৃদয় থেকে নেমে যাওয়ার অর্থ নিরাকারের হৃদয় থেকেও নেমে যাওয়া।

*গীত:- দুনিয়া লক্ষ বারও দিক আমাদের হৃদয়ে তালা.... (লাথ জমানেবালে, ডালে দিলওপে তালা)

ওম শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চারা বলে, কেউ আমাদের সংশয়বুদ্ধি বানানোর জন্য যা কিছুই করুক আমরা সংশয়বুদ্ধি হবো না। যতই উল্টো পাঁটা কথা বলুক তাও আমরা সংশয়বুদ্ধি হবো না। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবো। বাবা প্রতিদিন ভিন্ন-ভিন্ন পয়েন্টস বোঝান। সত্যযুগে ৯ লাখ ছিল, তাই অবশ্যই বাকি এত সব মানুষ বিনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং যারা বুদ্ধিমান হবে তারা ইশারায় বুঝে যাবে যে, বরাবর এই যুদ্ধের মাধ্যমেই অনেক ধর্ম বিনাশ হয়ে এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন হবে। যারা যোগ্য হয়ে উঠবে তারাই মানুষ থেকে দেবতা হবে। বাবা ব্যতীত কেউ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারে না। সুতরাং বাচ্চাদের স্মরণে থাকা উচিত যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু মায়া ক্ষণে-ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। এখান থেকে এখন বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে। যেকোনো সময় বড় যুদ্ধ হতে পারে, কোনো কি আর নিয়ম আছে ! তারা বলেও হয়তো বড় যুদ্ধ হবে, যা আর শেষও হবে না। সবাই একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। সুতরাং বিনাশ হওয়ার পূর্বে কেন আমরা স্মরণে থেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করবো না ! স্মরণের যাত্রাতেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এইজন্য বাবা প্রতিদিন বলেন - চার্ট লেখো। মাত্র ২-৪ জন লেখো। বাকিরা সবাই তো নিজেদের কাজকর্মেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তারা অনেক প্রকারের বিঘ্নের মধ্যে পড়ে থাকে। বাচ্চারা তো এটা জানো যে, আমাদের সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। তাই যেখানেই থাকো পুরুষার্থ করতে হবে। মানুষকে বোঝানোর জন্য চিত্র ইত্যাদিও তৈরি করা হয় কারণ এইসময়ে মানুষ ১০০ শতাংশ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রথমে যখন মুক্তিধাম থেকে আসে তখন সতোপ্রধান থাকে। তারপর সতো, রজো, তমো-তে আসতে আসতে এইসময়ে সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সবাইকে বাবার বার্তা দিতে হবে, বাবাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। বিনাশও সামনে রয়েছে। সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম ছিল, বাকি সবাই তো নির্বাণধামে ছিল। বাচ্চাদের চিত্রের উপরে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বড় চিত্র হলে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সবাইকে বাবার সন্দেশ (বার্তা) দিতে হবে। 'মন্মানভব' শব্দটি হলো মুখ্য এবং 'অল্ক' ও 'বে' - এটা বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যারা বোঝায় তারাও ক্রমানুসার, অসীমের বাবার সঙ্গে ভালোবাসা হওয়া উচিত। বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে, আমরা বাবার সার্ভিস করছি। খুদাই খিদমতগার (ভগবানের সেবানায়ী) হতে হবে। যদিও লোকেরা এই শব্দগুলো (খুদাই খিদমতগার) বলে, কিন্তু এর অর্থ বোঝে না। এখন বাবা এসেছেন - বাচ্চাদের সেবা করার জন্য। কত উত্তম দেবী-দেবতা বানিয়ে দেন ! আজ আমরা কত কাঙাল হয়ে গেছি। সত্যযুগে সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবো, এখানে একে অপরের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। এটা কেউ জানে না যে, বিনাশ হতে চলেছে। ওরা মনে করে শান্তি হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। এখন তাদেরকে বোঝানোর জন্য কাউকে দরকার। বিদেশেও তো এই নলেজ দিতে পারো। একটাই কথা সভ্য'তে বসে বোঝাও যে, মহাভারতের যুদ্ধ তো প্রসিদ্ধ, এর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। এখন গড ফাদার'ও এখানে আছেন, অবশ্যই তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপন করছেন। শঙ্করের দ্বারা কলিযুগের বিনাশও হবে, কারণ এখন হলো সপ্তমযুগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগও হবে। তারা বলে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হতে চলেছে। ফাইনাল বিনাশও অবশ্যই হবে। এখন সবাইকে এটা বলতে হবে যে, অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে মুক্তিধামে চলে যাবে। যদি নিজের ধর্মেও থাকো, বাবাকে স্মরণ করলে নিজের ধর্মে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা জানো - অসীম জগতের বাবা আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা নলেজ দিচ্ছেন, তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স এট হোম। আশে-পাশের সবাইকে সন্দেশ দিতে হবে। অন্য ধর্মের মানুষদেরও বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাইরের সমস্ত লোক এবং রাজাদেরও নলেজ দিতে হবে। এর জন্য প্রস্তুতি করা দরকার। বাবা বলেন এই যে মুখ্য চিত্র রয়েছে - ত্রিমূর্তি, গোলা (চক্র), ঝাড়ের চিত্র কাপড়ে ছাপানো হলে বাইরেও নিয়ে যেতে পারবে। বড় সাইজ না ছাপা হলে দু টুকরো করে দাও। সমস্ত জ্ঞান ত্রিমূর্তি, ঝাড় এবং গোলার চিত্রের মধ্যে রয়েছে। সিঁড়ির জ্ঞানও গোলার চিত্রের মধ্যে এসে যায়। সিঁড়ির চিত্র বিস্তারিতভাবে বানানো হয়েছে,

কীভাবে ৮৪ জন্ম নাও। চক্রে মধ্য সমস্ত ধর্মের সবাই এসে যায়। সিঁড়ির চিত্রে দেখানো হয় কীভাবে সত্যপ্রধান তারপর সত্য, রজা, তমো-তে আসো, নীচে অতিক্রম করতে থাকো। এখন বাবা বলছেন, মামেকম স্মরণ করো। বাবার সারাদিন খেয়াল চলতে থাকে। কোনো নতুন বড় বাড়ি তৈরি করলে তার দেওয়াল এত বড় হওয়া উচিত যাতে সেখানে ৬ ফুট বাই ৯ ফুট সাইজের চিত্র রাখা যায়। ১২ ফুটের দেওয়াল প্রয়োজন। এইসময়ে অনেক প্রকারের ভাষা রয়েছে। সমস্ত ধর্মের লোকেদের বোঝানোর জন্য অনেক ভাষায় বানাতে হবে। এমন বিশালবুদ্ধির দ্বারা যুক্তি তৈরি করতে হবে। সার্ভিসের শখ রাখা উচিত। খরচ তো করতেই হবে। এছাড়া তোমাদের ভিক্ষা করার প্রয়োজন নেই। নিজে থেকেই ধন-ভাণ্ডার ভরে যাবে, ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। বাচ্চাদের বুদ্ধি চলা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা সামান্য কিছু করলেই নেশা চড়ে যায় যে, তারা খুব হুঁশিয়ার। বাবা বলেন এক টাকার চার আনাও শেখোনি। কেউ দুই আনা, কেউ এক আনা, কেউ হয়তো খুব জোর এক পয়সা শিখেছে। কিছুই বোঝে না। মুরলী পড়ার শখ নেই। ধনী প্রজা এবং গরিব প্রজা তো এখানেই তৈরি হয়। কেউ কেউ বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও মুখে কালি মেখে নেয়। তারপর বলে - বাবা, আমি হেরে গেছি। বাবা বলেন, তুমি তো পদাতিক সৈন্যের থেকেও অধম, কোনো কাজের নয়। এভাবে চললে কি এমন পদ পাবে ! এখন সূর্যবংশের রাজধানী তৈরি হচ্ছে। যার বাবার কথা মনে থাকে, সেই বাচ্চাই খুশিতে থাকে। যদি কেবল এটা মনে থাকে যে বাবার কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার নিষ্টি, তাহলেও অনেক লাভ। ধারণ করার পরে অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাতে হবে। বাচ্চাদের দ্বারা সঠিকভাবে সেবার বিস্তার হয় না। একটু সেবা করলেই মনে করে যে আমি বোধহয় পাস করে গেছি। দেহের অভিমান আসার জন্য পড়ে যায়। যদি বাবার (ব্রহ্মাবাবা) অমর্যাদা করো তাহলে শিববাবা বলবেন যে আমারও অমর্যাদা করেছে। বাপদাদা দুজনে একসঙ্গে থাকেন। এমন ভাবা উচিত নয় যে আমার শিববাবার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে। আরে, এনার মাধ্যমেই তো উত্তরাধিকার দেবেন। এনাকে অন্তরের সব কথা বলতে হবে। মতামত জানতে হবে। শিববাবা বলেন, আমি তো সাকার শরীরের দ্বারা-ই মতামত জানাব। ব্রহ্মাবাবাকে বাদ দিয়ে শিববাবার কাছ থেকে কীভাবে উত্তরাধিকার নেবে ? বাবাকে ছাড়া কোনো কাজই হবে না। তাই বাচ্চাদের উচিত নিজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। কেউ কেউ অহংকারের বশে এসে উল্টে নিজেরই সর্বনাশ করে ফেলে। সাকার বাবার অন্তর থেকে নেমে গেলে নিরাকার বাবার অন্তর থেকেও নেমে যায়। এমন অনেকেই আছে যারা কখনো মুরলী শোনে না, চিঠিও লেখে না। তাহলে বাবা কি ভাববেন ? অনেক বড় লক্ষ্য। বাচ্চাদের আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। যারা নিজেকে মহারথী মনে করে, তাদের উচিত এত শ্রেষ্ঠ কাজে সহযোগী হওয়া। তাহলে বাবা খুশি হয়ে পুরস্কার দেবেন। এভাবে অনেক মানুষের কল্যাণ হবে। প্রদর্শনীতে তো অনেকেই আসে। প্রজা তৈরি হয়ে যায়। সেবাধারী বাচ্চাদের প্রতি বাবার দৃষ্টি থাকে। যারা সূর্যবংশীতে যাবে, তাদেরকে এই ইন্দ্রসভায় আসতে হবে। যারা সেবা করে না, তারা অযোগ্য। কে কি হবে, সেটা ভবিষ্যতে জানতে পারা যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে নেশা থাকা উচিত যে আমরা ভবিষ্যতে গিয়ে রাজা-রানী হব। এখানে তোমরা রাজযোগ শিখতে এসেছ। ভালো করে না পড়লে পদ কমে যাবে। বাবার কাছ সেবার খবর আসা উচিত যে বাবা, আজ আমি এই সেবা করেছি। কোনোদিন চিঠি না লিখলে বাবা ভাববেন মারা গেছে। সেই বাচ্চারাই বাবাকে স্মরণ করে, যারা সেবা করে, বাবার পরিচয় দেয়। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদেরকে উত্তরাধিকার দেন। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। এখন অন্য সব ধর্ম আছে কিন্তু যে দেবী-দেবতা ধর্ম হলো মূল ভিত্তি, সেটাই হারিয়ে গেছে। এভাবেই গোটা খেলাটা বানানো হয়ে আছে। সিঁড়ির ছবিতে সব ধর্মের কথা নেই। তাই গোলা (সৃষ্টিচক্র) ছবি নিয়ে বোঝাতে হবে। গোলায় ছবিতে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। এটাও বোঝাতে হবে যে সত্যযুগে দেবী দেবতার দুই মুকুটের অধিকারী ছিল। এখন তো কারোরই পবিত্রতার মুকুট নেই। এমন একজনও নেই যার প্রকাশের মুকুট রয়েছে। আমাদেরকেও দেওয়া যায় না। আমরা সেই প্রকাশের অধিকারী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখানে কোনো শরীরই পবিত্র নয়। আত্মা যোগের শক্তিতে পবিত্র হতে হতে অস্তিমে একবারে পবিত্র হয়ে যাবে। মুকুট তো সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে। সত্যযুগে ডবল মুকুট, ভক্তিমার্গে সিঙ্গেল মুকুট। এখানে কোনো মুকুট নেই। এখন তোমাদের শুধু পবিত্রতার মুকুট কীভাবে দেখানো যাবে ? প্রকাশ কোথায় রাখা যাবে ? জ্ঞানী তো হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র হলে প্রকাশ থাকা উচিত। তাহলে সূক্ষ্মবতনে প্রকাশ দেখানো উচিত ? যেমন মাশ্বা সূক্ষ্মবতনে পবিত্র ফরিস্তা স্বরূপ, তাই না ! ওখানে সিঙ্গেল মুকুট। কিন্তু এখন প্রকাশ কীভাবে দেখানো যাবে ? পবিত্র হও অস্তিমে। যোগে যখন বসো তখন ওখানে আলো (প্রকাশ) দেখানো যাবে ? আজ আলো দেখালে, কাল অপবিত্র হয়ে গেলে আলোই অদৃশ্য হয়ে যায়, এইজন্য অস্তিমে যখন কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে তখন প্রকাশের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ হলেই সূক্ষ্মবতনে চলে যাবে। যেমন বুদ্ধ, খ্রিস্ট-কে দেখানো হয়। আগে পবিত্র আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে আসে, তাকে পবিত্রতার আলো দেওয়া যেতে পারে, মুকুট নয়। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাবে। সদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে তোমরা রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করবে। ওখানে মন্ত্রী থাকে না। এখানে অনেকের থেকে পরামর্শ নিতে হয়। ওখানে সবাই হলো

সতোপ্রধান। এ'সব হলো বোঝার বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাপদাদার থেকে পুরস্কার নেওয়ার জন্য বাবার উঁচু কার্যে সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে। বাবাকে নিজের সেবার সমাচার দিতে হবে।

২) দেহ-অভিমাণে এসে কখনো বেয়াদবি করবে না। উল্টো নেশায় আসা উচিত নয়। নিজের সময় নষ্ট করবে না। সার্ভিসের যুক্তি তৈরি করতে হবে, সার্ভিসের যোগ্য হতে হবে।

বরদানঃ:- ত্যাগ এবং স্নেহের শক্তির দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী স্নেহী সহযোগী ভব শুরুতে যেমন নলেজের শক্তি কম ছিল কিন্তু ত্যাগ এবং স্নেহের আধারে সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। বুদ্ধিতে দিন-রাত বাবা এবং যজ্ঞের প্রতি ভালোবাসা ছিল, হৃদয় থেকে বাবা এবং যজ্ঞ শব্দগুলো বের হতো। এই স্নেহ সবাইকে সহযোগে নিয়ে এসেছে। এই শক্তির দ্বারাই কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সাকার স্নেহের মাধ্যমেই মন্মানাভব হয়েছে, সাকার স্নেহই সহযোগী বানিয়েছে। এখনও ত্যাগ এবং স্নেহের শক্তির দ্বারা সবাইকে ঘিরে রাখা তাহলে সফলতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- ফরিস্তা হওয়ার জন্য ব্যর্থ কথা এবং বিরক্ত করে এমন কথা থেকে মুক্ত হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিস করার সাথে-সাথে স্মরণের যাত্রাও করতে হবে, এই রুহানী যাত্রায় কখনও নিস্বেজ হয়ে পড়ো না”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের যদি সার্ভিস করতে মন না চায় তবে তার কারণ কি ?

*উত্তরঃ - যদি আত্মাদের সার্ভিস করতে মন না চায় তবে নিশ্চয়ই দেহ-অভিমানের গ্রহণ লেগেছে। চলতে-চলতে দেহ-অভিমানের কারণে যখন নিজেদের মধ্যে রুষ্টি হও তখনই সার্ভিস করা বন্ধ হয়। একে অপরের মুখোমুখি হওয়া মাত্রই সার্ভিসের ভাবনা লোপ পায়, তাই বাবা বলেন এইরূপ গ্রহণ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল অনুপম....

ওম্ শান্তি । এই গীতের লাইন গুলি বাচ্চাদেরকে সতর্ক করেছে। কি বলেছে ? বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে রাখো যে আমরা তীর্থ যাত্রায় আছি এবং আমাদের এই তীর্থযাত্রা হল সবচেয়ে পৃথক। এই যাত্রাটির কথা ভুলবে না। যাত্রার উপরেই সবকিছু নির্ভর করেছে। অন্যরা তো দেহের জাগতিক যাত্রায় গিয়ে আবার ফিরে আসে , জন্ম-জন্মান্তর যাত্রা করেই এসেছে। আমাদের তীর্থ ঐগুলি নয়। অমরনাথে গিয়ে আবার মৃত্যুলোকে ফিরে আসা। তোমাদের ওই যাত্রা নয়, অন্য সব মানুষের হল ওই যাত্রা। তীর্থে গিয়ে যাত্রা করে ফিরে এসে পুনরায় পতিত হয়। বিভিন্ন রকমের যাত্রা আছে, তাইনা। দেবীর মন্দিরও অসংখ্য আছে। বিকারীদের সঙ্গে অনেকে যাত্রা করতে যায়। তোমরা বাচ্চারা তো প্রতিজ্ঞা করেছো - নির্বিকারী থাকার। তোমরা নির্বিকারী, তোমাদের হল এই যাত্রা। নির্বিকারী বাবা হলেন এভার পিওর, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। জলের সাগরকে বিকারী বা নির্বিকারী বলবে না। আর না তার থেকে যে গঙ্গা নদী বেরিয়েছে সেই নদী কাউকে নির্বিকারী বানাবে। মানুষ মাত্রই এমন পতিত হয়েছে যে কিছুই বোঝে না। সেসব হল দেহের জাগতিক যাত্রা - অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর যাত্রা। আর এই যাত্রা হল বিশাল। বাচ্চারা তোমাদের উঠতে বসতে যাত্রার চিন্তন চলা উচিত। যাত্রা করতে গিয়ে ব্যবসা গৃহস্থ ইত্যাদি সব ভুলে থাকতে হয়। অমর নাথের জয়.... শুধু এইরকম বলতে থাকে। মাস দুই তীর্থ যাত্রা করে পুনরায় আবর্জনায় ফিরে আসে। তারপরে যায় গঙ্গা স্নান করতে। তাদের এই জ্ঞান নেই যে, আমরা রোজ পতিত হই। গঙ্গা যমুনার তীরে বসবাসকারীরাও রোজ পতিত হয়। রোজ গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে। এক তো হল নিয়মিত ভাবে গঙ্গা স্নান, দ্বিতীয় হল বিশেষ বিশেষ দিনে স্নান। তারা ভাবে গঙ্গা হল পতিত-পাবনী। এমন তো নয় কোনো বিশেষ এক দিনে গঙ্গা পবিত্র করে, অন্য দিনে নয়। যে দিনে মেলার আয়োজন হয় সেই দিন পতিত-পাবনী হয়ে যায়। গঙ্গা তো সদাই রয়েছে। রোজ যায় স্নান করতে। মেলায় বিশেষ দিনেই যায়। কোনো অর্থ নেই। গঙ্গা যমুনা নদী তো একই আছে। তাতে শব ইত্যাদিও ভাসানো হয়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে রুহানী যাত্রায় থাকতে হবে। এখন আমরা ফিরে যাব ঘরে অর্থাৎ পরমধাম। এর জন্য গঙ্গা স্নান বা শান্ত পাঠ করার কোনো কথাই নেই। বাবা আসেনও একবার। সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত থেকে পবিত্র একবারই হয়। এই কথাও জানে সত্য যুগ হল নতুন দুনিয়া, কলিযুগ হল পুরানো দুনিয়া। বাবাকে নিশ্চয়ই আসতে হবে। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা ও পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে। এই কর্তব্য একমাত্র বাবার। কিন্তু মায়া এমন তমোপ্রধান বুদ্ধি বানিয়েছে যে কিছুই বুঝতে পারে না। প্রদর্শনীতে অসংখ্য উচ্চ বর্গের মানুষ আসে। সন্ন্যাসীরাও আসবে, তবুও বুঝবে কেবল কোটিতে কয়েকজন। তোমরা লক্ষ কোটি মানুষকে বোঝাও তখন বিশেষ কেউ একজন আসে। অনেককে বোঝাতে হবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের এই বোঝানোর বক্তব্য এবং চিত্র ইত্যাদি সব খবরের কাগজে ছাপানো হবে। সিঁড়ির চিত্রও কাগজে বেরোবে। বলবে এই সব হল ভারতের জন্য, অন্য ধর্মের মানুষ কোথায় যাবে। বিনাশের সময়ের গায়নও আছে। বিনাশ অর্থাৎ ফিরে যাওয়ার সময়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে তখন নিশ্চয়ই সবাই ফিরে যাবে তাইনা। সবার বিনাশ হবে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এইসব কথা কেউ জানেনা। তোমরা জানো নরকবাসীদের বিনাশ, স্বর্গবাসীদের স্থাপনা হচ্ছে। কল্প কল্প এমন হয়েছে। এখন যেটুকু সময় আছে, এই সময়েও অনেকে বুঝতে পারবে। মেলা হতেই থাকবে। চারদিক থেকে লিখবে যাতে আমরা মেলার আয়োজন করি, প্রদর্শনী করি। কিন্তু তারই সাথে সাথে স্মরণের যাত্রাও করে যেতে হবে, ভুলে যাবে না। বাচ্চারা একেবারেই নিস্বেজ হয়ে চলছে। এমন করে যাত্রা করে যেন তারা বৃদ্ধ মানুষ। যেন শক্তি নেই, কিছু খায়নি। বাবার চিন্তন চলে। চিন্তা করতে করতে চোখে ঘুম আসে না। বিচার সাগর মন্থন তো সবাইকে করা উচিত, তাইনা। বাচ্চারা জানে আমাদেরকে অসীম জগতের পিতা

পড়ান। বাচ্চাদের অপার খুশী হওয়া উচিত। এই পড়াশোনার দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হই। কারো এমন চাল চলন থাকে - যেন কাঁকড়া। কাঁকড়াকে দেবতায় পরিণত করেন বাবা। তা সত্ত্বেও চাল চলন ঠিক হয় না। এই সিঁড়ির চিত্রে খুব ভালো জ্ঞান আছে। কিন্তু বাচ্চারা এতো কাজ করে না। যাত্রা করেই না। বাবাকে স্মরণ করলে তো বুদ্ধির তালাও খুলবে। গোল্ডেন বুদ্ধি হবে। বাচ্চারা, তোমাদের পারস বুদ্ধি হওয়া উচিত, অনেকের কল্যাণ করা উচিত। তোমরা সতোপ্রধান থেকে এখন তমোপ্রধান হয়েছে, পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো। কৃষ্ণকে ভগবান বলা হবে না। কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম অর্থাৎ শ্যাম বর্ণ। বাবা শ্যামের আত্মাকে বসে বুঝিয়েছেন। এই আত্মা জানে যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান সুতরাং খুশীর অনুভূতিতে বুদ্ধি কতখানি ভরপুর থাকা উচিত। এতে অহংকারের কোনো ব্যাপার নেই। বাবা হলেন নিরহংকারী। বুদ্ধিতে কতখানি খুশী থাকে। আগামীতে আমরা হীরে জহরতের মহল বানাবো। নতুন দুনিয়ায় রাজধানী চালাবো। এটা হল একেবারেই পতিত দুনিয়া। এই দুনিয়ার মানুষ তো কোনো কাজের নয়, কিছুই জানে না। এও দেখানো উচিত - হীরা সম জীবন ছিল। তারাই আবার ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে কড়ি সম হয়ে যায়। এই সিঁড়ির চিত্রটি হল এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বরে হল ত্রিমূর্তির চিত্র।

তোমরা বলো - নিকট ভবিষ্যতে ভারত শ্রেষ্ঠাচারী হবে। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা থাকবে কম, এখন অসংখ্য মানুষ আছে। মহাভারতের যুদ্ধ সামনে আছে। সব আত্মারা মশার মতন ফিরে যাবে। আগুন লেগে গেছে। যত চেষ্টা করে সঠিক করার, ততই বিগড়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। বাচ্চাদের নেশা বৃদ্ধি করেন। কেউ তো এখান থেকে বাইরে বেরোলেই তার সম্পূর্ণ জ্ঞান উড়ে যায়। স্মৃতিতে কিছু থাকে না। তা নাহলে তো শখ থাকবে যে সার্ভিস করি। বাবাও গুণ দেখে সার্ভিসে পাঠাবেন তাইনা। এতে খুব খুশীতে থাকতে হবে। সার্ভিসে খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে। ভালো ভালো পুরানো বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে রুষ্ট হয়ে পড়ে ছোট ছোট কথায়। এইটুকু কথার অজুহাত দেখিয়ে সার্ভিস করবে না এমন হয় না। সার্ভিস তো খুশী হয়ে করা উচিত। যার সঙ্গে বনাবনি নেই, তার চেহারা দেখলেই সার্ভিসের ভাবনা লোপ পায়। সার্ভিসে মনোযোগ থাকে না তখন, এড়িয়ে চলে। তাহলে তো জ্ঞানযুক্ত এবং জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কোনো তফাৎ থাকে না। দেহ-অভিমানের গ্রহণ লাগে। এটা হল সর্ব প্রথম ব্যাধি। বাবা বলেন - বাচ্চারা দেহী-অভিমानी হও। আত্মাই সবকিছু করে তাইনা। আত্মাই বিকারী ও নির্বিকারী হয়। স্বর্গে নির্বিকারী ছিল। রাবণের রাজ্যে আত্মাই বিকারী হয়েছে। এই ড্রামাও এমনই নির্দিষ্ট আছে, তাই আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। যারা নির্বিকারী ছিল, তারাই পতিত বিকারী হয়েছে। এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই যে, আমরাই নির্বিকারী ছিলাম, এখন বিকারী হয়েছি। আমরা আত্মারা মূলবতনের নিবাসী। সেখানে তো আমরা আত্মারা নির্বিকারী থাকবো। এখানে শরীরে প্রবেশ করে পার্ট প্লে করতে করতে বিকারী হয়েছি। এই কথা বাবা বসে বোঝান। আত্মা, শান্তিধাম থেকে আসে তখন নিশ্চয়ই পবিত্র থাকে পরে অপবিত্র হয়। পবিত্র দুনিয়ায় ৯ লক্ষ থাকে। তাহলে এত আত্মারা এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই শান্তিধাম থেকে। ওটা হল পীসফুল ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড। সেখানে সব আত্মারা পবিত্র থাকে তারপরে পার্ট প্লে করতে করতে, সতো-রজো-তমোতে আসে। পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে হবে। পরে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র করবেন। এই ড্রামা চলতেই থাকে। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা ব্যতীত অন্য কেউ বলতে পারে না। পিতাকে কেউ জানেনা। ঋষি-মুনিরা ও নেতি নেতি বলে গেছে। আমরা ভগবানকে এবং তাঁর রচনাকে জানি না। যদিও বলে - গডফাদার ইজ নলেজফুল। পরমাত্মা হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা, বীজ রূপ। তিনি হলেন আত্মাদের বীজ রূপ এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। তিনি নিরাকার পিতা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশিত হয়ে মানুষকে বোঝান, মানুষের দ্বারা। তাঁকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হবে না। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা এবং এই ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির প্রজাপিতা, যার দ্বারা শিববাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। শরীর আলাদা, আত্মাও আলাদা তাইনা। মন-বুদ্ধি চিত্ত আত্মাতে আছে। আত্মা এসে শরীরে প্রবেশ করে, পার্ট প্লে করার জন্য।

তোমরা জানো কেউ শরীর ত্যাগ করলে গিয়ে অন্যত্র অন্য পার্ট প্লে করবে, এতে কেঁদে কি হবে। যে যাওয়ার সে গেছে, সে আর এসে আমাদের মামা কাকা হবে না। কেঁদে কি লাভ। তোমাদের মাশ্বা চলে গেলেন, ড্রামা অনুসারে পার্ট প্লে করছে। এমন অনেকেই চলে যায়। অন্য কোথাও গিয়ে জন্ম নেয়। এটা তো বোঝাই যায় যে, যে যেমন আত্মাকারী বাচ্চা হবে ততই ভালো ঘরে জন্ম নেবে। এখান থেকে ভালো ঘরে যাবে। নম্বর অনুসারেই তো হবে, তাইনা। যে যেমন কর্ম করে - তেমন ঘরে যায়। শেষে তোমরা গিয়ে রাজার ঘরে জন্ম নাও। কে রাজার কাছে যাবে, সে নিজেই বুঝতে পারে, তাইনা। তবুও দিব্য সংস্কার তো নিয়েই যায়, তাইনা। এতেই বিশাল বুদ্ধির দ্বারা বিচার সাগর মন্থন করতে হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। অতএব বাচ্চাদেরও জ্ঞানের সাগর হতে হবে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। বুঝতে পারা যায় - ভবিষ্যতে উন্নতি হতে থাকবে। হতে পারে যে আজ কাজ করতে পারে না, সে আগামীকাল অনেকের চেয়ে তীক্ষ্ণ গতিতে এগিয়ে

যাবে। গ্রহণ মিটে যাবে। কারো উপরে রাহুর দশা বা গ্রহণ লাগলে নর্দমায় গিয়ে পড়ে। হাড়গোড় ভেঙে যায়। অসীম জগতের পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করে পতিত হলে ধর্ম রাজের দ্বারা দণ্ডও অনেক প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অসীমের ধর্মরাজ, তাই অসীমের দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কোনো বিষয়ে বাহানা দেখালে বা উল্টো কর্ম করলে তখন দণ্ড নিশ্চয়ই ভোগ করবে। বুঝতে পারে না যে আমরা ভগবানের অবজ্ঞা করি। এত সব কথা বাবা বুঝিয়ে দেন। শ্রীমৎ অনুসারে চলো, সার্ভিসে সহযোগী হও। যোগের যাত্রায় থাকো। চিত্রের দ্বারা বোঝানো প্র্যাক্টিস করলে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। তা নাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে কীভাবে। অজ্ঞান কালে কারো সন্তান সুপুত্র হয়, কারো কুপুত্রও হয়। এখানেও তেমন কেউ ঝটপট বাবার কাজ করেও দেখায়। সুতরাং বাচ্চাদেরকে অসীমের সার্ভিস করতে হবে। অসীম জগতের আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে। সংবাদ দিতে হবে - মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন হল কলিযুগী তমোপ্রধান দুনিয়ার সমাপ্তির সময়। এখন সতোপ্রধান হতে হবে। আত্মাদেরও সেখানে নম্বর অনুযায়ী দুনিয়া আছে তাইনা, যারা ক্রম অনুসারে এসে পার্ট প্লে করে। আসবেও নম্বর অনুযায়ী ড্রামা অনুসারে। এখন সব আত্মারাই রাবণের রাজ্যে দুঃখী হয়ে আছে। যদিও তারা বোঝে না। যদি কাউকে বলো তোমরা হলে পতিত তখন রেগে যাবে। বাবা বোঝান এটা হল অপবিত্র দুনিয়া। বাবা বলেন - তোমরা নিজের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। বাকিরা সব বিনাশ হয়ে ফিরে যাবে। এই কথা তো গায়ন আছে মহাভারতের যুদ্ধ লাগবে, যাতে সব ধর্মের বিনাশ হয়ে একটি ধর্ম থাকবে। এই যুদ্ধের পরে স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। বাবা কতো সহজ করে বাচ্চাদের বোঝান। ভবিষ্যতে তোমাদের কথা শুনবে আরও আসতে থাকবে। সূর্য বংশী চন্দ্র বংশী যারা পতিত হয়েছে তারাই এসে নম্বর অনুযায়ী নিজের বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করবে। প্রজা তো অসংখ্য তৈরী হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভগবানের আজ্ঞা বা আদেশের অবজ্ঞা কখনও করবে না। অসীম জগতের সেবায় সুসন্তান রূপে সহযোগী হতে হবে।

২) জ্ঞান ধনের গুপ্ত খুশী দিয়ে বুদ্ধি ভরপুর রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যে কখনও রুষ্ট হবে না।

বরদানঃ:- সর্ব শক্তির সম্পত্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে উঠে দাতা, বিধাতা, বরদাতা ভব যে বাচ্চারা সর্ব শক্তির সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ - তারাই সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ স্থিতির সমীপস্থ অনুভব করে। তাদের মধ্যে কোনো ভক্ত রূপ বা ভিখারি রূপের সংস্কার ইমার্জ হয় না। বাবার সাহায্য চাই, আশীর্বাদ চাই, সহযোগিতা চাই, শক্তি চাই - এই 'চাই' শব্দটি দাতা বিধাতা, বরদাতা বাচ্চাদের জন্য শোভনীয় নয়। তারা তো বিশ্বের প্রত্যেকটি আত্মাকে কিছু না কিছু দান বা বরদান দিতে সক্ষম হয়।

স্নোগানঃ:- প্রতিটি আত্মাকে কোনো না কোনো প্রাপ্তি করানো বাণীই হল সত্য বাণী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে এক বাবার পরিচয় দাও, এক বাবার সাথেই লেন-দেন রাখো, বাবাকেই নিজের সত্যিকারের পোতামেল (দিনচর্যার রিপোর্ট) দাও"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের এখনও পর্যন্ত অনেক প্রকারের ভুল হতে থাকে, তার কারণ কী ?

*উত্তরঃ - মূখ্য কারণ হল - যোগে অত্যন্ত কাঁচা। বাবার স্মরণে থাকলে কখনোই খারাপ কাজ করতে পারে না। নাম রূপে যদি ফেসে যায়, তখন যোগ লাগে না। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার ধূন-এ মেতে থাকো। নিরন্তর শিববাবার স্মরণে থাকো, তোমাদের নিজেদের মধ্যে জাগতিক ভালোবাসা রাখা উচিত নয়।

*গীতঃ- জ্বলে মরবে না কেন বহি-পতঙ্গ...

ওম শান্তি। ভক্তি মার্গের এই গীত তোমরা গেয়ে এসেছো। শেষ পর্যন্ত এই সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে, এ'সবের দরকার নেই। গায়নও আছে এক সেকেন্ডে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো যে - বেহদের বাবার কাছ থেকে জীবনমুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। জীবনমুক্তি অর্থাৎ এই দুঃখ ধামের থেকে মুক্ত, ভ্রষ্টাচারিতার থেকে মুক্ত। তখন কী হয়ে উঠবে ? তার জন্য এইম অক্সেন্ট তো খুব ভালো ভাবেই বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা গতকাল রাতেও বুঝিয়েছিলেন যে, কেউ এলে প্রথমে পরিচয় দাও উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানের। লোকে জিজ্ঞাসা করে - এখানকার উদ্দেশ্য কী ? তো প্রথমে পরিচয় দেবে অসীম জগতের পিতার। তিনি এখন বলছেন আমাকে তোমরা স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। গেয়েও থাকে হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং বাবার নিশ্চিতই কোনো অথরিটি আছে। কোনো পার্ট তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁকে বলা হয় - উচ্চ থেকেও উচ্চ পিতা। তিনি ভারতেই আসেন। ভারতকেই এসে উচ্চ থেকেও উচ্চ বানান। বৈকুণ্ঠের সওগাত নিয়ে আসেন। মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যে উচ্চ থেকেও উচ্চ হল দেবী-দেবতারা। সূর্যবংশী ঘরানা, যারা সত্যযুগে রাজত্ব করতো। সত্যযুগের স্থাপক হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানই। তাঁকে বলাও হয় হেভেনের স্থাপনাকারী, হেভেনলী গড ফাদার। তিনি হলেন বাবা। তাঁর বিষয়ে এমন বলা হবে না যে, বাবা হলেন সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বললে বাবার উত্তরাধিকার বাদ হয়ে যায়। কতো মিষ্টি ব্যাপার, বাবা মানে হল অবিনাশী উত্তরাধিকার। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাচ্চাদেরকেই বর্সা দেবেন। সকল বাচ্চাদের বাবা হলেন সেই একজনই। তিনি এসে সুখ শান্তির বর্সা দেন, রাজযোগ শেখান। বাকি তো সব আত্মারা হিসাব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে পরমধাম গৃহে ফিরে যাবে। এখন পুরানো দুনিয়ার অবসান হবে। তার জন্যই হল এই মহাভারতের যুদ্ধ। অনেক ধর্মের বিনাশ আর একটি ধর্মের স্থাপনা হয়। বুদ্ধিও বলে অবশ্যই কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসা উচিত। দেবী-দেবতাদের হিস্ট্রি রিপোর্ট। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়। উচ্চ থেকেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান।

বাবা বলেন - বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও। এখন মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ আর অমরলোক জিন্দাবাদ হয়। তোমরা সবাই হলে পার্বতী, অমরকথা শুনছো। পুত্র - কন্যা দুইই অমর হবে। একে অমরকথা বোলো, তিজরীর কথা বোলো। বেশীরভাগ মাতা'রাই কথা শুনতে যায়। অমরপুরীতে পুরুষ থাকবে না নাকি ? দুইই থাকবে। এ' কথা বাবা'ই বোঝান যে, ভক্তি মার্গের শাস্ত্র কী বলে আর বাবা কী বলেন। এও বলা হয় ভক্তির ফল ভগবান দিতে আসেন। অবশ্যই সত্যযুগে বিশ্বে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। তাদেরকে ফল কে দিয়েছিলেন ? সাধু সন্ন্যাসী কেউ তো দিতে পারে না। তোমরা এও জানো যে, ভক্তিও সবাই এক রকম করে না। যারা ভক্তি করবে তাদের ফলও তদনুরূপই প্রাপ্ত হবে। যারা পূজ্য ছিলেন তারাই পূজারী হয়ে আবার পূজ্য হবেন। ভক্তির ফল তো প্রাপ্ত হবেই, তাই না ? এই সব কথাও বোঝাতে হয়। সবার আগে ত্রিমূর্তির কথা বোঝাতে হবে। এমন না হয় যে প্রথমেই সিঁড়ির চিত্রের কাছে নিয়ে গেলে। এ'সব হল ডিটেলের ব্যাপার। সর্ব প্রথমে পরিচয় দিতে হবে বাবার। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। তারপরে ব্রহ্মা - বিষ্ণু শংকরের এরপর লক্ষ্মী-নারায়ণের। ভক্তি মার্গের তো অসংখ্য চিত্র রয়েছে। সবার প্রথমে বোলো বেহদের বাবার কথা। ওঁনার থেকে আমরা বেহদ স্বর্গের উত্তরাধিকার নিই। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান, বর্সাও তাই উচ্চ থেকেও উচ্চ দেবেন। ভারতে শিব জয়ন্তী পালিত হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই হেভেনলী গড ফাদার এসে হেভেন স্থাপন করেছেন ? বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, তারপর ৫ হাজার বছর পরে সেটা নরক হয়ে যায়। রামকেও আসতে হয় আবার সময় কালে রাবণকেও আসতে হয়। রাম দেন অবিনাশী উত্তরাধিকার, রাবণ দেয় অভিশাপ। জ্ঞান অর্থাৎ দিন শেষ হয়ে রাত হয়ে গেছে। দিন তো কেবল সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। এই সব কথা নাটশেলে (সার রূপে) বোঝানো খুব সহজ। সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে

পরিপক্ক করা উচিত। মূল কথা তো হল এটাই। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের বংশ ছিল। সত্যপ্রধান ছিলে, তারপর সত্য-রজঃ-তমঃতে এসেছে। এটা হল চক্র। একটাই জিনিস চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। বাম্ভারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই যেন স্মরণে থাকে যে, উচ্চ থেকে উচ্চ বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণেই খুব কাঁচা। বাবাও নিজের অনুভবের কথা বলেন যে, স্মরণ করতে মাঝে মাঝেই ভুলে যায়, কিন্তু এনার খুব খেয়াল থাকে। সেই কারণেই তো বলা হয় যার মাথায় এত দায়িত্বের বোঝা, সে স্মরণে কীভাবে থাকতে পারে ! বাবার তো সারা দিন কতো কতো বিষয় নিয়ে ভাবতে হয়। কতো বিষয় সামনে এসে উপস্থিত হতে থাকে। বাবার সকালে উঠে স্মরণে বসতে বেশী মজা আসে। সাথে নেশাও থাকে যে, ব্যস্, এই স্থাপনা হয়ে যাওয়ার পরে আবার আমি বিশ্বের মহারাজা হবো। বাবা যেমন নিজের অনুভবের কথা বলেন যে, সবার আগে মুখ্য বিষয় হল - বাবার পরিচয়। আর যে কোনো বিষয়েই যে যেটাই বলবে বলা এসব কথায় কোনো কাজ নেই। আমরা তোমাদেরকে পরিচয় করাচ্ছি উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবার। তিনিই উচ্চ থেকেও উচ্চ উত্তরাধিকার দেন মালিক হওয়ার। আর্য সমাজের লোকেরা দেবতাদের চিত্রকে মানে না। তোমাদের কাছে চিত্র দেখলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যাদের বর্ষা নেওয়ার আছে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে এসে শুনবে। মুখ্য কথা হলই একটাই, তা হল উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবানের। উচ্চ থেকেও উচ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরকে বলা যাবে না। উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। এই কথাটিকে ভালো মতো পাকা করে নাও। গড ইজ ওয়ান। বাবা মানেই হল উত্তরাধিকার। ভারতে এসে তিনি উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ। এই মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গের গেট খোলে। পতিত থেকে পবিত্র হয়। বেহদের বাবার কাছ থেকেই ভারত বর্ষা প্রাপ্ত করেছে। দ্বিতীয় আর কোনো কথা নয়। এই একটাই কথা, বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো যাতে তোমাদের মধ্যকার খাদ বেরিয়ে যায়। এই একটি কথা যখন বুঝে যাবে তখন অন্য বিষয় গুলি বোঝাবে। এই যে সব চিত্র গুলি রয়েছে এসব হল খুচরো বিষয়। আমি তোমাদেরকে বলছি জ্ঞান অমৃত পান করে পবিত্র হও। তারা বলে বিষ চাই। তার ওপরে এই সব চিত্র রয়েছে, তখন তারা বলে অমৃত ফেলে বিষ কেন খাবো। এই রুহানী নলেজ স্পীরিচুয়াল ফাদারই দেন। সেই পিতা সর্বব্যাপী কীকরে হতে পারেন ? তোমরা বাবাকে সর্বব্যাপী মানতে চাও তো মানো, আমরা এখন মানবো না। আগে আমরা মানতাম। এখন বাবা বলছেন এটা হল ভুল। বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখন ভারত হল নরক। তাকে পুনরায় আমরা স্বর্গ অর্থাৎ পবিত্র গার্হস্থ আশ্রম বানাচ্ছি। আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের পবিত্র গার্হস্থ আশ্রম ছিল। এখন হল অপবিত্র ভিশস (অপবিত্র) দুনিয়া। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। উচ্চ থেকেও উচ্চ শিব বাবা হলেন ক্রিয়েটর, তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন কলিযুগে মানুষের সংখ্যা অসংখ্য, সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুব কম থাকে। সেই সময় বাকি সব আত্মারা পরমধামে থাকে। তাহলে নিশ্চয়ই এখন যখন যুদ্ধ লাগবে তখনই তো সবাই মুক্তিতে যাবে। এই সব কথা বাম্ভাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাম্ভাদের অবশ্যই সার্ভিস করা উচিত। সার্ভিসের দ্বারাই উচ্চ পদ পাবে। এমন যেন না হয় যে, নিজেদের মধ্যে বনিবনা হল না আর শিব বাবাকে ভুলে গেলে বা শিব বাবার সার্ভিস করা ছেড়ে দিলে। তাহলে তো এই পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। তখন এই সার্ভিস করবার পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে ফেলবে। নিজেদের মধ্যে লবণাক্ত হয়ে সার্ভিস ছেড়ে দেওয়া, এর থেকে খারাপ কাজ আর কিছু নেই। বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে উপার্জনও হবে। এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, তাই হোলি হও আর বাবাকে স্মরণ করো। ধুরিয়া (হোলির পরের দিন পিচকারি দিয়ে রঙ খেলা) বলা হয় জ্ঞানের রিমঝিমকে (বাবার জ্ঞানের রঙ লাগা)। বলা হয় জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হল যোগ, জ্ঞান হল সৃষ্টি চক্রের। হোলি - ধুরিয়া এর অর্থ মানুষ কিছুই বোঝে না। বাবাকে স্মরণ করা আর সবাইকে জ্ঞান শোনানো। বাবা বারে বারে বোঝান যে - উচ্চ থেকে উচ্চ বাবাকে সর্বব্যাপী বলা যায় না। তাহলে নিজে কাকে স্মরণ করবে ? বাবা বলেন - নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। কিন্তু রচয়িতাকে না জানলে কী পাবে ? না জানার কারণে সর্বব্যাপী বলে দেয়। সুতরাং তিনি যে উচ্চ থেকেই উচ্চ তা প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে তখন সর্বব্যাপীর বিষয়টা বুদ্ধি থেকে দূর হয়ে যাবে। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর অন্তর এসে বর্ষা দেন। তার দ্বারাই আমরা স্বর্গের দেবী-দেবতা হবো। বাকিরা সবাই মুক্তিতে চলে যাবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। তারা ক্রাইস্টের প্রেয়ার করে। বলা ক্রাইস্ট তো সকলের ফাদার নয়। সকলের ফাদার হলেন নিরাকার। যাকে আত্মা আহ্বান করে - ও গড ফাদার। বলা হয়ে থাকে ক্রাইস্ট হল তাঁর সন। সন এর কাছ থেকে উত্তরাধিকার কীকরে প্রাপ্ত হবে ? ক্রাইস্ট তো হল রচনা। এই রকম কোনো শাস্ত্রেই লেখা নেই যে ক্রাইস্টকে স্মরণ করলে আত্মা তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। একমাত্র গীতাতেই আছে মামেকম্ স্মরণ করো। গড ফাদারের শাস্ত্র হল গীতা। কেবল বাবার নাম বদলে দিয়ে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এই ভুল করে দিয়েছে। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন বাবা, তিনি সুখ শান্তির বর্ষা প্রদান করেন। শিবের চিত্র সবাই নিজের কাছে রাখবে (সেবার উদ্দেশ্যে)। শিব বাবা এই বর্ষা দেন, তারপর ৮৪ জন্মে আমরা সে সব হারিয়ে ফেলি। সিঁড়ির চিত্রের উপরে বোঝানো উচিত - পতিত-পাবন বাবাই এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। তারা বলে হে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, তোমরা বলে থাকো শিব ভগবানুবাচ। ফার্স্ট ফ্লোরে সর্বোচ্চ শিব বাবা থাকেন, তারপর

সেকেন্ড ফ্লোরে হল সূক্ষ্মলোক। আর এটা হল থার্ড ফ্লোর। সৃষ্টি হল এখানে, পরে সূক্ষ্মলোকে যায়। সেখানে ট্রাইব্যুনালা বসে, শাস্তি লাভ হয়। শাস্তি ভোগ করে পবিত্র হয়ে চলে যাবে উপরে। বাবা সব বাচ্চাদেরকে নিয়ে যান। এখন হল সপ্তমযুগ। একে ১০০ বছর দিতে হবে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে স্বর্গে কী কী থাকবে? বাবা বলেন সে'সব পরে যত এগিয়ে যাবে দেখতে পাবে। আগে তোমরা বাবাকে জানো, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার ধুনে থাকো। স্বর্গে যা হওয়ার হতে থাকবে। তোমরা এমন পবিত্র হও যাতে বাবার সম্পূর্ণ বর্ষা তোমরা পেয়ে যাও নতুন দুনিয়ার জন্য। মাঝে কী হবে না হবে এও পরে গিয়ে দেখতে পাবে। অতএব এ'সব কথা স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে না থাকার কারণে সময় মতো বুঝতে পারো না, ভুলে যাও তোমরা। কর্মও বাচ্চাদের খুব ভালো করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকলে তখন খারাপ কর্মও হবে না। অনেকে খারাপ কাজও করে। এমন কি সেই ব্রাহ্মণীকে ভালো লাগে? সেই ব্রাহ্মণী চলে গেলে সেও শেষ। ব্রাহ্মণীর কারণে সেও মরে গেল। অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে বর্ষা নেওয়ার থেকে মরে গেল। এও দুর্ভাগ্য বলা যায়।

কোনো কোনো বাচ্চা একে অপরের নাম রূপে ফেঁসে মরে। এখানে তোমাদের শারীরিক ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। নিরন্তর শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কারো সাথেই কোনো লেনাদেনা নেই। বলো আমাদেরকে কেন দিচ্ছে? তোমাদের যোগ তো হল শিব বাবার সাথে, তাই না? যে ডায়রেক্ট দেয় না, তার শিব বাবার কাছে জমা হয় না। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, অতএব তাঁর দ্বারাই সব কিছু করতে হবে। মাঝখানে কেউ যদি খেয়ে নেয় তবে তো শিব বাবার কাছে জমা হল না। শিব বাবাকে দিতে হলে দাও ঋ ব্রহ্মা। সেন্টার ঋ ব্রহ্মাই খোলো। নিজেই সেন্টার খুললে খোড়াই সেটা সেন্টার হল? বাপদাদা দুজনই একসাথে। তাঁর হাতে আসা অর্থাৎ শিব বাবার হাতে আসা। কতো সেন্টার রয়েছে যাদের কোনো খবরই আসে না। লেখা উচিত শিব বাবা এটা হল আপনার সেন্টারের পোতামেল। শেঠের কাছে পোতামেল আসা উচিত তাই না? অনেকেরই শিব বাবার কাছে জমা হয় না। এই বুদ্ধিটুকুও নেই। হয়ত জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু যুক্তি পায় না। ব্যস্ আমরা সেন্টার খুলে দিলাম। তুমি যাকে দিলে সে সেন্টার খুলল। সেটা খোড়াই শিব বাবা খুললেন! সেই সেন্টার তখন তীব্র গতিতে এগোতেও পারে না। সেন্টার যদি খুলতে হয়, তবে শিব বাবার ঋ। শিব বাবা আমরা এটা দিচ্ছি, এটাকে (যজ্ঞে) লাগিয়ে দেবেন। বাচ্চারা ভুলও অনেক করে। যোগে তারা খুব কাঁচা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের সাথে সাথে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করবার যুক্তিও শিখতে হবে। একমাত্র বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিতে হবে। কোনো দেহধারীর কারণে হতভাগ্য হয়ো না।

২) নিজেদের মধ্যে কোনো কিছুর কারণেই বাবার সার্ভিস ছেড়ে দেবে না। ভোর বেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। স্মরণ করবার পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান:- অনুভবের উইল পাওয়ারের দ্বারা মায়ার পাওয়ারের মুখোমুখি হতে পারা অনুভবী মূর্তি ভব সব থেকে পাওয়ারফুল স্টেজ হল নিজের অনুভব। অনুভবী আত্মা নিজের অনুভবের উইল পাওয়ারের দ্বারা মায়ার যে কোনো পাওয়ারের, যে কোনো কথা বা বিষয়কে, সকল সমস্যাকে সহজেই মুখোমুখি করতে পারে আর অন্য সব আত্মাদেরকে সন্তুষ্টও করতে পারবে। মুখোমুখি হতে পারার শক্তির দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করবার শক্তি অনুভবের উইল পাওয়ারের দ্বারা সহজেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য সকল খাজানাকে অনুভবে নিয়ে এসে অনুভবী মূর্তি হও।

স্লোগান:- একে অপরকে দেখার বদলে নিজেকে দেখো আর পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার সূক্ষ্ম সেবা"

আজ, বিশ্ব-কল্যাণকারী বাপদাদা তাঁর নিজের বিশ্ব-কল্যাণকারী সাথীদের দেখছেন। বাচ্চারা সবাই বাবার বিশ্ব-কল্যাণের কার্যে নিমিত্ত হওয়া সাথী। সকলের মনে সদা এই সঙ্কল্প থাকে যে বিশ্বের অধীর আত্মাদের কল্যাণ হোক। চলতে-ফিরতে, কোনও কার্য করার কালে তাদের মনে এই শুভ ভাবনা থাকে। ভক্তি মার্গের তাদেরও এই ভাবনা থাকে। কিন্তু ভক্ত আত্মাদের বিশেষভাবে অল্পকালের কল্যাণের জন্য ভাবনা থাকে। তোমরা 'জ্ঞানী তু আত্মা' বাচ্চাদের জ্ঞানযুক্ত কল্যাণের ভাবনা সব আত্মার জন্য সদকালীন আর সর্বকল্যাণকারী ভাবনা। তোমাদের ভাবনা বর্তমান আর ভবিষ্যতের জন্য থাকে, সব আত্মা যেন অনেক জন্মের জন্য সুখী হয়, প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয়, কেননা অবিনাশী বাবা দ্বারা তোমরা সব আত্মারও অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়েছে। তোমাদের শুভ ভাবনার ফল বিশ্বের আত্মাদের পরিবর্তন করে চলেছে আর তোমাদের আরও অগ্রগতির সাথে সাথে প্রকৃতিও পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমরা সব আত্মার শ্রেষ্ঠ ভাবনা এমনই যে শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করায় ! সেইজন্য বিশ্ব-কল্যাণকারী আত্মা হিসেবে তোমাদের মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। তোমাদের শুভ ভাবনার এত মহাত্ম্য তা' তোমরা জান ? নিজেদের শুভ ভাবনা সাধারণ ভাবে কার্যে প্রয়োগ করে চলেছ নাকি সে'সবের মহত্ব জেনে চলছ ? দুনিয়ার লোকেও শুভভাবনা শব্দ বলে, কিন্তু তোমাদের শুভভাবনা শুধু শুভ নয়, শক্তিশালীও। কারণ তোমরা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা, ড্রামা অনুসারে সঙ্গমযুগের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হওয়ার বরদান আছে, সেইজন্য তোমাদের ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল সব আত্মার প্রাপ্ত হয়। যে আত্মারাই তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে, তারা সেই সময়ই শান্তি এবং স্নেহের ফলের অনুভূতি করে।

শুভ ভাবনা, শুভ কামনা ব্যতীত হতে পারে না। সব আত্মার প্রতি সদাসর্বদা কৃপার কামনা থাকে যে এই আত্মাও যেন অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারে। সব আত্মার প্রতি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা (করণা) থাকে যে এই আত্মা আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবারের, তাহলে এর থেকে কেন সে বঞ্চিত থাকবে ? তোমাদের এই শুভ কামনা তো থাকে, তাই না ! শুভ কামনা আর শুভ ভাবনা - এই হ'ল সেবার ফাউন্ডেশন। যখন তুমি কোনও আত্মাদের সেবা করছ, অথচ তোমার ভিতরে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা নেই, তাহলে আত্মাদের প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তি হতে পারে না। এক ধরনের সেবা হয় শৃঙ্খলা মেনে, নিয়ম অনুযায়ী - যা শুনেছ তা' শোনানো। আরেক ধরনের সেবা হয় নিজের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা। তোমাদের শুভ ভাবনার দ্বারা তাদেরও বাবার প্রতি আস্থা জন্মায় আর বাবার দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়ার নিমিত্ত হয়ে যাও তোমরা। "শুভভাবনা" - কোথাও দূরে অবস্থিত কোনো আত্মাকেও ফলের প্রাপ্তি করানোর নিমিত্ত হতে পারে, ঠিক যেমন সায়েন্সের সাধন দূরে থাকা আত্মাদের সাথে নিকটে থাকা সম্বন্ধ করানোর নিমিত্ত হয়, তোমাদের আওয়াজ তাদের কাছে পৌঁছে যায়, তোমাদের বার্তা পৌঁছে যায়, দৃশ্য পৌঁছে যায়। তাহলে যখন সায়েন্সের শক্তি অল্পকালের জন্য নৈকট্যের ফল দিতে পারে, তো তোমাদের সাইলেন্সের শক্তিশালী শুভভাবনা দূরে বসেও আত্মাদের ফল দিতে পারবে না ? কিন্তু এর আধার হ'ল, নিজের মধ্যে অনেক শক্তির শক্তি জমা থাকলে সাইলেন্সের শক্তি এই অলৌকিক অনুভব করাতে পারে। তোমাদের উল্লতির সাথে সাথে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব করতে থাকবে।

শুভভাবনা অর্থাৎ শক্তিশালী সঙ্কল্প। সব শক্তির থেকে সঙ্কল্পের গতি তীব্র। সায়েন্স যতই তীব্রগতির উপকরণ বানিয়েছে, সে'সব থেকে তীব্রগতি সঙ্কল্পের। কোনো আত্মার প্রতি বা অসীম বিশ্বের আত্মাদের প্রতি তোমাদের শুভভাবনা থাকে অর্থাৎ তোমাদের শক্তিশালী শুভ আর শুদ্ধ সঙ্কল্প থাকে যে এই আত্মার কল্যাণ হোক। তোমাদের সঙ্কল্প বা ভাবনা উৎপন্ন হওয়া মানে সেই আত্মার অনুভূতি হবে যে আমি আত্মার কোনো বিশেষ সহযোগে শান্তি এবং শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন, এখন অনেক বাচ্চা অনুভব করে যে, অনেক কিছু কার্য তারা করেছে যাতে তাদের সাহস বা যোগ্যতা এত ছিল না, কিন্তু বাপদাদার এক্সট্রা সহযোগে এই কার্য সহজেই সফল হয়ে গেছে আর এই বিদ্বান সমাপ্ত হয়ে গেছে। এইভাবে তোমরা সব মাস্টার বিশ্বকল্যাণকারী আত্মার সূক্ষ্ম সেবা প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করবে। এতে সময়ও কম আর সাধনও কম, অর্থও কম লাগবে। সেইজন্য মন আর বুদ্ধি সদা ফ্রি থাকতে হবে। ছোট ছোট বিষয়ে মন আর বুদ্ধিকে খুব বিজি রাখো, সেইজন্য সেবার সূক্ষ্ম গতির লাইন ক্লিয়ার থাকে না। সাধারণ বিষয়েও তোমাদের মন আর বুদ্ধির লাইন অনেকভাবে এনগেজ রাখ, সেই কারণে এই সূক্ষ্ম সেবা তীব্রগতিতে চলেছে না। তার জন্য বিশেষ অ্যাটেনশন - "একান্ত আর একাগ্রতা।"

একান্তপ্রিয় আত্মা যতই বিজি হোক, তবুও মাঝে মাঝে দু- এক মুহূর্ত বের করে একান্তের অনুভব করতে পারে। একান্তপ্রিয় আত্মা এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে নিজের সূক্ষ্ম শক্তি - মন, বুদ্ধিকে তারা যে সময়ে, যেখানে চায় একাগ্র করতে পারে। হতে পারে বাইরের পরিস্থিতি চাঞ্চল্যকর, কিন্তু একান্তপ্রিয় আত্মা একের অন্তে সেকেন্ডে একাগ্র হয়ে যাবে। ঠিক যেমন, সাগরের উপরে তরঙ্গের কতো আওয়াজ হয়, কতো ওঠাপড়া হয়, কিন্তু সাগরের অন্তে (গভীরে) হিল্লোল হয় না। সুতরাং যখন একের অন্তে, জ্ঞান-সাগরের অন্তে চলে যাবে তখন চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে একাগ্র হয়ে যাবে। শুনলে, সূক্ষ্ম সেবা কি ! "শুভভাবনা" "শুভকামনা" শব্দ সবাই বলতে থাকে, কিন্তু এর মহত্বকে জেনে প্রত্যক্ষ রূপে রেখে অনেক আত্মাকে প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করানোর নিমিত্ত হও। আত্মা !

টিচারদের কাজই হ'ল সেবা। সেবাতেই টিচারদের মহত্ব। যদি সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃশ্যগোচর না হয় তাহলে তাকে যোগ্য টিচারের লিস্টে গণ্য করা যায় না। টিচারদের মাহাত্ম্য তাদের সেবাতে, তাই না ! তো সেবার সূক্ষ্ম রূপ তোমাদের শোনানো হয়েছে। মুখের সেবা তো তোমরা সবসময় করো, কিন্তু সাথে সাথে মুখ আর মনের শুভভাবনার সেবা কার্যতঃ হওয়া প্রয়োজন। বোল আর ভাবনা ডবল কাজ করবে। এই সূক্ষ্ম সেবার অভ্যাস বহুকাল অর্থাৎ এখন থেকে প্রয়োজন, কেননা

পরবর্তীতে তোমাদের আরও অগ্রগতির হিসেবে সেবার রূপরেখা অবশ্যই বদলে যাবে। তখন সেই সময় সূক্ষ্ম সেবায় নিজেকে বিজি রাখতে পারবে না, বাইরের পরিস্থিতি তোমাদের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করে নেবে। রেজাল্ট কী হবে ? স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স রাখতে পারবে না, সেইজন্য এখন থেকে নিজের মন-বুদ্ধির সেবার লাইন চেক কর। টিচার্স ! কীভাবে চেক করে তা' তো তোমরা জান, জান তো না ! টিচার্স অন্যদের শেখায়, সুতরাং নিশ্চয়ই নিজে জানে তবেই তো শেখায়, তাই না ! সবাই যোগ্য টিচার্স তোমরা, তাই তো ! যোগ্য টিচারের বিশেষত্ব এটাই যে নিরন্তর হয় মন্থা, অথবা বাচা, অথবা কর্মণা সেবায় বিজি থাকে। সেইজন্য অন্য সব বিষয় থেকে আপনা হতেই খালি হয়ে যাবে। আত্মা ! কুমারীরাও এসেছে। কুমারী অর্থাৎ উদীয়মান টিচার্স। সেইজন্যই তো তোমাদের বলা হয় ব্রহ্মাকুমারী। যদি তোমরা যোগ্য সেবাধারী নও তো পাই পয়সার যোগ্য কুমারী। কুমারীরা কী করে ? চাকরির টুকরি বয়, পাই পয়সার জন্য, তাই না ! বাপদাদার হাস্যপ্রদ লাগে - কুমারীরা টুকরির বোঝা বওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায় কিন্তু ভগবানের ঘরে অর্থাৎ সেবাস্থানে থাকার সাহস রাখে না। এ'রকম দুর্বল কুমারী তো নও তোমরা, তাই না ! হতে পারে তোমরা লেখাপড়া করছ, তবুও লক্ষ্য তো আগে থেকেই রাখতে হয় যে চাকরি করবে নাকি বিশ্ব সেবা করবে ! চাকরি করা অর্থাৎ নিজেকে পালন করা। তোমাদের ছেলেপুলে তো নেই, যাদের পালন করতে হবে ! চাকরি এইজন্য করে যে আরামে নিজেদের লালন পালন করতে থাকবে, চলতে থাকবে। বিশ্বের আত্মাদের বাবার পালনা দেওয়ার লক্ষ্য রাখ। যখন অনেক আত্মাদের নিমিত্ত হতে পার, তাহলে শুধু নিজ আত্মাকে পালন - সেই তুলনায় কী হ'ল ? অনেকের আশীর্বাদ নেওয়া - এই উপার্জন কতো বড় ! সে' আয়ে হয়তো পাঁচ হাজার বা পাঁচ লাখও উপার্জন হতে পারে, কিন্তু অনেক আত্মার এই আশীর্বাদ - এ' কতো বড় উপার্জন ! আর অনেক জন্মের জন্য এটাই সাথে যাবে। সেই উপার্জনের পাঁচ লাখ কোথায় যাবে ? হয় ঘরে কিংবা ব্যাংকে থেকে যাবে। লক্ষ্য সদা উঁচু রাখা উচিত, সাধারণ নয়। সঙ্গমযুগে, এই এক জন্মে এখন তোমাদের এত গোল্ডেন চান্স প্রাপ্ত হয়, অসীম সেবায় নিমিত্ত হওয়ার ! সত্যযুগেও এই অফার পাওয়া যাবে না। চাকরির জন্যও তো তোমরা সংবাদপত্র দেখতে থাক যে যদি কোনো অফার পাওয়া যায় ! স্বয়ং বাবা সেবার অফার করছেন। সুতরাং যোগ্য রাইট হ্যান্ড হও। অবশ্যই সাধারণ ব্রহ্মাকুমারী হ'য়োনা। যোগ্য সেবাধারী যদি না হও তো সেবা করার পরিবর্তে তোমরা সেবা নিতে থাক। যোগ্য সেবাধারী হওয়া কোনো কঠিন বিষয় নয়। যখন যোগ্য সেবাধারী না হও তো তখন তোমরা ভয় পাও, কীভাবে হবে, এগিয়ে যেতে পারবে কি না ! যোগ্যতা যদি না থাকে তাহলে ভয় লাগে। যে যোগ্য সে "বেপরোয়া বাদশাহ"। হয় স্থূল যোগ্যতা, নয়তো জ্ঞানের যোগ্যতা মানুষকে ভ্যালুয়েবল (মূল্যবান) বানায়। যোগ্যতা না থাকলে ভ্যালুও থাকে না। সেবার যোগ্যতা সবচাইতে বড়। এ' রকম যোগ্য আত্মাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। যোগ্য হওয়া মানে আমার তো এক বাবা। ব্যস্, আর কোনো কিছুই নেই। কুমারীরা শুনো ! আত্মা !

অনেক কুমারও এসেছে। কুমাররা খুব দৌড় করে। সেবাতেও তোমরা অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দৌড়াতে থাক। কিন্তু কুমারদের বিশেষত্ব আর মহত্ব এটাই যে আদি থেকে এখন পর্যন্ত নির্বিঘ্ন কুমার হয়েছে। কুমার যদি নির্বিঘ্ন কুমার হয়, তো সে' রকম কুমার খুব মহান হিসেবে গায়ন হয়ে থাকে। কেননা, দুনিয়ার লোকেও মনে করে কুমারদের জন্য এ'টা কঠিন কুমারীদের তুলনায় যোগ্য হওয়া। যাই হোক, কুমাররাই বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করুক যে তোমরা তো অসম্ভব বলো, কিন্তু আমরা নির্বিঘ্ন কুমার। এমন কুমার যারা বিশ্বকে স্যাম্পল দেখায় তারাই মহান কুমার। বাপদাদা এমন কুমারদের

সদাই তাঁর হৃদয়ের অভিনন্দন জানান। বুঝেছি ! এখন এখন খুব ভালো, এখন এখন কোনো বিঘ্ন এলো তো উপর-নিচে হয়ে গেলে - তোমরা তো এ' রকম নও। কুমার অর্থাৎ না তো সমস্যা হয় আর না সমস্যায় পরাজিত হয়। কুমার, কুমারীদের থেকেও সামনের নম্বরে যেতে পারে। কিন্তু হতে হবে নির্বিঘ্ন কুমার, কেননা কুমারদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিঘ্ন আসে যে কোনো সাথী নেই, কোনো সাথীর প্রয়োজন, কম্প্যানিয়ন প্রয়োজন। সে'হেতু কোনো না কোনও উপায়ে তারা সেই কম্প্যানি বানিয়ে নেয়। কোনো কোনো কুমার তো কম্প্যানিয়ন তৈরিও করে নেয়, কেউ আবার কম্পানীতে আসে - কথাবার্তা বলা, ওঠা-বসা তারপর তাদেরও মনে কম্প্যানিয়ন বানানোর সঙ্কল্প আসে। কিন্তু এমনও কুমার আছে যারা বাবা ব্যতীত না অন্য কম্পানী বানায়, না কম্প্যানিয়ন বানায়। সদা বাবার কম্পানীতে থাকা কুমার সর্বদা খুশি থাকে। তাহলে তোমরা কোন্ কুমার ? একটু আধটু কম্পানী কি তোমাদেরও চাই ? পুরো পরিবার তোমাদের কম্পানী কী ? তবে তো ঠিকই আছে, কিন্তু দুই তিনজন বা কোনো এক এর বিশেষ কোনো কম্পানী প্রয়োজন হলে সেটা রং।

তাহলে, তোমরা কারা ? তোমরা নির্বিঘ্ন, তাই না ! নতুন কুমাররাও চমৎকার করে দেখাবে। শেষমেশ তো তোমাদের নিজেদের সামনে, বাবার সামনে বিশ্বকে ঝুঁকাতে হবে, তাই না ! সুতরাং এই চমৎকার কুমারদের, বিশ্বকে তারা ঝুঁকাবে। বিশ্ব তোমাদের গুণ-গান করবে, চমৎকারিষ কুমারদের ! কুমারীদের মেজারিটি তবুও সেবার কম্পানীতে থাকে। কিন্তু কুমারদের কম্পানির সঙ্কল্প একটু আধটু আসে। পাণ্ডব ভবন বানিয়ে তোমরা নিজেদেরকে সেফ রেখেছো। এই রকম করে দেখাও। কিন্তু আজ পাণ্ডব ভবন বানাও আর কাল এক পাণ্ডব ইন্সটে চলে গেল, আরেকজন ওয়েস্টে চলে গেল - এমন পাণ্ডব ভবন বানিও না।

বাপদাদা কুমারদের জন্য বিশেষ গর্বিত, তারা একলা থেকেও পুরুষার্থে এগিয়ে চলেছে। কুমাররা, নিজেদের মধ্যে দু-তিন কুমার সাথী হয়ে তো চলতে পারো ! কেবল ফিমেল সাথীর প্রয়োজন কেন হবে, দুই কুমারও একসাথে থাকতে পারে। কিন্তু একে অপরের নির্বিঘ্ন সাথী হয়ে থাকতে হবে। এখনো পর্যন্ত সেই আশ্চর্য কেউ দেখাওনি। সময়কালে একে অন্যের সহযোগী যদি হও তো কী না হতে পারে ! আরো অনেক কিছু চলে আসে, তাই বাপদাদা পাণ্ডব ভবন বানানোর জন্য মানা করছেন ! কিন্তু কেউ কেউ স্যাম্পল হয়ে দেখাতে পারে। এমন নয় যে পাণ্ডব ভবন বানিয়ে তারপর যে নিমিত্ত দাদি-দিদিরা আছেন তাদের টাইম নিতে আসবে। নির্বিঘ্ন হও, পরস্পর পরস্পরের থেকে যোগ্য কুমার হও, তারপরে দেখো তোমাদের নাম কতো গৌরবান্বিত হয় ! শুনেছি, কুমাররা ! যোগ্য কুমার হও, নির্বিঘ্ন কুমার হও। সেবাক্ষেত্রে নিজেরা সমস্যা হয়োনা, বরং সমস্যা সমাপ্তকারী হও, তখন দেখো কুমারদের অনেক ভ্যালু হবে কারণ কুমারদের ব্যতীত সেবা হতে পারে না। কুমার, তাহলে তোমরা কী করবে ? সবাই বলো- "নির্বিঘ্ন কুমার হয়ে দেখাব।" (কুমাররা বাপদাদার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে) এখন সবার ফটো বেরিয়ে এসেছে। এমন ভেবো না যে আমি উঠেছি তা' কেউ দেখেনি। ফটো তোলা হয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে -

"সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায়" আর সারা পরিবার তোমাদের সাথে আছে। আচ্ছা !

চারিদিকের সব বাচ্চাকে বাপদাদা সদা আপন স্নেহের সহযোগের ছত্রছায়া সহ হৃদয় থেকে তাদের সেবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দেশ-বিদেশের সেবার বার্তা বাবার কাছে পৌঁছাতে থাকে। প্রত্যেক বাচ্চাও নিজেদের হৃদয়ের স্বচ্ছ সংবাদ দিতে থাকে। বিশেষভাবে বিদেশের পত্র বেশি আসে। সুতরাং সেবার সংবাদ দেওয়া বাচ্চাদেরকে বাবা অভিনন্দনও জানাচ্ছেন আর সেইসঙ্গে সদা স্ব-সেবা আর বিশ্ব-সেবায় "সফলতা ভব"-র বরদান দিচ্ছেন। যারা স্ব-পুরুষার্থের সংবাদ দিচ্ছে তাদেরকে বাবা এই বরদানই দিচ্ছেন যে যেভাবে স্বচ্ছ হৃদয়ে বাবাকে তুষ্ট করতে থাক, সে'ভাবে সদা নিজেও নিজের সব সংস্কারের সাথে, সংগঠনের সাথে রাজযুক্ত অর্থাৎ সন্তুষ্ট থাক। একে অপরের সংস্কারের রহস্য জানা, পরিস্থিতি জানা - এটাই রাজযুক্ত স্থিতি। আর রইল স্বচ্ছ হৃদয়ে আপন স্বীকারোক্তি (পোতামেল) দেওয়া আর স্নেহের অধ্যাত্ম আলাপচারিতার পত্র লেখা অর্থাৎ অতীত সমাপ্ত করা এবং স্নেহের অধ্যাত্ম আলাপচারিতা সদা কাছাকাছির অনুভব করাতে থাকবে। এ' হ'ল তোমাদের পত্রের রেসপন্স।

পত্র লেখায় বিদেশিরা খুব সতর্ক। তারা প্রায়শঃই লেখে। ভারতবাসীও লম্বা লম্বা পত্র লিখতে শুরু ক'র না। বাপদাদা বলে দিয়েছেন শুধু দু' শব্দের পত্র লেখ - "ও. কে." (সম্পূর্ণরূপে ঠিক আছে)। সেবার সংবাদ যদি হয় তাহলে লেখ- বাকি অন্য কিছু "ও. কে."। এতে সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই পত্র পড়া যদি সহজ হয় তো লেখাও সহজ। কিন্তু যদি "ও. কে." না হও তাহলে "ও. কে." লিখ না। যখন ও. কে. হয়ে যাবে তখন লিখ। পোস্ট পড়তেও তো টাইম লাগে, তাই না ! যে কোনো কার্য কর, তা' সদা শর্টও যেন হয়, আর যেন সুইটও হয়। কেউ যদি পড়ে, তো তার খুশি যেন হয়, সেইজন্য রামকথা

লিখে পাঠিও না। বুঝেছ ! সংবাদ দিতে হবে কিন্তু সংবাদ দেওয়া শিখতেও হবে। আচ্ছা !

শুভভাবনা আর শুভকামনার সূক্ষ্ম সেবার মহত্বকে জানা সকল মহান আত্মাকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- নিজের পরিবর্তন দ্বারা নিরন্তর বিজয়ের অনুভূতি ক'রে প্রকৃত সেবাধারী ভব যেমন নিরন্তর যোগী হয়েছ, তেমনই নিরন্তর বিজয়ী হও, তবেই প্রকৃত সেবাধারী হয়ে যাবে। কারণ বিজয়ী আত্মা, যখন প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা পদে বিজয়ের অনুভব করে, তখন তাদের সেই রূপান্তর দেখে অনেক আত্মার সেবা আপনা থেকেই হয়। তাদের নয়ন অলৌকিকতার অনুভব করে, তাদের আচরণ বাবার চরিত্রের সাক্ষাৎকার করায়, মস্তক থেকে মস্তকমণির সাক্ষাৎকার হয়। এইভাবে নিজের অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা যে সেবা করে সেই বিশেষ আত্মাকেই প্রকৃত সেবাধারী বলা হয়।

স্নোগান:- বিশেষত্ব অথবা গুণ দাতার দান, দাতাকে দেখ ব্যক্তিকে নয়।

সূচনা:- নভেম্বর মাসের এটা তৃতীয় রবিবার, ইউনাইটেড নেশন দ্বারা সড়ক দুর্ঘটনায় পীড়িতদের জন্য স্মৃতি দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং, সব রাজযোগী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত পরমাত্মা পিতার স্মৃতিতে থেকে নিজের মাস্টার করুণা-হৃদয় স্বরূপ দ্বারা সড়ক দুর্ঘটনায় পীড়িত আত্মাদের শান্তির সকাশ দিন, নিজের স্নেহ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছো, এই পুরোনো কলিযুগী দুনিয়ার কোনো কিছুই তোমাদের মনে আসা উচিত নয়"

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম করার বা কর্ম সংশোধন করে নেওয়ার কোন বিধি বলেছেন ?

*উত্তর:- নিজের কর্মকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য সত্য পিতার কাছে সদা সৎ হয়ে থাকো, ভুল করেও যদি কখনও কোনো বিপরীতধর্মী(উল্টো) কর্ম হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ তা বাবাকে লিখে দাও। সততার সঙ্গে বাবাকে শোনালে তখন তার প্রভাব কম হয়ে যাবে। তা নাহলে বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবার কাছে সমাচার আসলে বাবা তা সংশোধন করার জন্য শ্রীমৎ দেবেন।

ওম্ শান্তি । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে বাচ্চারা, তোমরা এখানে সকাল থেকে বসে কি করছো? তোমরা তো স্টুডেন্টই। তাহলে অবশ্যই এখানে বসে এ'টা খেয়াল করেছো যে শিববাবা আমাদের পড়াতে এসেছেন। এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমরা সূর্যবংশীয় হবো, কারণ তোমরা রাজযোগ শিখছো। বিষ্ণুপুরীর মালিক হওয়ার জন্য, এই চিন্তায় বসেছো নাকি কারোর দায়িত্ব, বাচ্চা-কাচ্চা, কাজ-কর্ম ইত্যাদির চিন্তা আসে না তো ? বুদ্ধিতে এ'কথা থাকা উচিত যে এ হলো গীতা পাঠশালা, তোমাদের ভগবান পড়ান আর আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা ওনাদের আত্মীয়-স্বজনদের মতন হবো। এ হলো রাজযোগ। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমরা বাবার থেকে সরাসরি শুনে সূর্যবংশীয় ঘরানার যোগ্য হবো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সম্মুখে রয়েছে, আমাদের রাজ্য হবে। দুনিয়াতে মানুষ জানে না যে স্বর্গ কাকে বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা বোলে যে আমরা এখন বাবার থেকে স্বর্গের স্বরাজ্য বিদ্যা শিখছি। আমরাই স্বর্গের মালিক হবো। এ'কথা ভিতরে-ভিতরে স্মরণ করা উচিত। যেমন স্কুলে স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা ব্যারিস্টার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হওয়ার জন্য পড়ছি, তোমাদের এতখানি স্মরণে থাকে তো নাকি ভুলে যাও ? তোমরা হলে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের স্টুডেন্ট। তোমাদের উচ্চ থেকেও উচ্চ দেবতায় পরিনত করার জন্য বাবা পড়াচ্ছেন, তোমরা হলে ওঁনার সন্তান। আত্মারা এই শরীরের দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ পদকে স্মরণ করে থাকে নাকি শরীরের সম্বন্ধ-সম্পর্কীয়, শরীর সম্বন্ধীয়(স্কুল) বৈভব, কাজ-কর্মকে স্মরণ করে ? এখানে যখন আসো তখন এ'কথা বোঝা উচিত যে আমাদের অসীম জগতের বাবা পড়াতে আসেন -- অসীমের মালিক করে দিতে। তারপর রাজা হও বা প্রজা। মালিক তো হও, তাই না! নতুন দুনিয়া হলোই সূর্যবংশীয়রা ঘরানা। এ তো বোঝ, তাই না যে আমরা নিজেদের রাজত্ব করবো। বাবা জানেন যে বাচ্চারা বাইরে থেকে, ঘর-বাড়ী, কৃষিকার্য করে এতখানি বাবার স্মরণে থাকতে পারে না। তাই এখানে যখন আসো তখন সবকিছু চিন্তা ত্যাগ করে এসো। তোমরা এখন সেই কলিযুগীয় দুনিয়ায় থাকোই না, এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছো। কলিযুগকে ত্যাগ করেছো, বাইরে হলো কলিযুগ। মধুবন হলো বিশেষ, এ হলো সঙ্গম সেইজন্য মধুবনের গায়ন রয়েছে। এখান এই মুরলীকেই স্মরণ করতে হবে। যা শোনো তা রিপীট করো আর বিচার সাগর মন্থন করো। যতখানি সময় পাবে চিত্রের সম্মুখে এসে বসে যাও। এ'গুলিকে দেখো আর পড়তে থাকো। ব্রাহ্মণীরা যা নিয়ে আসে, তাদের উপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। অনেক চিন্তা থাকা উচিত। যেমন শিক্ষকদের চিন্তা থাকে -- আমাদের স্কুল থেকে যদি কমসংখ্যক পাশ করে তবে মান-ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে। যদি স্কুল থেকে অনেকেই পাশ করে তবে সেই টিচারকে ভাল মনে করা হয়। ব্রাহ্মণীদের স্টুডেন্টদের উপর ধ্যান দেওয়া উচিত। এখানে তোমরা যেমন সঙ্গমে এসেছো, যেখানে বাবা সরাসরি শোনায়। এখানের প্রভাব অত্যন্ত ভালো। এখানে যদি ঘর-বাড়ী, কাজ-কর্ম স্মরণে আসে তখন বাবা বুঝে যান এ সাধারণ প্রজা হবে। এসেছিল রাজা হতে কিন্তু.... নাহলে বাচ্চাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশি হওয়া উচিত। চিত্রও তোমাদের অনেক সাহায্য করে। লোকে অষ্ট দেবতার আর গুরুদের চিত্র ঘরে রাখে, স্মরণের জন্য। কিন্তু ওদের স্মরণ করলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গে যাকিছু করে, নীচেই নেমে এসেছে। বাচ্চারা, তোমাদের উঁচুতে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ঘরে শিববাবার চিত্র রেখে দাও তাহলে প্রতিমূহূর্তে স্মরণে আসবে। কিন্তু তোমরা হনুমানকে, কৃষ্ণকে, রামকে স্মরণ করতে। এখন শিববাবা সম্মুখে বলেন যে আমায় স্মরণ করো। ত্রিমূর্তির চিত্র অত্যন্ত ভালো, এই চিত্র সদা পকেটে রেখে দাও। প্রতিমূহূর্তে দেখতে থাকো তবেই স্মরণে থাকবে। বাবা ভক্ত ছিল তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের ফটো পকেটে রেখে দিতেন। গদির তলায় একসাথে রেখে দিতেন, তাতে কিছুই প্রাপ্ত হয়নি। এখন বাবার থেকে অনেক প্রাপ্তি হচ্ছে, ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে, এতে মায়া সামনা করে। জ্ঞান যদিও অনেক শোনে এবং শোনায়, এতে তীব্রবেগে যায়, কিন্তু এমন বলে না যে ৮৪-র চক্রকে ভুলে যায়। এমনও নয় যে এখানে যারা থাকে তারা বেশি স্মরণ করে। না, এখানে থেকেও অনেকে ধুলো-ছাই অর্থাৎ

সাধারণ নিম্নমানের কথা স্মরণ করে। যে বাবার দ্বারা আমরা গৌরবর্ণ হয়ে যাই, তাঁকে জানেই না। অতিমাত্রায় মায়ার ছায়া পড়ে যায়। মূল কথা হলো স্মরণের। বাবা জানেন যে অত্যন্ত ভাল-ভাল বাচ্চারাও স্মরণে থাকে না। যোগে থাকলেই দেহ-অভিমান কম হবে, অত্যন্ত মিষ্টি-মধুর থাকবে। দেহ-অভিমান থাকলে মিষ্টি(স্বভাবের) হতে পারবে না, বিগড়ে(অসন্তোষ প্রকাশ করা) যেতে থাকে। বাবা সকলের উদ্দেশ্য বলেন না। কেউ সুপুত্রও, সুপুত্র তাদের বলা হয় যারা যোগে থাকে। তারা কখনো কোনো উল্টো-পাল্টা কথা বলবে না। মিত্র-সম্বন্ধীয় সকলকে ভুলে যাবে। আমরা নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী হয়ে এসেছিলাম, এখন অশরীরী হয়েই ঘরে যেতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে যার দ্বারা তোমরা ঘরকেও জানো, রাজধানীকেও জানো। বাচ্চারা, এও তোমরা জানো যে শিববাবা কোনো কৃষ্ণবর্ণের লিঙ্গ নয়। যেমন ওরা দেখায়, তিনি তো বিন্দু-সদৃশ। এও আমরা জানি। এখন আমরা ঘরে যাব, সেখানে আমরা অশরীরী হয়ে থাকি। এখন আমাদের অশরীরী হতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এ তো বোঝানো হয় যে আত্মা অবিনাশী। তাতে ৮৪ জন্মের পার্ট নির্ধারণ করা আছে, তা সমাপ্ত হয় না। অল্পসময়ের জন্য মুক্তিধামে গিয়ে পুনরায় ভূমিকা পালনে আসতে হবে। তোমরা অলরাউন্ড(সর্ব বিষয়ের) ভূমিকা পালন করো, এ'কথা সদা স্মরণে রাখা উচিত। এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাব। এখানে কাজ-কর্ম অর্থাৎ চাকরী-ব্যবসাকে স্মরণ করতে হবে না। এখানে তোমরা পুরোপুরি সঙ্গমে রয়েছো। এখন তোমরা নৌকায় বসে রয়েছো। কেউ যদি মাঝে নেমে পড়ে তখন ফেঁসে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এর উপরেও শাস্ত্রে একটি কাহিনী রয়েছে। এখন তোমরা জানো যে আমাদের ওই পারে যাচ্ছি, মাঝি হলেন শিববাবা। কৃষ্ণকে মাঝি বা বাগান প্রতিপালক বলা যাবে না। এ হলো শিব ভগবানুবাচ। পতিত-পাবন হলেন শিববাবা, কৃষ্ণের দিকে বুদ্ধি যেতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি তো বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে, বাবা এসে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করা থেকে মুক্ত করেন। কেবল বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমরা স্মরণ করো তবেই তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। এ'কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এখান থেকে তোমরা অত্যন্ত রিফ্রেশ হয়ে যাও। অনুভবও শোনায়, বাবা, আমরা পুনরায় তেমনই হয়ে যাই। মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিদের মুখ দেখতে থাকে, প্রলোভিত হয়ে পড়ে। বাচ্চারা, তোমরা হলে প্রিয়তমা। কাজ-কর্ম করেও প্রিয়তমকে স্মরণ করো তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। যদি এখন পুরুষার্থ না করো তবে সিঙ্গেল মুকুটও পাবে না। বাচ্চারা যখন এখানে আসে তখন সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর তো কিছু এখানে নেই। কেবল তোমাদের স্মৃতি-স্মারক দিলবাড়া মন্দির আছে, তা তোমরা দেখতে পারো। উপরে বৈকুণ্ঠ রয়েছে। তোমাদের (কল্প) বৃক্ষও ক্লিয়ার আছে। নীচে রাজযোগে বসে রয়েছো, উপরে রাজস্ব রয়েছে। হুবহু যেমন দিলওয়ারা মন্দির নির্মিত হয়েছে। তোমরা জানো যে শিববাবা পুনরায় আমাদের জ্ঞান প্রদান করে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন। এই কলিযুগের বিনাশ হতেই হবে। এই আদি দেব, আদিনাথ কে। তোমরা সকলের অক্যুপেশন জানো, তাই না! এইসময়ের চর্চা পরে ভক্তিমার্গেও চলে। উৎসব, ব্রত সবই এইসময়ের। প্রকৃত ব্রত হলো মন্বনাভব। বাকি নির্জলা থাকা, ভোজন না করা, এ'সব কোনো ব্রত নয়। দুনিয়ায় এইসময় মায়ার ফোর্স অর্থাৎ জোর রয়েছে। পূর্বে এই বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ছিল না, পরে বেরিয়েছে। ১০০ বছর হয়েছে, মানুষ এ'সবের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ হয়ে গেছে। তারা বলে -- আমাদের জন্য এ'টাই স্বর্গ। মায়ার এতো জোর যে বাবাকে একদমই স্মরণ করে না। তারা বলে তোমরা গিয়ে দেখো -- আমরা কিভাবে স্বর্গে বসে রয়েছি। এখন স্বর্গের কাছে তো এ'সব কিছুই নয়। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক। স্বর্গের একটি বস্তুও এখানে থাকতে পারে না। ওখানে সমস্ত বস্তুই সতোপ্রধান হবে। গরুও (জীবজন্তু) ফার্স্টক্লাস হবে। তোমরাও ফার্স্টক্লাস হও তাই তোমাদের আসবাবপত্র, ভোজন-পানাদি সব ফার্স্টক্লাস হয়। সূক্ষ্মলোকে ফল-ফলাদি দেখে আসো, তাই না! নামই রাখা হয় শুবিরস। দুনিয়ার লোকেদের এও জানা নেই যে স্বর্গ কোথায়? সেখানে সবকিছু সতোপ্রধান হয়। এই ধূলো-বালি (ময়লা) ইত্যাদি ওখানে পড়ে না। দুঃখের কোনো কথাই নেই। কিন্তু বাচ্চাদের এই নেশা একদমই চড়ে না যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এই পড়া পড়াচ্ছেন। চিত্র কত ক্লিয়ার। চিত্র তৈরী করতে সময় তো লাগে। বাবা সবকিছু সেবার্থে নির্মাণ করতেই থাকে। কিন্তু কেউ আবার নিজের কাজ-কর্ম(ধান্ধা) এমনভাবে আটকে থাকে যে বাবাকে স্মরণ করেই না। প্রদর্শনীর চিত্রগুলির ম্যাগাজিনও রয়েছে, তাও পড়া উচিত। গীতায় যা নিয়মাবলী আছে, কোথাও গেলেও গীতা অবশ্যই পড়বে। তোমরা এখন প্রকৃত গীতা চিত্র-সহ প্রাপ্ত করেছো। এখন ভালভাবে পরিশ্রম করা উচিত। নাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যখন সাক্ষাৎকারও হবে তখন হায়-হায় করতে হবে। পরীক্ষা সমাপ্ত হলে তখন অন্য ক্লাসে নম্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে পড়ে। এখানেও যখন সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে তখন নম্বরের অনুক্রমে রুদ্র মালায়, পরে বিজয়মালায় যাবে। স্কুলে কোনো বাচ্চা অসফল হলে তখন কত দুঃখী হয়ে পড়ে। তোমাদের হলো কল্প-কল্পান্তরের বাজী। অনেক বাচ্চারা সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন পড়ে না। ম্যাগাজিন পড়ে বাচ্চাদের সার্ভিস করা উচিত। লেখে যে বাবা অমুককে বদল করে দাও। ভালো ব্রাহ্মণী পাঠাও। কোন-কোন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে এত স্নেহ-প্রেম হয়ে যায়, ব্রাহ্মণী বদল হলে তাদেরও পতন ঘটে। সেন্টার আসাই ছেড়ে দেয়। কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ হয়ে গেলে সততার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তা বাবাকে লিখে দেওয়া

উচিত তাহলে পাপের প্রভাব কম হয়ে যাবে। নাহলে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবা সংশোধনের জন্য বলেন কিন্তু কেউ সংশোধন করেই না, তাই পাপ কর্ম করাও ত্যাগ করে না। ভাগ্যে না থাকলে তখন বাবাকে সত্য সমাচার দেয় না। বাবার কাছে রিপোর্ট এলে সংশোধন করার প্রচেষ্টা করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সম্পূর্ণরূপে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। কোনো উল্টো-পাল্টা কথা বলা উচিত নয়। অতি মিষ্টি হতে হবে। কোনো কথাতেই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

২) মুরলীকে স্মরণ করতে হবে। যা শুনেছো তার উপর বিচারসাগর মন্বন করতে হবে। মন্মনাভব-র ব্রত রাখতে হবে।

বরদানঃ:- সदा আঞ্জার তিলক ধারণ করে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তকারী আঞ্জাকারী ভব
যে বাচ্চাদের মস্তকে আঞ্জাকারীর স্মৃতির তিলক লাগানো থাকে, একটি সঙ্কল্পও যারা আদেশ বিনা করে না তারা ফার্স্ট প্রাইজ প্রাপ্ত করে। সীতার যেমন আঞ্জা ছিল গন্ডীর মধ্যে বসে থাকা, তেমনভাবেই প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে, প্রতিটি সঙ্কল্প করতে বাবার আঞ্জার গন্ডীর ভিতরে থাকো, তবেই সুরক্ষিত থাকবে। কোনো প্রকারের রাবণের সংস্কার আঘাত করবে না এবং সময়ও ব্যর্থ চলে যাবে না।

স্নোগানঃ:- যদি কারোর প্রতি মোহ থাকে, সেই মোহ পুরুষার্থে অবশ্যই অমনোযোগী করে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ড্রামাতে তোমরা হলে হিরো - হিরোইন পার্টধারী, সম্পূর্ণ কল্পে তোমাদের মতো হিরোর পার্ট আর কারোরই নেই"

*প্রশ্নঃ - মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষায় কারা পাস করতে পারে ?

*উত্তরঃ - যারা বাবাকে অনুসরণ করে বাবার সমান পবিত্র হয়, তারাই এই পরীক্ষায় পাস করতে পারে । ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই কিছু পরিশ্রম করতে হবে । এখন পরিশ্রম না করলে কল্প - কল্পান্তরও করবে না, তখন উচ্চ পদ কিভাবে পাবে ? পবিত্র হলে তখন ভালো পদ পাবে । না হলে সাজা ভোগ করতে হবে ।

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা সম্মুখে বসে কথা বলছেন । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, আমাদের সঙ্গে অসীম জগতের বাবা কথা বলছেন । যিনি সবথেকে বেশী মিষ্টি । বাবাও মিষ্টি, টিচারও মিষ্টি, কেননা দুজনের থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । গুরুর থেকে ভক্তির আশীর্বাদ পাওয়া যায় । এখানে তো একজনের সঙ্গেই তিন মিলে আছেন । খুশীও অনেক হয় । তোমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছো । তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা, যাঁকে পতিত পাবন বলা হয়, তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । ওই বীজ জড় থাকে । ইনি হলেন চৈতন্য । এনাকে সংস্কৃত - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ বলা হয়, আবার এনার আরো মহিমা আছে । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, কিন্তু তাঁর থেকে কি জ্ঞান পাওয়া যায়, এ কেউই জানে না । তোমরা জানো, যাদের বাবা এই জ্ঞান দান করছেন, তারাই ভক্তিমাগে তাঁর মন্দির, শাস্ত্র ইত্যাদি বানায় । এও তোমরা জানো যে, বরাবর প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে কল্পের এই সঙ্গম যুগ আসে । একে বলা হয় আধ্যাত্মিক অবিনাশী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এমনিতে তো উত্তম পুরুষ অনেকেই হন, কিন্তু উনি এক জন্মে উত্তম পুরুষ হন, তারপর মধ্যম - কনিষ্ঠ হয়ে যান । এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো কতো উত্তম পুরুষ । এঁরা হলেন পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম । কে তাঁদের এমন উত্তম বানিয়েছেন ? এমন গায়ন আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি উপরে থাকেন । মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন এই বিশ্ব মহারাজা - মহারাণী । উঁচুর থেকেও উঁচু এনারা ভারতে রাজত্ব করতেন । এখন এই রাজ্য তাঁরা কিভাবে পেয়েছেন ! একথা কেউই জানে না । এমন বাবা, যিনি তোমাদের এতো উচ্চ বানান, তাঁকে কতো মিষ্টি লাগা উচিত । তাঁর মত অনুযায়ী চলা চাই । এমন উচ্চ বিশ্বের মালিক যিনি বানান, সেই বাবা কিভাবে সাধারণ রীতিতে তোমাদের পড়ান । তোমরা এও জানো যে, অসীম জগতের বাবা এই ভারতেই আসেন । জীব জয়ন্তীও পালন করা হয় । তিনি এসে ভারতকে স্বর্গ বানান । তোমাদের এখন স্মৃতি ফিরে এসেছে যে, আমরা স্বর্গবাসীরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছি । আবার বাবা এখন এসেছেন আমাদের স্বর্গবাসী বানাতে । বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । সতোপ্রধান হওয়া ব্যতীত কেউই ফিরে যেতে পারবে না । না হলে সাজা ভোগ করতে হবে । সাজাও তো আত্মাই ভোগ করে, তাই না । গর্ভ জেলে শরীর ধারণ করিয়ে তারপর সাজা দেওয়া হয় । বাচ্চাদের অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয় । তারা গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকে । তারা তখন বলে - আর পাপ করবো না । বাচ্চারা, তোমরা তো গর্ভ জেলে যাবে না । ওখানে হলো গর্ভ মহল, কেননা ওখানে পাপ হয় না । এখানে রাবণ রাজ্যে পাপ হয়, তাই তো মানুষ রাম রাজ্য চায় কিন্তু তারা জানেই না যে, রাবণ রাজ্য কি জিনিস । জ্বালিয়ে দিলে তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত । আবারও জ্বালায়, কিন্তু মরেই না । তাহলে আবার এইসব করে লাভ কি ? ওরা গিয়ে লক্ষা লুণ্ঠন করে আসে । সাউথ ইন্ডিয়াতে এক বিশেষ ধরনের গাছে যখন সোনার মতো পরগাছা জন্ম হয়, তখন তাকে সোনা মনে করে নিয়ে আসে । বাস্তবে তোমরা এই সময় রাবণকে জয় করো, আর স্বর্গযুগের মালিক হও । আজমীরে বৈকুণ্ঠের মডেল বানানো আছে । তোমরা এখন জানো, বাবা এসেছেন আবার বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । আমরা হীরে - জহরতের মহলে রাজত্ব করবো ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা নির্বিকারী সতোপ্রধান হও । আত্মা সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে শান্তিধামে চলে যাবে, ওখানে দুঃখের কোনো কথা নেই । বাবা বুঝিয়েছেন, এই নাটকে তোমাদের সবথেকে বড় হিরো - হিরোইনের মুখ্য পার্ট । রাজ্য নেওয়া -- আবার হারিয়ে ফেলা - এই হলো খেলা । তোমরাই হলে হিরো - হিরোইন । হিরোর অর্থ হলো মুখ্য পার্টধারী । তোমরা স্বর্গ যুগে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে থাকো । আয়রন যুগে হলো অপবিত্র গৃহস্থ জীবন । বাবা এখন গোল্ডেন এজে নিয়ে যাবেন । ওখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ সূর্যবংশীদের রাজ্য হবে । তারাই পুনর্জন্মে চন্দ্রবংশে আসবে, বৃদ্ধি হতে থাকবে । এখন

কতো কোটি হয়ে গেছে । এখন বলছে, জন্ম কম হোক । যাদের একটা - দুটো সন্তান হবে, তারা তো বন্ধ করবেই না । তোমরা তো এখন ঘোষণা করতে পারো, এই জনসংখ্যা কমানো, এ তো বাবার উপর । বাবা জানেন, বেশী মানুষ হলেই মৃত্যু হবে । আমি এসেছি সবকিছুর অবসান করে এক ধর্মের স্থাপনা করতে । ওখানে ৯ লাখ জনসংখ্যা থাকবে । ছু মন্ত্র হলো, তাই না । কলিযুগ রূপী রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হয়ে যাবে । জন্ম - নিয়ন্ত্রণের উপর কতো খরচ করা হয় । বাবার কোনো খরচ নেই । প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে, সব শেষ হয়ে যাবে, এ ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । ওরা যে প্ল্যান বানাচ্ছে, তাও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । ইউরোপবাসী হলো যাদব, আর ভারতবাসী কৌরব আর পাণ্ডব । ওরা সব একদিকে, আর এইদিকে দুইই ভাই - ভাই । ভারতে সবাই ভাই - ভাই । ওরা এখনো আয়রন এজের ভাই - ভাই, তোমরা সব বেড়িয়ে এসেছো সঙ্গম যুগে । কৌরব আর পাণ্ডবরা একই ঘরের ছিলো । আত্মা প্রকৃতপক্ষে ভাই - ভাই । তোমাদের মতো আত্মাদের সঙ্গেই বাবা প্রথম - প্রথম মিলিত হয়েছেন । রেসে যারা প্রথমে যায় তারাই প্রাইজ নেয় । তোমাদের হলো স্মরণের দৌড় । এ কোনো শাস্ত্রে নেই । বাবা বলেন, আমার সঙ্গে যোগ রাখো । এই যোগের যাত্রা এই সময়ই হয় । এই যাত্রা আর কেউই শেখাতে পারে না । সত্যযুগে না আধ্যাত্মিক যোগ থাকে, আর না শরীরের যোগ থাকে -- ওখানে প্রয়োজনই নেই । একথা এই সময়ই তোমাদের বুদ্ধিতে বসে । ড্রামাতে এক একটি সেকেণ্ডের অভিনয় বোঝানো হয়েছে, একে স্বদর্শন চক্র বলা হয় । বাস্তবে তোমরাই এখন স্বদর্শন চক্রধারী হও । ৮৪ জন্মের আর সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান তোমাদেরই আছে । স্ব অর্থাৎ আত্মা । আত্মার এই জ্ঞান আছে যে, এখন তোমরা বাচ্চার স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো । আমি তোমাদের বলবো আধ্যাত্মিক বাচ্চা । স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । এই অক্ষরের অর্থ নতুন কেউই বুঝতে পারবে না । এই অলংকার তোমাদের দেওয়া হয় না কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ - কেউ ভাগিনী হয়ে যায় । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ৮৪ চক্রের জ্ঞান আছে । তোমরা এখন এক নম্বরে যাবে । প্রথমে ঘরে যাবে তারপর দেবতা হবে । তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হবে । এ কতো বোঝার মতো কথা । এতটুকুও যদি কেউ স্মরণ করে তাহলে আহা কি সৌভাগ্য ! অল্প কিছু সময় বাকি আছে তারপর আমরা স্বর্গে যাবো । বাকি শাস্ত্রে তো অনেক দন্ত কথা লিখে দিয়েছে । কৃষ্ণ, যে সকলের প্রিয়, তাঁর সম্বন্ধেও লিখে দিয়েছে সর্প দংশন করেছিলো, এই - ওই হয়েছিলো... । কৃষ্ণকে রাধার থেকেও প্রিয় লাগে কারণ সে মুরলী বাজিয়েছিলো । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের কথা । তোমরা এই সময় হলে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । তারপর এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে রাজ - রাজেশ্বরী হও । এই হলো এইম অবজেক্ট । তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, এখানের উদ্দেশ্য কি ? বলো, মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম । ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে শূদ্র হয়ে গেছি, এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি, এরপর দেবতা হবো আমাদের পড়ান জ্ঞানের সাগর, নাকি কৃষ্ণ ? এই রাজযোগ আর কেউই শেখাতে পারে না । তোমরা বলো -- বাবা, আমরা কল্প - কল্প এসে তোমার কাছ থেকে রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার লাভ করি । এও তোমরাই জানো । এই মহাভারী লড়াই থেকেই স্বর্গের গেট খুলবে । বাবা এসে রাজযোগ শেখান, তাই অবশ্যই স্বর্গের প্রয়োজন । নরকের সমাপ্তি হওয়া উচিত । এই মহাভারী লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে ।

(কাশি এলো) এ কার হয় ? শিব বাবার, নাকি ব্রহ্মা বাবার ? ব্রহ্মা বাবার, কারণ এ হলো কর্মভোগ । অন্ত পর্যন্ত হতে থাকবে । যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এই শরীর আর থাকবে না । ততক্ষণ কিছু না কিছু হতেই থাকবে, একে কর্মভোগ বলা হয় । সত্যযুগে কর্মভোগ থাকে না । কোনো রোগ ইত্যাদি হয় না । আমরা এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হয়ে যাই । সর্বদা হর্ষিত থাকি কেননা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তারপর অর্ধেক কল্প পরে আবার দুঃখ শুরু হয় । তাও ভক্তি যখন ব্যভিচারী হয়ে যায়, তখন দুঃখ বেশী হয়, তখন সবাই গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকে, তারপর বিনাশ হয়ে যায় । তোমরা এখন সম্মুখে বসে শুনছো তাই কতো মজা পাও । তোমরা জানো যে, ইনি হলেন আমাদের প্রকৃত বাবা, প্রকৃত টিচার, আর প্রকৃত সঙ্গুরু । এই মহিমা একই নিরাকার বাবার । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান । ওই বাবাকে স্মরণ করলে উঁচু পদ পাবে । কোনো সাধু - সন্ত - মহাত্মা তো আর তোমাদের এই আসনে বসাবেন না । কখনো পা ফেলতেও দেন না । বাবা বলেন - আমি তোমাদের অনুগত সেবক । আমার পা কোথায় ? তোমরা কার কাছে মাথা ঠুকবে ? অনেক গুরুদের কাছে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তোমাদের কপাল ঘসে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে । ভক্তিমার্গে যা হয়, তা জ্ঞানমার্গে চলতে পারে না । ভক্তিমার্গে বলে থাকে - হে রাম, বাবা বলেন, এখানে কোনো আওয়াজ করতে হবে না । নিজেকে আত্মা মনে করে গুপ্ত বাবাকে স্মরণ করতে হবে । হে শিব -- এমনও বলা উচিত নয় । তোমাদের আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে । বাচ্চাদের মনে বাবার কথা স্মরণে থাকে । আত্মা জানে যে, ইনি আমাদের বাবা । তোমাদের মনে মনে গুপ্ত স্মরণ করতে হবে, একে অজপা স্মরণ বলা হয় । তোমাদের জপ করতে হবে না । মালা ভিতরে করো বা বাইরেই করো, বিষয় একই । হাতে মালা ঘোরানো গুপ্ত কিছু নয় গুপ্ত বিষয় হলো -- নিজেকে আত্মা জ্ঞান করে বাবাকে স্মরণ করা । উনি হলেন শিব বাবা আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শৃঙ্গার করানোর জন্য তোমরা ডবল ইঞ্জিন পাও । এনার আত্মাও সুসজ্জিত হচ্ছে । তারপর সবাই বাবার ঘরে চলে যাবে । ওখান থেকে আবার শ্বশুর ঘর বিষ্ণুপুরীতে

যাবে । এ হলো অলৌকিক ডবল বাবার ঘর, আর ও হলো লৌকিক আর ওটা পারলৌকিক । এই অলৌকিক বাবাকে কেউই জানে না, তাই বলে থাকে, এই দাদাকে কেন বসানো হয়েছে । একথা কেউই জানে না যে, এই তনের মাধ্যমে পরমাত্মা পড়ান । ইনি অনেক জন্মের অন্তিমে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছেন । রাজা থেকে ভিখারী হয়েছেন । বাবা বোঝান - আমি এই শরীরে প্রবেশ করি । তবুও কারোর বুদ্ধিতে একথা বসে না । মানুষ মন্দিরে ষাঁড় রেখে দিয়েছে । এখন শঙ্কর তো হলো সূক্ষ্মবতন বাসী । সূক্ষ্ম বতনে তো ষাঁড় ইত্যাদি থাকেই না । ষাঁড় অর্থাৎ পুরুষ । ভাগীরথকে পুরুষ দেখানো হয় । মানুষ তো সম্পূর্ণ অবুঝ হয়ে পড়ে আছে । বাবা বলেন - রাবণ তোমাদের অবুঝ করে দিয়েছে । নিজেরাই বলে - রাম রাজ্য চাই । এখন রামরাজ্য তো সত্যযুগে হয় । কলিযুগে হলো রাবণ রাজ্য । রাম আর রাবণ ভারতেই হয় । শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়, রাবণ জয়ন্তী পালন করা হয় না, কারণ রাবণ হলো শত্রু । জয়ন্তী তাঁর পালন করা হয় যে সুখদান করে । এখন শিব বাবা এসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, আর রাবণকে জয় করতে শেখান । তোমরা এখন জানো যে, রাবণ কি জিনিস ! সে কখন আসে ! তোমাদের সঠিক হিসাব বলা হয় । এই কথা খুব ভালোভাবে ধারণ করো । ভুলে যেও না । তোমরা জ্ঞান সাগরের কাছে বাদল হয়ে এসেছো । তোমাদের ভরপুর বর্ষণ করতে হবে, তাই খুব ভালো ধারণার প্রয়োজন । তোমরা এখানে সম্মুখে বসে আছো । তোমাদের অনুভব হয় যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সম্মুখে, নিজের ঘরে বসে আছি । ব্রাহ্মণ কুল ভূষণরাও আছে । মাস্টা - বাবাও আছে । বাবা আমাদের টিচার রূপে পড়াচ্ছেন । সদ্ধুরূপে তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন । ওই গুরুরা সাথে করে নিয়ে যায় না । গুরুর কাজ হলো অনুসরণকারীদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া । বাস্তবে ওরা অনুসরণকারীও নয় । ওরা সল্যাসী, আর এই গৃহস্থীরা ওদের অনুসরণকারী কিভাবে হবে ! তোমরা শিব বাবাকে অনুসরণ করো, ব্রহ্মা বাবাকেও অনুসরণ করো । ইনি যেমন হন, তোমরাও তেমনই হও । আমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে বাবার কাছে চলে যাবো । বাবা বলেন - আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো । প্রকৃত অনুসরণকারী হলে তোমরাই ।

বাবা বলেন - আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য । তোমরা এখন জ্ঞান চিতায় বসো তাহলে নিয়ে যাবো । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, ওই সময় আর সব ধর্মের আত্মারা শান্তিধামে ছিলো । এই কথা খুবই সহজ । তোমরা বাবার অনুসরণকারী হও । যতো পবিত্র হবে, তত উচ্চ পদ পাবে, না হলে সাজা ভোগ করতে হবে । যেতে তো অবশ্যই হবে, ২১ জন্মের উত্তরাধিকার যখন পাওয়া যায়, কেন পরিশ্রম করবে না । এখন পরিশ্রম না করলে কল্প - কল্পান্তরও করবে না । তখন উচ্চ পদ কিভাবে পাবে । এ হলো খুব বড় অসীম জগতের ক্লাস । এখানে একটাই পরীক্ষা । মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার প্রকৃত অনুসরণকারী হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) মুখে 'হে শিব বাবা' বলবে না । আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে অন্তরে বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান:- স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি নির্দেশ পালন করে সম্পূর্ণ আঙ্গুকারী ভব
স্থূল নির্দেশ পালন করার শক্তি সেই বাচ্চাদের মধ্যে আসতে পারে, যারা সূক্ষ্ম নির্দেশ পালন করে । সূক্ষ্ম আর মুখ্য নির্দেশ হলো নিরন্তর স্মরণে থাকো আর মন - বাণী এবং কর্মে পবিত্র হও । সঙ্কল্পেও অপবিত্রতা বা অশুদ্ধতা যেন না থাকে । সঙ্কল্পেও যদি পুরানো অশুদ্ধ সংস্কার স্পর্শ করে তাহলে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব বা সম্পূর্ণ পবিত্র বলা হবে না, তাই কোনো একটি সঙ্কল্পেও যে নির্দেশের বাইরে চলবে না, তাকেই বলা হবে সম্পূর্ণ আঙ্গুকারী ।

স্লোগান:- বাবাকে জেনে মন থেকে বাবা বলা, এটাই হলো সবথেকে বড় বিশেষত্ব ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে রাজ্যের জন্য ভাগ্য তৈরী করতে এসেছো, যত স্মরণে থাকবে, ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগী হবে ততই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরী হবে"

- *প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে কোন শ্রীমৎ পালন করে ২১ জন্মের জন্য তোমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করে থাকো ?
- *উত্তরঃ - সঙ্গম যুগে বাবার শ্রীমত হলো - মিষ্টি বাচ্চারা নির্বিকারী হও। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করো। কখনও কোনো পাপ কর্ম না করলেই ২১ জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরী হবে।
- *গীতঃ- আমার ভাগ্য জাগ্রত করে এসেছি....

ওম শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই দুই লাইন গানের অর্থ যারা বুঝতে পেরেছে তারা হাত তোলো ? এটা কে বলল - ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি ? আত্মা বলেছে। সবার আত্মা বলেছে - আমি ভাগ্য তৈরি করে এসেছি, কোন সেই ভাগ্য ? যা তৈরী করে এসেছো ! নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করে এসেছি। নতুন দুনিয়া হচ্ছে স্বর্গ। এই পুরানো দুনিয়া হলো নরক। এ'সব কথা আত্মাই বলে থাকে। কথা বলার জন্য আত্মার অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন পড়ে তবেই তো কথা বলবে। জীবাত্মা বলে থাকে আমরা স্কুলে এসেছি ভাগ্য তৈরী করতে। কে পড়াচ্ছেন ? জ্ঞানের সাগর শিববাবা। মানুষকে দেবতা অথবা পতিতকে পবিত্র, নরকবাসীকে স্বর্গবাসী করে তোলেন এক বাবা। এই নরকে আগুন লাগতে চলেছে। দুনিয়াতে এমন কোনো স্কুল নেই যেখানে বাচ্চারা বলবে যে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছি অথবা এমনটাও কেউ বলবে না যে আমিই তোমাদের পিতা, টিচার এবং সঙ্গী। এই ব্রহ্মাও এ'কথা বলতে পারবে না। এক শিববাবাই বলতে পারেন - আমিই সবার পিতা, টিচার এবং সঙ্গী। তিনিই বসে পড়ান। সুতরাং বাচ্চাদের এখন ভাগ্য তৈরি করতে হবে। বাচ্চারা বলে আমরা এসেছি নতুন দুনিয়াতে রাজধানী স্থাপন করার জন্য ভাগ্য তৈরি করতে। আমরা জানি যে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য পেয়ে থাকো। তোমরা রাজত্বের জন্য ভাগ্য তৈরি করতে এসেছ। এখানে রাজযোগ শিখছে। এই গানটা তো মানুষের তৈরী করা কিন্তু এর অর্থ পরে বোঝানো হয়। যেমন বাবা সমস্ত বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদির সার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে থাকেন। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই ভক্তি। সত্যযুগে ভক্তি, মন্দির ইত্যাদি নেই। তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে এসেছ, এখন ভগবানকে পেয়েছো। সর্বপ্রথম ভারতেই এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েছে এখন পুনরায় ভাগ্য তৈরি করতে হবে। বাবা এসেছেন ভাগ্য তৈরী করতে। তিনি বাচ্চাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা পাপ আত্মা হয়ে গেছো। সর্বপ্রথম শিববাবাকে ভক্তি করা হয়, আর সেটা হলো অব্যভিচারী ভক্তি। তারপর ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। সুতরাং বাচ্চাদের সর্বপ্রথম দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে যাকে ভগবান বলা হয় তিনি স্বয়ং এসে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। ওঁনার কোনো শরীর নেই, তিনি এই শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) বসে বোঝান। যেমন তোমাদের আত্মা শরীরে এসে কথা বলে থাকে। কখনো-কখনো মানুষ শরীর ত্যাগ করার পর শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার অর্ধেক পথে নড়াচড়া করতে শুরু করে। আত্মা চলে গেলে আবার ফিরে আসে নাকি ? না, আত্মা অতি সূক্ষ্ম তাইনা ! সুতরাং কোথাও লুকিয়ে ছিল। এমনটাই বলবে যে মানুষটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং সে সম্পর্কে কেউ অবগত ছিল না। কখনো-কখনো এমন হয়। এমনকি কখনো-কখনো কেউ চিতার উপরেও জেগে ওঠে, এবং তাকে চিতা থেকে উঠিয়ে আনা হয়। তবে কি হয়েছিল ? আত্মা কোথাও লুপ্ত হয়ে ছিল তারপর নিজের জায়গায় ফিরে এলো। যখন দেহে আত্মা থাকে না, তখন এটা সম্পূর্ণ মৃতদেহ। সুতরাং আত্মাদের দেশ হলো পরমধাম। তোমরা জানো আমরা ঐ ঘরের বাসিন্দা ছিলাম। প্রথমে আমরা আত্মারা ঘর থেকে সত্যযুগে আসি। ভারতবাসী যারা দেবী-দেবতা ছিল, অবশ্যই তারা আসবে। বাস্তবে যে-যে ধর্ম স্থাপন হয়ে থাকে, তা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। বুদ্ধের ধর্ম বহাল আছে, ক্রাইস্টের ধর্মও বহাল আছে। শুধুমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মের যারা রাজত্ব করত তাদের নামই লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কেউ নেই যে নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলে থাকে।

বাবা বোঝান ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গেছে যে, আমাদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মহারাজা-মহারানীর রাজত্ব ছিল। তাদের বলা হয় ভগবতী লক্ষ্মী আর ভগবান নারায়ণ। বাস্তবে ভগবান একজনই, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগর একজনই শিববাবা। তিনিই বসে তোমরা বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করছো, এই নলেজ সত্যযুগে ভুলে

যাবে। এখন তোমরা প্রত্যেকেই বুঝেছ আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের রেকর্ড সঞ্চিত হয়ে আছে। আত্মা এখন ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন করছে। তারপর সত্যযুগে গিয়ে নিজেদের রাজ্য ভোগ করবে। তোমরা বলবে আমরা ৮৪ চক্র ঘুরে এসেছি। এখন বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বাদশাহী নিষিদ্ধ। প্রত্যেকেই এই দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে, কিন্তু নিজ-নিজ পুরুষার্থ অনুযায়ী।

এর মধ্যে কোনো ভাগাভাগি করা যায় না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভাগ বাটোয়ারা চলে তাইনা। অসীম জগতের পিতা বলেন আমি বৈকুন্ঠ স্থাপন করে থাকি। সেখানে উচ্চ পদ পাওয়া, তোমাদের পুরুষার্থের আধারেই হয়ে থাকে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। পবিত্র হবে। সোনাকেও ভাঙিতে (অগ্নি) দেওয়া হয়, তাইনা। তার থেকে সমস্ত খাদ বেরিয়ে গিয়ে খাঁটি সোনার ডেলা বেরিয়ে আসে। এই আত্মাও খাঁটি সোনা ছিল, এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছে। প্রথমে গোল্ডেন এজ (স্বর্ণযুগ) তারপর আত্মার মধ্যে রূপের খাদ পড়ে। এরপর আত্মা অপবিত্র হতে থাকে এবং ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। বাড়িও প্রথমে নতুন থাকে তারপর ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে যায়। ১০০ বছর পরে বলা হবে বাড়িটা পুরানো হয়ে গেছে। ঠিক তেমনই দুনিয়াও নতুন আর পুরানো হয়। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে নতুন ছিল, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল - সেটা কোথায় গেল ? ৮৪ জন্ম নিতে নিতে পুরানো হয়ে গেছে। আত্মা ময়লা হয়ে গেছে, সুতরাং শরীরও ময়লা হয়ে গেছে। সুন্দর থেকে কুৎসিত হয়ে গেছে। কৃষ্ণকেও সুন্দর আর শ্যাম বর্ণের দেখানো হয়, তাইনা ! পা নরকের দিকে, আর মুখ স্বর্গের দিকে দেখানো উচিত। তোমরাও সেই কুলের। তোমাদের পা'ও নরকের দিকে আর মুখ স্বর্গের দিকে আছে। এখন তোমরা প্রথমে নির্বাণধামে যাবে তারপর স্বর্গে আসবে। কলিযুগে আগুন লেগে যাবে। মুখলধারে বৃষ্টি, আগুন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে। পতিত আত্মারা হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। অল্প সংখ্যক আত্মারা থাকবে। পবিত্র আত্মারা আসতে থাকবে। এখন তো সব কাঁটায় ভর্তি। কাম বাসনা পরিপূর্ণ করা এটাও কাঁটাতে বিদ্ধ হওয়া। বাবা বলছেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবো, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা যখন পবিত্র ছিলে তোমাদের গৃহস্থ জীবনও পবিত্র ছিল। এখন তোমরা পতিত হয়ে গেছো সুতরাং গৃহস্থ জীবনও অপবিত্র, বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। সত্যযুগে কাজকারবার, ব্যবহারেও সত্যতা থাকে। ওখানে মিথ্যা বলার প্রয়োজন পড়ে না, মিথ্যা তখনই বলার প্রয়োজন পড়ে যখন অধিক পয়সা উপার্জন করার লালসা বৃদ্ধি পায়। ওখানে অধিক পয়সা উপার্জন হয়। সবজি ইত্যাদি ফসলের কোনও মূল্য হয়না। ওখানে কোনো গরিব নেই, যে ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে সে মহারাজা হবে। হীরা-জহরতের মহল পাবে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করলে প্রজাতে চলে যাবে। রাজা-রানী তারপর প্রিন্স-প্রিন্সেস এদের সম্পূর্ণ বংশধর হয়, তাইনা। প্রজাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে বিত্তবান আর গরিব প্রজা হয়। ওখানে সবাই পবিত্র। রাজা-রানী, উজিরও এক। ওখানে উজিরের (পরামর্শদাতা) হয়না। রাজ্য চালানোর জন্য রাজার মধ্যে শক্তি (বুদ্ধিমত্তা) থাকে। সুতরাং বাবা যেমন ভাবে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদেরও সেইভাবে বোঝানো উচিত। আমরা ভারতবাসীরা দেবী-দেবতা ছিলাম। সত্যযুগে আমাদের রাজ্য ছিল। গৃহস্থ জীবনেও আমরা পবিত্র ছিলাম, স্বর্গবাসী ছিলাম তারপর পতিত হতে-হতে নরকবাসী হয়ে গেছি এখন আবার স্বর্গবাসী হতে চলেছি। এই খেলা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এক জন্মেই স্বর্গবাসী হতে পারবে তারপর নরকবাসী হওয়ার জন্য ৮৪ জন্ম নিতে হবে। সিঁড়ির চিত্রে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা স্বর্গে গিয়ে রাজত্ব করব। এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। বাবাই প্রকৃত অর্থে নর থেকে নারায়ণ করে তোলেন। ওরা (ভক্তি মার্গে) যারা সত্য নারায়ণের কথা শুনিতে থাকে তারা কখনো নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠে না। সুতরাং সে'সব কথা মিথ্যা হয়ে গেল তাইনা। এখানে তোমরা বসেছো নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার জন্য, ওরা তো এমন বলবেই না যে পবিত্র হও, মামেকম্ স্মরণ করো। সত্য-নারায়ণের কথা পূর্ণিমার দিন শুনিতে থাকে। এই সময়কেই পূর্ণিমা বলা হয় ১৬ কলা সম্পূর্ণ চাঁদকে। যখন শেষে, চাঁদের শেষ অংশটুকু থাকে, তখন তাকে অমাবস্যা বলে। অমাবস্যা অর্থাৎ অন্ধকার রাত। সত্যযুগ ত্রেতাকে দিন, দ্বাপর কলিযুগকে রাত বলা হয়। এইসব পয়েন্টস বুঝতে হবে। এসবই শিববাবা বসে পড়ান। তিনি বাবা, টিচার এবং সঙ্গী। ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে আত্মাদের পড়ান।

বাবা বলেন যেমন এনার আত্মা ক্রকুটির মাঝখানে বসে আছে, আমিও এসে এখানেই বসি। তোমাদের এখানে বসে বোঝাই। তোমরা প্রথমে পবিত্র ছিলে তারপর পতিত হয়ে গেছো। এখন আমাকে স্মরণ করো, পবিত্রতা ছাড়া ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। পবিত্র হলে তবেই উড়তে পারবে। সবাই আহ্বান করে বলে থাকে হে পতিত-পাবন এসো, পবিত্র করে তোলো, তবেই আমরা উড়তে পারবো। নিজের ঘর মুক্তিধামে যাব। ওটাই হলো আমরা আত্মাদের ঘর। পতিত পরমধাম ঘরে যেতে পারে না। যে যথার্থ রীতিতে শিক্ষাকে ধারণ করতে পারবে সে-ই শীঘ্র স্বর্গে যেতে পারবে, নয়তো দেবী করে আসবে। নতুন বাড়িতেই তো আসা উচিত তাই না ! নতুন বাড়িতে কত মজা না ! সর্বপ্রথম সত্যযুগে আসা উচিত।

মাম্মা, বাবা সত্যযুগে আসবেন, আমরা কেন দেরী করে যাব ! তোমরাও ব্রহ্মাকে ফলো করো। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কোনো বিষয়ে অসুবিধা হলে শিববাবাকে জিজ্ঞাসা করো। শ্রীমতের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো পাঁচ বিকার রূপী রাবণের মতে চলে আসছে। প্রথম হলো দেহ-অভিমান। এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহী-অভিমानी হতে হবে। আমি আত্মা পরমধাম নিবাসী, যাকে শান্তিধাম বলা হয়। এমন সব বিষয় দ্বিতীয় কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবাই বুঝিয়ে থাকেন, তোমাদের আত্মা এই অরগ্যান্স দ্বারা শোনে।

সত্যযুগে কখনও শরীর খারাপ(অসুস্থ) হয়না। এখানে তো বসে-বসেই অকালে মৃত্যু হয়। সত্যযুগে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনা, তাকে বলাই হয়ে থাকে হেভেন, স্বর্গ, প্যারাডাইস। আমরাই চক্রাকারে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ করেছি, তারপর বাবা এসে পুনরায় বাচ্চাদের স্বর্গের জন্য যোগ্য করে তোলেন। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য যোগ্য হচ্ছে। এখন তো হল নরক। এখন তোমরা এসেছো নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার ভাগ্য তৈরী করতে। বলে থাকো আমরা শিববাবার কাছে এসেছি ভাগ্য তৈরী করতে। কল্পে-কল্পে প্রতি ৫ হাজার পর আমরা ভাগ্য করে থাকি। আমরা স্বর্গবাসী হই তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হলে আমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এখন সবাই বিকারগ্রস্ত পতিত হয়ে গেছে তখনই তুমি এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করে থাকো। নতুন দুনিয়াতে শুধুমাত্র বাচ্চারা তোমরাই থাকবে। বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। উপরে আত্মাদের ঝাড় থাকে। তারপর নিজ-নিজ সময় অনুযায়ী নীচে নামবে। যখন আমাদের রাজ্য হবে তখন ওখানে অন্যান্য ধর্ম থাকবে না। তারপর দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হবে। এসব বিষয় যথার্থ রীতিতে ধারণ করতে হবে। এখানেই নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে হবে। নরকবাসী মানুষদের অসুর এবং স্বর্গবাসী মানুষদের দেবতা বলা হয়। এখন সবাই আসুরি স্বভাবের হয়ে গেছে। এখন বাবা বসে পুরুষার্থ করচ্ছেন। বাবা বলেন পবিত্র হও। প্রতিটি বিষয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। কেউ জিজ্ঞাসা করে বাবা কাজকারবার করতে গিয়ে মিথ্যা বলতে হয়, বাবা বলেন মিথ্যা বললে সামান্য পাপ তো হবে। তারপর বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে পাপ কেটে যাবে। আজকাল দুনিয়াতে সবাই পাপ কর্ম করে চলেছে। কত ঘুষ খেয়ে থাকে। এখানে প্রদর্শনী চিত্র ম্যাপের দ্বারা করা হয়, এমন মানচিত্র অন্য কোথাও হয়না। এই ম্যাপ যদি কেউ কপি করে তৈরিও করে থাকে, কিন্তু এর অর্থ কিছুই বুঝবে না। প্রদর্শনী বা মেলাতে অনেক মানুষ আসে। ওদের বলা হয় যদি ৭ দিন বোঝার জন্য রোজ আসো তবে তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য যোগ্য হয় উঠবে। এখন তোমরা নরকবাসী, সিঁড়ির চিত্র দেখো কত পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখানে পতিত দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়া উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে বাবা আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার যোগ্য অবশ্যই হব। এখন তোমরা তৈরী হচ্ছে শিবালয়ে যাওয়ার জন্য, সেইজন্যই কখনোই বিকারে যেওনা। মায়ার তুফান প্রবল ভাবে আসবে কিন্তু পতিত হওয়া চলবে না। পতিত হলে বড় ভুল করা হবে তারপর ধর্মরাজের অধিক দন্ড ভোগ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য যা কিছু আসুরিক স্বভাব আছে, মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, তাকে ত্যাগ করতে হবে। দৈবী স্বভাব ধারণ করতে হবে।

২) ঘরে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মায়ার তুফান আসলেও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম হওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:-

প্রকৃত সত্যের আধারে সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক এর সঙ্গে যুক্ত হতে সমর্থ সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ভব সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বস্ত তাকেই বলা যায় যার সঙ্কল্প বা স্বপ্নে বাবা এবং বাবার কর্তব্য, বাবার মহিমা, বাবার জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই আর দৃশ্যমান হবে না। একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়....বুদ্ধির একাগ্রতা (লগন) সবসময় একজনের সাথে যুক্ত হয়ে থাকলে অনেক সঙ্গের রঙ লাগতে পারে না। সেইজন্যই প্রথম প্রতিজ্ঞা হলো সব সঙ্গ ত্যাগ করে একই সঙ্গের সাথে যোগযুক্ত হয়ে থাকা - এই প্রতিজ্ঞাকে পালন করা অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বস্ত হওয়া।

স্লাগনাম:- সত্যতার স্ব-স্থিতি পরিস্থিতিতেও সম্পূর্ণ বানিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের ভাগ্যকে উঁচু বানানোর জন্য আধ্যাত্মিক সেবার শখ রাখো, সবাইকে জ্ঞান ধনের দান করতে থাকো"

*প্রশ্ন:- আত্মিক পিতা এমন কোন্ শ্রীমৎ দেন যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ দেয়নি ?

*উত্তর:- হে আত্মিক বাচ্চারা, তোমরা আধ্যাত্মিক সেবায় দধীচি ঋষির মতো অস্থি প্রদান করো। বাবার থেকে যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করেছে, তা দান করতে থাকো। এটাই হলো প্রকৃত সেবা। এইরকম সেবা করার নির্দেশ কোনো মানুষ দিতে পারে না। যারা আধ্যাত্মিক সেবা করবে, খুশিতে নাচতে থাকবে। তাদের ভাগ্য উন্নীত হতে থাকবে।

*গীত:- এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের দু'কলি শুনলো। ওরা তো গান বানিয়েছে। যেমন কারো বিয়ে হলে এটা তো নিশ্চিত যে, স্ত্রী-পুরুষ কখনো একে অপরকে ছেড়ে যাবে না। খুব কমই এরকম হয় যে, নিজেদের মধ্যে মিল না হলে একে অপরকে ছেড়ে চলে যায়। তোমরা বাচ্চারা এখানে কার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করো ? ঈশ্বরের সঙ্গে, যাঁর সাথে বাচ্চারা তোমাদের অর্থাৎ সজনীদের বিয়ে হয়েছে। এমনকি যিনি বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকেও ছেড়ে দেয়। এখানে তোমরা বাচ্চারা বসে আছো। তোমরা জানো, এখন অসীমের (বেহদের) বাপদাদা আসছেন। এখানে তোমাদের যেরকম অবস্থা থাকে, সেন্টারে এরকম হতে পারে না। এখানে তোমরা মনে করো, বাপদাদা আসছেন। সেন্টারে মনে করো, বাবার শোনানো মুরলী আসছে। এখানে আর ওখানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, কারণ এখানে অসীমের বাপদাদার সম্মুখে তোমরা বসে আছো। ওখানে তোমরা সম্মুখে থাকো না। তোমরা সম্মুখে এসে মুরলী শুনতে চাও। এখানে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে, বাবা আসছেন। যেরকম অন্যান্য সংসঙ্গে হয়, ওখানে মনে করে অমুক স্বামীজি আসবেন। কিন্তু এমন ভাবনাও সবার একরকম থাকে না। কারও সম্বন্ধ স্মরণে আসে। বুদ্ধি এক গুরুত্ব সঙ্গেও স্থির থাকে না। খুব কমই কেউ থাকে, যারা গুরুত্ব স্মরণে বসে থাকে। এখানেও তাই। এমন নয় যে, সবাই শিববাবার স্মরণে আছে। বুদ্ধি ছুটতে থাকে। আত্মীয় পরিজন স্মরণে আসে। সর্বদা একমাত্র শিববাবার সম্মুখে থাকা তো অনেক সৌভাগ্য। খুব কমই কেউ স্থায়ীভাবে স্মরণে থাকে। এখানে শিববাবার সম্মুখে থাকলে তো অনেক খুশি থাকা উচিত। অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। এটা এই সময়েরই গায়ন রয়েছে। এখানে তোমরা বাবার স্মরণে বসে আছো। তোমরা জানো এখন আমরা ঈশ্বরের হয়েছি, এরপর দেবী কোলে যাবো। যদিও কারো বুদ্ধিতে সার্ভিসের ভাবনা চলতে থাকে। এই চিত্রে কারেকশন করে, এইভাবে লেখো। যদি ভালো বাচ্চা হয় তাহলে বুঝবে যে, এখন বাবার থেকেই শুনবো, অন্য কোনো সংকল্প আসতে দেবে না। বাবা জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি ভরপুর করতে এসেছেন। সুতরাং বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে। ক্রম অনুসারেই তো ধারণ করে। কেউ ভালোভাবে ধারণ করে, কেউ কম ধারণ করে। বুদ্ধির যোগ অন্যদিকে ছুটতে থাকলে ধারণা হবে না। কাঁচা থেকে যাবে। এক-দু বার মুরলী শুনলে যদি ধারণা না হয় তাহলে অভ্যাস দৃঢ় হয়ে যাবে। তারপর যতবারই শুনতে থাকো, ধারণা হবে না। কাউকে শোনাতে পারবে না। যার ধারণা হবে সার্ভিসের শখ থাকবে, প্রচুর উৎসাহ হবে এই ধন দান করার জন্য। কারণ এই ধন এক বাবা ব্যতীত আর কারও কাছে নেই। বাবা এটাও জানেন, সবার ধারণা হতে পারে না। সবাই একই উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারে না, এইজন্য বুদ্ধি অন্যদিকে ছুটতে থাকে। ভবিষ্যৎ ভাগ্য ততটা উন্নত হতে পারে না। কেউ কেউ স্থূল সেবায় নিজের অস্থি প্রদান করে, সবাইকে খুশি করে। যেমন ভোজন রান্না করা, খাবার পরিবেশন এটাও তো সাবজেক্ট তাই না ! যাদের সার্ভিসের শখ থাকবে তারা মুখে কিছু না বলে থাকতে পারবে না। বাবা দেখেনও যে, কোনো দেহ-অভিমান নেই তো। বড়দের রিগার্ড রাখে কিনা। বড় মহারথীদের রিগার্ড তো রাখতে হয়। হ্যাঁ, ছোট কেউও অনেক হুঁশিয়ার হয়ে যায়, তাই হতে পারে বড়দের তার রিগার্ড রাখতে হয় কারণ তার বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি ধারণ করতে পারে। সার্ভিসের উৎসাহ দেখে বাবা তো খুশি হবেন তাই না, এ ভালো সার্ভিস করবে। সারাদিন প্রদর্শনীতে বোঝানোরও প্র্যাক্টিস করা উচিত। অনেক প্রজাও তৈরি হবে তাই না ! লক্ষ প্রজা দরকার। আর তো কোনো উপায় নেই। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, রাজা-রানী, প্রজা সবকিছু এখানেই তৈরি হবে। প্রচুর সার্ভিস করা উচিত ! বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে, এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। ঘর-পরিবারে থাকলে প্রত্যেকের অবস্থা এক একরকম থাকে, তাই না ! ঘর-পরিবার তো পরিত্যাগ করতে হবে না। বাবা বলেন ঘর গৃহস্থে থাকো, কিন্তু বুদ্ধিতে নিশ্চয় থাকা উচিত যে এই পুরানো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আমাদের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। এটাও জানো, কল্প পূর্বে যারা এই জ্ঞান গ্রহণ

করেছিল, তারাই আবার গ্রহণ করবে। প্রতিটি সেকেন্ড হুবহু রিপিট হচ্ছে। আত্মার মধ্যে জ্ঞান রয়েছে না ! বাবারও জ্ঞান রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার মতো হতে হবে, পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। সমস্ত পয়েন্ট একসঙ্গে বোঝানো হয় না। দৃঢ় লক্ষ্য রাখতে হবে। বিনাশও সামনে রয়েছে। এটা সেই একই বিনাশ। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগে কোনো যুদ্ধ ইত্যাদি হয় না। পরে যখন অনেক ধর্ম হয়ে যায়, লঙ্কর ইত্যাদি বৃদ্ধি হয় তখন যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে আত্মারা সত্যোপদান অবস্থায় নেমে আসে, তারপর সত্য, রজো, তমো-তে আসে। এ'সব বুদ্ধিতে রাখতে হবে। কীভাবে রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে ? এখানে বসে আছো, তাই এ'সব বুদ্ধিতে রাখতে হবে। শিববাবা এসে আমাদের খাজানা দেন, যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। ভালো-ভালো বাচ্চারা নোট নেয়, নোট নেওয়া ভালো, তাহলে বুদ্ধিতে টপিক আসবে। আজ এই টপিকের ওপর বোঝাবো। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত খাজানা দিয়েছিলাম। সত্য-ত্রেতাযুগে তোমাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল, তারপর বাম মার্গে যাওয়ার পর কমতে থাকলো। খুশিও কম হতে থাকলো। কিছু না কিছু বিকর্ম করতে শুরু করে। নামতে নামতে কলা (ডিগ্রী) কম হতে থাকে। সত্যোপদান পর্যায়ে সত্য, রজো, তমো-র স্টেজ হয় না ! সত্য থেকে রজো-তে আসো, এমন নয় যে হঠাৎ করে এসে যাও। তমোপ্রদান পর্যায়েও ধীরে ধীরে নামতে থাকো, এর মধ্যেও সত্য, রজো, তমো-র স্টেজ আছে। হঠাৎ করে তমোপ্রদান হবে না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকো। কলা কম হতে থাকে। এখন লক্ষ্য দিতে হবে। তমোপ্রদান থেকে সত্যোপদান হতে হবে, এর জন্য অল্প সময় বাকি রয়েছে। গায়নও রয়েছে 'চড়তে পারলে বৈকুণ্ঠ রসের স্বাদ পাবে আর পড়ে গেলেই চুরচুর'। কামের চড় লাগলে একেবারে চুরচুর হয়ে যায়। হাড়গোড় ভেঙে যায়, যেমন কোনো মানুষ নিজের জীবন হত্যা করে। আত্মহত্যা নয়, জীবন হত্যা বলা হয়। তেমনি এটাও আত্মার হত্যা হয়ে যায়। জন্মানো উপার্জন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে কারণ বাবার থেকে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। নিজেকে প্রশ্ন করো যে, আমি বাবাকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য কত উপার্জন জমা করেছি ? কতজন অন্ধের লাঠি হয়েছি ? ঘরে-ঘরে বার্তা দিতে হবে যে, এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সিঁড়ির চিত্রে দেখানো হয়েছে, এটা সৃষ্টি করতে পরিশ্রম লাগে। সারাদিন ভাবনা চলতে থাকে যে, খুব সহজে কীভাবে তৈরি করা যায় যাতে যে কেউ বুঝে যায়। সারা দুনিয়া তো আর আসবে না। দেবী-দেবতা ধর্মের যারা, তারাই আসবে। তোমাদের সার্ভিস তো প্রচুর চলবে। তোমরা জানো, আমাদের ক্লাস কতক্ষণ চলবে ! ওরা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর মনে করে। তাই তারা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাতে থাকে। ওরা মনে করে যখন অন্তিম সময় আসবে তখন সকলের সদগতি দাতা আসবেন। তারপর আমাদের যারা শিষ্য রয়েছে তাদেরও গতি হয়ে যাবে। তারপর আমরাও গিয়ে জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে যাবো, কিন্তু এরকম তো নয়। তোমরা জানো, আমরা অমর বাবার দ্বারা সত্যিকারের অমরকথা শুনছি। সুতরাং অমর বাবা যা বলেন তা পালন করাও উচিত। তিনি কেবল বলেন, আমাকে স্মরণ করো এবং পবিত্র হও। নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে, পদও অনেক কম প্রাপ্ত হবে। সার্ভিসে পরিশ্রম করতে হবে। যেমন দধীচি ঋষির উদাহরণ রয়েছে, সেবায় অস্থিও প্রদান করেছিলেন। নিজের শরীরের কথাও না খেয়াল করে সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে, একেই বলা হয় সেবাতে অস্থি বিসর্জন। এক হলো শরীরের অস্থি সেবা, আর এক হলো আত্মিক অস্থি সেবা। যারা আত্মিক সেবা করে, তারা কেবল আত্মিক নলেজ শোনাতে থাকবে। তারা জ্ঞান ধনের দান করে খুশিতে নাচতে থাকবে। দুনিয়াতে লোকেরা যে সার্ভিস করে তা হলো শারীরিক সেবা। তারা বসে শাস্ত্র শোনায়, এটা কোনও আত্মিক সেবা নয়। আত্মিক সেবা একমাত্র বাবা-ই শেখান। আধ্যাত্মিক পিতা-ই এসে আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়ান। তোমরা এখন প্রস্তুতি করছো - নতুন দুনিয়া সত্যযুগে যাওয়ার জন্য। ওখানে তোমাদের কোনো বিকর্ম হয় না। ওটা হলো রামরাজ্য। ওখানে মাত্র কিছুজন থাকে, সেই কিছুজনই এসে অধ্যয়ন করবে। এখন রাবণের রাজ্যে সবাই তো দুঃখী, তাই না ! এই সমস্ত নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। এই সিঁড়ির চিত্রেই সমস্ত নলেজ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই চিত্র তৈরির জন্য যন্ত্রপাতি দরকার। গভর্নমেন্টের প্রতিদিন কত সংবাদপত্র ছাপা হয়। কত কারবার চলতে থাকে। এখানে তো সবকিছু হাত দিয়ে করতে হবে। বাবা বলেন - এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এই নলেজ কারও কাছে নেই। কেউ বলে, এই সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সমাচার কোথায় ? এটাও এই গোলার (সৃষ্টিচক্র) চিত্রে রয়েছে। ওরা তো নতুন দুনিয়ায় আসে না। ওরা শাস্তি প্রাপ্ত করে। ভারতবাসীরাই স্বর্গে ছিল তাই না ! ভারতেই বাবা রাজযোগ শেখাতে আসেন, এইজন্য সবাই ভারতের প্রাচীন রাজযোগ পছন্দ করে। এই চিত্রের দ্বারা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে, বরাবর নতুন দুনিয়াতে কেবল ভারতই ছিল। তারা নিজেদের ধর্মকেও বুঝতে পারবে। যেমন ক্রাইস্টও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। এই সময়ে তিনিও ভিক্ষুক রূপে আছেন, সকলেই তমোপ্রদান। রচয়িতা এবং রচনার এই নলেজ কত বিশাল ! তোমরা বলতে পারো যে, আমাদের কারও টাকাপয়সার প্রয়োজন নেই। টাকাপয়সা আমরা কী করব ! তোমরা এটা শোনো এবং অন্যদের শোনানোর জন্য চিত্র ইত্যাদি ছাপাও। এই চিত্র দেখিয়েই কাজ করতে হবে। এমন পরিবেশ তৈরি করো যেখানে এই জ্ঞান শোনানো যেতে পারে। এছাড়া আমরা টাকাপয়সা নিয়ে কী করব। তোমাদেরই ঘরের কল্যাণ হবে। তোমরা কেবল ব্যবস্থা করো, অনেকে এসে

শুনবে। রচনা এবং রচয়িতার নলেজ তো অনেক ভালো। এটা তো মানুষকেই বুঝতে হবে, বিদেশের লোকেরা এই নলেজ শুনে খুব পছন্দ করবে, অনেক খুশি হবে। ওরা বুঝবে, আমরাও বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তারা বুঝতে পারবে, এই নলেজ গড ফাদার ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। তারা বলে যে, খোদা বহিস্ত (স্বর্গ) স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কীভাবে আসেন, এটা কেউ জানে না। তোমাদের কথা শুনে অনেকে খুশি হবে। তারপর পুরুষার্থ করে যোগ শিখবে। তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্যও পুরুষার্থ করবে। সার্ভিসের জন্য তো অনেক ধারণা করা উচিত। ভারতে দক্ষতা দেখালে তবেই বাইরে পাঠাবেন। মানুষ জানতে পারবে, নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হতে কি আর বেশি সময় লাগে ! কোথাও ভূমিকম্প ইত্যাদি হলে দু-তিন বছরের মধ্যে নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়ে যায়। যত বেশি কারিগর থাকবে তত তাড়াতাড়ি বিল্ডিং তৈরি হয়ে যাবে। এক মাসের মধ্যেও বিল্ডিং তৈরি হতে পারে। কারিগর, উপাদান ইত্যাদি প্রস্তুত থাকলে তৈরি হতে কি আর সময় লাগে ! বিদেশে কীভাবে বিল্ডিং তৈরি হয় - মিনিট মোটর। সুতরাং স্বর্গে কত তাড়াতাড়ি তৈরি হবে। তোমরা অনেক সোনা, রূপো প্রাপ্ত করবে। তারা খনি থেকে সোনা, রূপো, হিরে ইত্যাদি নিয়ে আসে। তারা এখন সেই সমস্ত দক্ষতা শিখছে। সায়েন্সের এখন অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এই সায়েন্স ওখানেও কাজে লাগবে। এখানে যারা শিখছে, তারা অন্য জন্ম নিয়ে ওখানে এই কাজ করবে। ওই সময়ে তো সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া হয়ে যায়, রাবণ রাজ্যই সমাপ্ত হয়ে যায়। ৫ তন্ত্রও নিয়ম মতো সেবায় নিয়োজিত থাকে। এটা স্বর্গ হয়ে যায়। ওখানে কোনও দুর্যোগ হয় না। রাবণ রাজ্যই নেই, ওখানে সবাই সতোপ্রধান। সবথেকে ভালো কথা হচ্ছে বাবার প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবা যে সম্পদ দান করেন, তা ধারণ করে অন্যদেরও দান করতে হবে। যত দান করবে তত একত্রিত হবে। সার্ভিস না করলে ধারণা কী করে হবে। বুদ্ধি সার্ভিসের প্রতি থাকা উচিত। এই সেবা তো অনেক প্রকারের হতে পারে। কেউ না কেউ করবে। দিনে-দিনে উন্নতি করতে হবে। তোমাদের নিজেরও উন্নতি করতে হবে।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি রিগার্ড রাখা উচিত। সার্ভিসের প্রচুর শখ থাকা উচিত। জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজের ঝুলি ভরপুর করে অন্যদেরও দান করতে হবে।

২) কেবল বাবার থেকেই শোনার সংকল্প রাখা উচিত। অন্য চিন্তাভাবনায় বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- ঈশ্বরীয় অথারিটির দ্বারা সংকল্প এবং বুদ্ধিকে অর্ডার অনুসারে ব্যবহার করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব যেমন শারীরিক হাত-পা একদম সহজ রীতিতে যেখানে চাও ব্যবহার করো অথবা কর্মে ব্যবহার করো, তেমনই সংকল্প এবং বুদ্ধিকে যেখানে যুক্ত করতে চাও, যুক্ত করতে পারবে - এ'কেই বলা হয় ঈশ্বরীয় অথারিটি। যেরকম শব্দের মধ্যে আসা খুব সহজ, সেরকম শব্দের বাইরে যাওয়াও এ'রকম সহজ হতে হবে, এই অভ্যাসের দ্বারাই সাফাৎকার করতে সক্ষম হবে। সুতরাং এখন এই অভ্যাসকে সহজ এবং নিরন্তর করো তবেই বলা হবে মাস্টার সর্বশক্তিমান।

স্লোগানঃ:- স্ব-স্থিতি যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে পরিস্থিতি তার সামনে কিছুই নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে রাজযোগী ভেবে বিকারী সম্বন্ধ গুলি থেকে আসক্তি দূর করে দাও, শুধু কর্মের হিসেব পূর্ণ করার জন্য সঙ্গে থাকো”

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা দেহ-ভাব বিস্মৃত করেছো, তার স্মরণিকা শাস্ত্রে কোন্ রূপে দেখানো হয়েছে ?

*উত্তরঃ - দেখানো হয়েছে পাণ্ডব পাহাড়ে গলে গেছে। কিন্তু তাদের কি প্রয়োজন ছিল বরফে গিয়ে শরীর ত্যাগ করার। স্বাভাবিক নিয়মে হিমালয় পর্বতে কেউ শরীর ত্যাগ করতে যায় না। তোমরা যোগবলের দ্বারা শরীর ত্যাগ করো। দেহ-ভাবের অনুভূতি ভুলে অশরীরী হওয়ার প্র্যাক্টিস কর।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা (রুহানী পিতা) আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান। তিনি তো রোজই বোঝান, তবুও অনেক কথা ভুলে যাও। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা রাখতে হবে যে এই যুগটি হল সঙ্গম যুগ। আমরা সঙ্গমযুগে আছি। বাবা আসেনও সঙ্গম যুগে। কলিযুগের অন্তিম সময় এবং সত্যযুগের আদি সময়ের সঙ্গম গায়ন আছে। এই সময় আহবানও করা হয়। পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগের অন্তিম সময়কে, তাই অন্য কোনো সময়ে আহবান করা হয় না। বাবা আসবেনও না। যখন কলিযুগের অন্তিম সময় হয় তখনই আমাকে ডাকে - বাবা আমরা পতিত, আমাদের পবিত্র করতে এসো। কলিযুগের অন্তিম কাল এবং সত্যযুগের আদিকালে এসো। আহ্বান তো করে কিন্তু তারা জানেনা যে কল্পের আয়ু কত। তারা ভাবে ভক্তি করে, ধাক্কা খেয়ে শেষমেশ ভগবান নিশ্চয়ই মিলবেন। কল্পের অন্ত কবে হবে, তা কেউ জানেনা। স্মরণ তখনই করে যখন কলিযুগের অন্তিম সময় হয়। সত্য যুগ ত্রেতায় তো থাকেই সুখ, দ্বাপরেও এত দুঃখ থাকে না। কলিযুগের মানুষ যখন অনেক দুঃখী হয় তখন বাবাকে আহবান করা আরম্ভ করে। তমোপ্রধান অর্থাৎ দুঃখী, তখনই ডাকবে তাইনা। হে দুঃখ হরণ কারী সুখ প্রদানকারী এসো। দুঃখের বন্ধন তো অনেক। দুঃখের সময়েই ভগবানকে ডাকে, আহবান করে যে, এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। যখন কোনো পথ খুঁজে পায় না তখন উচ্চ স্বরে ডাকতে থাকে। কিন্তু তবুও প্রাপ্তি হয় না। যেমন গোলক ধাঁধা হয়, যেদিকে যাও পথ মেলে না। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন চিৎকার করে। ঠিক সেইরকম এখানেও যখন মানুষ অনেক দুঃখী হয় তখন চিৎকার করে - হে দুঃখহর্তা সুখ কর্তা, হে অন্ধের লাঠি। এই সময়েই ডাকে হে অন্ধের লাঠি।

এখন তোমরা হলে সঙ্গমে। এক দিকে হল পাণ্ডব আর অন্য দিকে হল কৌরব। অন্ধ তাদেরকে বলা হয় যারা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানেনা। সুন্দর তাদের বলা হয় যারা বাবার দ্বারা রচয়িতা এবং রচনাকে জেনেছে। তোমরা তো বোঝাও আমরা রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছি তাই তো চিত্র দেখাও। সত্যযুগ হল শিববাবার দ্বারা স্থাপিত যুগ, তাই তার নাম শিবালয়। তারপরে বিকারী হয়ে পড়লে বাম মার্গের স্থাপনা হয় যাকে বেশ্যালয় বলা হয়। সত্যযুগ হল শিবালয়। কলিযুগ হল বেশ্যালয়। তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরা এই কথা জানো যে, এখন আমরা না বেশ্যালয়ে আছি আর না শিবালয়ে। আমরা শিবালয়ে যাচ্ছি। এখন হল বেশ্যালয়। এখন আমাদের বিকারী সম্বন্ধ গুলির প্রতি আসক্তি কমেছে। এখন আমাদের মমত্ববোধ হল ভবিষ্যতের সম্বন্ধের প্রতি। আমরা এখন রাজযোগী, তারা হল যোগী। তাদের সঙ্গে কীসের কানেকশন। তবুও কর্মের হিসেব পূর্ণ করার জন্য থাকতে তো হবে নিজের লৌকিক ঘর পরিবারে। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কানেকশন থাকে। কারণ ব্রাহ্মণদের মতন উচ্চ সেবা অন্য কেউ করে না। একমাত্র বাবা আত্মাদের সেবা বা রুহানী সেবা করার জন্য নিমিত্ত হন। তিনি আমাদের পিতাও, টিচারও এবং গুরুও। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য গুরুও হলেন বাবা। সত্যকে সুপ্রিয়ও বলা হয়। তাঁর দ্বারা আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই কথাটি স্মরণে থাকলে সারা দিন অনেক খুশী থাকা উচিত, তারপরে অন্যদের বোঝানোর জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। সর্ব প্রথমে তো তিনি হলেন পারলৌকিক পিতা। তিনি সত্য শিক্ষকও, সদগুরুও। সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন, তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সর্বপ্রথমে তো তাঁরই মহিমা বর্ণনা করতে হবে। তিনি সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য সঙ্কর । সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। সবাই চায় যাতে এক রাজ্যের স্থাপনা হোক। তা তো সত্য যুগেই হয়। এখানে তো হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ বলে ওয়ান ওয়ার্ল্ড হয়ে যাক, একতা হোক। ওয়ার্ল্ড তো একটাই। শুধু ওয়ার্ল্ডে এক এর রাজ্য হোক, তা হয় না। দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সেখানে অন্য কোনো কোলাহলের ব্যাপার ছিল না। অসীম জগতের পিতা এসে রাজধানী স্থাপনা করেন। এই কথাও তোমরা এখন বুঝেছো। একমাত্র বাবা এসে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন, প্রীকৃষ্ণ নয়। তারা কৃষ্ণকে ভেবে নিয়েছে। রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তখন, যখন রাজধানী স্থাপনা করার ছিল। যদিও শাস্ত্রে তো যা আছে

সবই মহিমা মাত্র। শুধু মহিমা করলে কেউ রাজযোগ শেখাবেন কি ? তারা গীতা ইত্যাদি যা শোনায় তারা কোনো রাজযোগ শেখায় নাকি ? গীতা পাঠ করে শোনায় তারা তো কেবল তাদের মহিমা বর্ণনা করে যারা রাজত্ব করে চলে গেছে। ভগবান যাদেরকে গীতা শুনিয়েছেন তারাই রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছে। বাদ বাকি এই সব উৎসব ইত্যাদি হল ভক্তিমার্গের। মুখ্য হলই সঙ্গম যুগের কথা। শিববাবা আসেন, শিব জয়ন্তীর পরে হল কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিববাবার আসার পরই নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের মালিক। শিববাবা এসে কৃষ্ণকে এমন বানিয়েছেন। একজন কৃষ্ণকে খোড়াই জ্ঞান প্রদান করেছেন। কৃষ্ণপুরী স্থাপন হবে। আত্মাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য যোগের শিক্ষা দিয়েছেন। তোমরাই পুনরায় সতঃ রজঃ তমঃ তে আসো, তাইনা। এমন নয় সত্যযুগে গিয়ে তোমাদেরকে বসতে হবে। ৮৪ জন্মের হিসেবও তো আছে। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, দ্বাপর.... অবশ্যই আসতেই হবে। দিনের পরে রাত হতেই হবে। সত্যযুগের স্থাপনা কে করে, কীভাবে করে ? কারণ সত্যযুগ হলই নতুন দুনিয়া। বাবা বলেন আমরা পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন করি। এ হল সেই মহাভারী, মিসাইল ব্যবহৃত মহাভারতের যুদ্ধ। বলা হয় পাণ্ডবরাও ছিল। পাণ্ডবদের বিজয় হয়েছিল। অবশ্যই স্বরাজ্য প্রাপ্তি হয়েছিল। তবেই তো স্ব রাজ্যে আসবে তাইনা। শরীর যেখানেই ত্যাগ হোক না কেন, রাজত্ব তো আসতে হবে। ল' বলে হিমালয় পর্বতে গিয়ে কেউ দেহ ত্যাগ করে না। যোগের শিক্ষা তো এখানেই প্রাপ্ত করে। যোগবলের দ্বারাই শরীর ত্যাগ করতে হবে। তাদের কি প্রয়োজন ছিল যে পাহাড়ের বরফে গিয়ে শরীর ত্যাগ করেছিল। এ'সবই হল গল্প। যেমন সাপ পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে, ঠিক তেমনি আত্মাও এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। শান্তিধামে গিয়ে পুনরায় আসবে সত্যযুগে। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে শরীর ত্যাগ করবে সঠিক সময়ে যখন শরীর বৃদ্ধ হবে তখন এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করবে। সেখানে তো আর শান্তিধামে ফিরে যাবে না। শান্তিধামে তো এখন যেতে হবে। এখন সেই প্র্যাক্টিস করা হয় আর তোমাদের সেই প্র্যাক্টিস হয়ে যায় অবিনাশী। এখানে তো এইজন্য প্র্যাক্টিস করানো হয় কারণ পুরানো দুনিয়াকেই ত্যাগ করতে হবে। সেখানে তো থাকবে নতুন দুনিয়া। স্বর্গবাসী শরীর ত্যাগ করে তো স্বর্গেই আসবে। নরকবাসী শরীর ত্যাগ করে নরকেই থাকবে। স্বর্গে তো যেতে পারবে না। সত্যযুগে তো তখন যাবে যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন, তখন দৈবী রাজধানীতে অর্থাৎ সত্যযুগে যেতে পারবে। রাজা-মহারাজার পদ মর্যাদা এখানেও প্রাপ্ত হয়। পদ অন্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নাম সেটাই থাকে, পরিবর্তন হয় না। কেউ কেউ টাইটেল রেখে দেয়। টাকা দিয়ে টাইটেল প্রাপ্ত করে। পূর্বে লক্ষ দুই লক্ষ টাকা দিয়ে টাইটেল প্রাপ্ত হত। সুতরাং রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। তাঁকেই বলা হয় স্পিরিচুয়াল ফাদার, আত্মাদের পিতা.... যাঁকে আহবান করা হয় যে হে বাবা এসো, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। এখানে অনেক দুঃখ আছে। আমাদেরকে রামরাজ্যে নিয়ে চলো। ড্রামা অনুযায়ী ৫ হাজার বছর পূর্বেও এমন বলেছিলে। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো আসতেই হবে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। এই কথাটি নিশ্চয়ই লিখে দিতে হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আসি। ড্রামা শব্দটিও লিখতে হবে। তবে তো মানুষ জানবে যে, এ হল ৫ হাজার বছরের ড্রামা।

এখন সব মানুষ মাত্রই হল পতিত, তাই নিজেরাই বলে আমরা পাপী, নীচ। বেশ্যালয়ই বলা যায়, এ হল বিষয় সাগর, তাইনা। বিষ্ণুপুরী ক্ষীর সাগর ছিল, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইজনই ছিলেন। এই ক্ষীর সাগর তুলনা করে বলা হয়। যদিও ক্ষীর সাগর বলে কিছুই হয় না। সাগর তো সত্যযুগে এই রকমই থাকে। কলিযুগেও আছে। সত্যযুগে সম্পূর্ণ সাগরের মালিক থাকো তোমরা। সম্পূর্ণ পৃথিবী, আকাশের মালিক থাকো তোমরা। এখন ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এখন এ হল সঙ্গমযুগ। সঙ্গমযুগ স্মরণে এলে তখন বুঝবে এবারে সত্যযুগে যাবো। সঙ্গম আছে তাহলে তো বাবাও নিশ্চয়ই থাকবেন। তিনি এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করেন। স্থাপনা তো ব্রহ্মার দ্বারা এখানেই হয়। এখন তোমরা চিত্র তৈরি করো। বাবা তো হলেন বিন্দু, লাইট মাইটের। তোমাদের আত্মাও হল লাইট। এখন তোমাদের কে লাইট প্রদান করবেন কীভাবে, তো তোমাদের কপালে বিন্দু দিয়েছেন। আত্মাকে লাইট দেবেন কীভাবে ! লাইট দিলেই বিশাল রূপ হয়ে যায়। তারা বিশাল লাইটেরই পূজা করে। তাই মানুষ পরমাত্মাকে জ্যোতি স্বরূপ বলে। বাস্তবে লাইট হল পবিত্রতার নিদর্শন। মানুষ ভাবে - জ্যোতি স্বরূপ। বিন্দুকে যদি লাইটও ছোট মাপের দেওয়া হয়, তাহলে পূজা হবে কীভাবে, তাই বড় সাইজ করে দেয়। বাবা বলেন আমি পরম আত্মা, সুপ্রিম সোল যাঁকে তোমরা পরমাত্মা বোলো। কিন্তু ছোট বিন্দুর পূজা হবে কীভাবে। লাইট কীভাবে দেবে। কেউ লিঙ্গ-স্বরূপের পূজা করে, ধনী মানুষ হীরা গোল বানিয়ে তারই পূজা করে। নাম তো শিবলিঙ্গই রাখবে। তিনি তো হলেন স্টার। অন্য কোনো বস্তু নেই। এ হল খুব গুহ্য কথা বোঝার মতো বিষয়। আত্মা ছোট বড় হয় না। নাহলে ফিট হবে কীভাবে। এখন তোমরা যেমন নিজের আত্মাকে জানো তেমনি বাবাকেও জানো। আত্মা বাবাকে আহবান করে, তোমরা নিজের আত্মাকে দেখেছো ? তাহলে পরমাত্মাকে কীভাবে দেখবে ? হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পাবে। সেই রূপ যখন তোমরা জানো তখন দেখে লাভই বা কি হবে। এইখানে তো পড়াশোনা করার কথা, যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। এ হল ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কোথা থেকে

এমন কর্ম শিখলেন ? সঙ্গমে। বাবা বলেন আমি সঙ্গমে এসেই তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াই। বাবা প্রদর্শনীতে টেলিগ্রাম পাঠান, তাতেও এই কথাটা লিখতে বলা হয় যে, এটা হল সঙ্গমযুগ। বাবা বলেন তোমরা আমার থেকে বার্থ রাইট (জন্মসিদ্ধ অধিকার) নাও - ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য। সঙ্গমযুগ শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। সঠিক তথ্য দিয়ে যে টেলিগ্রাম যায় তার প্রতিলিপি অ্যাটাচ করতে হবে। বড় বড় অক্ষরে লেখা উচিত। দিন দিন ক্লিয়ার হতে থাকে। নীচে লেখা হয় বাপদাদা। শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা বলেন আমারও শরীরের আধার তো চাই তাইনা। শিব তো হলেন নিরাকার। তাঁর তো নিজস্ব কোনো শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্ম আকারী, বাকিদের তো সবার শরীর আছে। বাবা বলেন - আমার শরীর কোথায় আছে। কিন্তু এমনও তো নয় যে আমি নাম রূপ থেকে পৃথক। খুব স্পষ্ট করে বাচ্চাদেরকে বোঝাই। আমি হলাম নিরাকার। কিন্তু যখন আমি আসি তখন আমার শরীর নিশ্চয়ই চাই। আমি গর্ভে আসি না। আমি নিজেই বলি আমি এই সাধারণ দেহে এসেছি। ইনি প্রথমে পূজ্য ছিলেন, এখন পূজারী হয়েছেন। মালাতেও প্রথমে শিববাবা তারপরে দুটি মুক্তো থাকে। প্রবৃত্তি মার্গ কিনা। এখন তোমরা জেনেছো প্রবৃত্তি মার্গেরই মালা, যারা প্রবৃত্তি মার্গে পতিত ছিল, এখন শিববাবার মত অনুযায়ী পবিত্র হয়ে সৃষ্টিকে পবিত্র করছেন, তাই স্মরণিক রূপে মালা নির্মিত রয়েছে। রুদ্র মালা ও বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা। ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হয় না। চেষ্টা করা হয়েছিল তৈরী করার কিন্তু বানানো যায়নি। তাই মালা তৈরী করা, অব্যক্ত নাম প্রদান করা বন্ধ করা হয়েছে। যে নাম এখানে দেওয়া হয় সেই নাম এইখানে ত্যাগ করে আবার পুরানো নাম নিয়ে অনেকে পালিয়ে গেছে। তাদের সেই নতুন নাম দিয়ে আর ডাকা হবে না। অতএব বাবা হলেন আমাদের পিতা - টিচার - গুরু, এমন পিতাকে তো খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু মায়া এমন বিস্মৃত করে দেয় যে অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়। নিস্তেজ অনুভব হয়। শিববাবার স্মরণে পুনরায় স্ট্যান্ডিং পজিশন প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিকারী সম্বন্ধ গুলির থেকে আসক্তি দূর করতে হবে। ভবিষ্যতের নতুন সম্বন্ধের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে।

২) অন্যদের বোঝানোর জন্য সর্বক্ষণ খুশীতে থাকতে হবে। সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক এবং সঙ্গুর শ্রীমৎ অনুসারে চলে অন্ধের লাঠি হতে হবে।

বরদানঃ:- কোমল ভাবে কামালের অর্থাৎ চমৎকার করে দেখানোতে পরিবর্তন করে মায়াজিত হয়ে শক্তি স্বরূপ ভব শক্তি স্বরূপ হওয়ার জন্য কোমল ভাবে চমৎকারে পরিবর্তন করো। শুধুমাত্র নিজের সংস্কারকে পরিবর্তন করে কোমল হও, কর্মে কখনও কোমল হবে না, এতে শক্তি রূপ হতে হবে। যে আত্মা, শক্তি রূপের কবচ ধারণ করে নেয়, তার মায়ার কোনো তীর লাগবে না। ফলে তোমাদের চেহারা, নয়ন হাবভাবের দ্বারা কোমল ভাবের পরিবর্তে শক্তি রূপ পরিলক্ষিত হবে, তখন মায়াজিত হয়ে পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট নিতে পারবে।

স্লোগানঃ:- ত্রিকালদর্শীর সিটে সেট হয়ে প্রতিটি কর্ম করো, তাহলে মায়া দূর থেকেই পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান ধনের দান করার জন্য বিচার সাগর মন্ডন করো, দান করার শখ রাখো, তাহলে মন্ডন (মনন চিন্তন চলতেই থাকবে)”

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান মার্গে সর্বদা নিজেকে স্বাস্থ্যবান রাখার উপায় (সাধন) কি ?

*উত্তরঃ - সর্বদা নিজেকে স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য বাবার দ্বারা যে জ্ঞানরূপী ঘাস (মুরলী) প্রাপ্ত হয়, তা খেয়ে তারপর চর্চন করতে হবে অর্থাৎ চিন্তন করতে হবে। যে বাচ্চাদের মনন চিন্তন করার অর্থাৎ হজম করার অভ্যাস আছে, তারা কখনো অসুস্থ হয় না। সর্বদা সুস্থ সেই থাকে যার মধ্যে বিকারের অসুখ নেই।

*গীতঃ- তুমি হলে প্রেমের সাগর...

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে। মানুষ যা কিছু গান ইত্যাদি তৈরি করে, শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাতে থাকে, তারা সেসব কিছুই বোঝেনা। যা কিছু পড়ে এসেছে, তার দ্বারা কারোরই কল্যাণ হয়নি, পরিবর্তে আরোই অকল্যাণ হয়ে এসেছে। সকলের কল্যাণকারী হলেন এক ঈশ্বর। তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদের কল্যাণকারী বাবা এসে গেছেন। কল্যাণের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। মুখ্যতঃ তোমাদের ভারতবাসীদের আর গৌণ ভাবে সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণকারী হলেন এক বাবা-ই। সত্যযুগে সকলের কল্যাণ ছিল, তোমরা সবাই সুখধামে ছিলে আর বাকিরা সবাই শান্তিধামে ছিল। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে কিন্তু পয়েন্ট বুদ্ধি থেকে সরে যায়, সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারে না। যদি একটা পয়েন্টের উপর বিচার সাগর মন্ডন করতে থাকে তাহলে এইরকম হয় না। জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে যতটা শক্তি আছে, আজকালকার মানুষের মধ্যে ততটাও শক্তি নেই। গরু ঘাস খায় তো চর্চন করতে থাকে (জাবর কাটতে থাকে)। তোমাদেরও ভোজন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমরা সারাদিন তা চর্চন করো না। গরু তো সারাদিনই জাবর কাটতে থাকে। তোমাদের জন্য এই জ্ঞানরূপী ঘাস প্রাপ্ত হয়। যোগ আর জ্ঞান। এর উপর দিন-রাত বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। যার মধ্যে সেবা করার শখ নেই, সে বিচার সাগর মন্ডন করে কি করবে! শখ নেই তো করবেও না। কারোর কারোর আবার জ্ঞান ধন দান করার শখ থাকে। গো-শালাতে মানুষ গিয়ে গরুদেরকে ঘাস ইত্যাদি দিয়ে থাকে। সেটাকেও তারা পুণ্যের কাজ মনে করে। বাবা তোমাদেরকে এই জ্ঞান রূপী ঘাস খাওয়াচ্ছেন। এর উপর বিচার সাগর মন্ডন করতে থাকলে তো খুশিতে থাকবে আর সেবা করার শখও হবে। কেউ এসে কলসি ভরে নিয়ে যায় আবার কেউ একফোঁটা নিয়ে যায়, সেও স্বর্গে চলে যাবে। স্বর্গের দ্বার তো খুলবেই। এখানে তো সমগ্র জ্ঞান সাগরকেই গ্রাস করতে হবে। কেউ কেউ তো বাবার সব জ্ঞানই গ্রাস করে নেয়, আবার কেউ তো একফোঁটা নেয়, সেও পুনরায় স্বর্গে চলে যাবে। বাকি যতটা ধারণ করবে ততটাই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এছাড়া স্বর্গে তো এক ফোঁটাও যে জ্ঞান প্রাপ্ত করবে সেও চলে যাবে। মানুষ মারা গেলে তো তার মুখে গঙ্গার এক ফোঁটা জল দেয়। কেউ কেউ আবার ঘরের মধ্যে সর্বদা গঙ্গা জলই পান করতে থাকে। কতটা পান করবে। গঙ্গা তো প্রবাহিত হতেই থাকে। তাকে তো কেউ গ্রাস করতে পারে না। তোমাদের জন্য তো বলা হয়েছে - সাগরকে গ্রাস করে নিয়েছে। যে জ্ঞান সাগরের নিকটে আসে, অনেক বেশি সেবা করে, সে-ই বিজয় মালাতে দানারূপে গাঁথা হয়। যত যত যে গ্রাস করবে আর অন্যদের কল্যাণ করবে সে পদও অনেক উঁচু প্রাপ্ত করবে, যত ধারণা করবে খুশিও ততটাই থাকবে। যে ধনবান হয় সে অনেক খুশি থাকে, তাই না। যার কাছে অনেক অসীম ধন থাকে, দান করতে থাকে, কলেজ, ধর্মশালা, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে, তো তার মধ্যে এতটাই খুশি থাকে। এখানে তো তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত হচ্ছে। ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী খাজানা। যে ভালো ভাবে ধারণ করে পুনরায় দান করতে থাকে, তার অনেক ভালো পদ প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো বাচ্চারা লেখে যে - বাবা আমার মন চায় যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই আধ্যাত্মিক সেবাতে লেগে যাই। প্রজেক্টর প্রদর্শনী নিয়ে ঘুরতে থাকি। একফোঁটাও জ্ঞান যদি কারোর প্রাপ্ত হয় তাহলে কল্যাণ হয়ে যাবে। সেবা করার অনেক শখ থাকে, কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থা তো বাবা জানেন। সেবার সাথে সাথে তো গুণও চাই। ক্রোধ করা যাবে না, কোনো উল্টোপাল্টা চিন্তা যেন না আসে। বিকারের কোনো রকমের অসুখ যেন না থাকে। সুস্বাস্থ্য চাই। যার মধ্যে বিকার কম আছে, বাবা বলেন যে, এ স্বাস্থ্যবান। বাবা মহিমা করবেন তাই না। গাওয়াও হয়ে থাকে - কে কে ভালো মহারথী হয়েছে। তারা তো সেখানেও অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াই দেখিয়ে দিয়েছে। দেবতাদের জয় হয়েছে। এখন আমাদের লড়াই হল পাঁচ বিকাররূপী অসুরের সাথে। এছাড়া অন্য কোনও প্রকারের মনুষ্য অসুর হয় না। যার মধ্যে আসুরিক স্বভাব আছে, তাকেই অসুর বলা যায়। প্রথম নশ্বরের আসুরিক স্বভাব হল কামের, এইজন্য সন্ন্যাসীরাও একে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই আসুরিক অপগুণ গুলিকে ত্যাগ করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। গৃহস্থেই থাকতে হবে কিন্তু আসুরিক স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। পবিত্র হলে মুক্তি

জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। এ হল অনেক বড় প্রাপ্তি। তারা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়, প্রাপ্তি কিছুই হয়না। এই চিত্রতে কত সুন্দর সুন্দর কথা বোঝানো হয়েছে। লৌকিক দুনিয়াতে তো কেবল চিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। কেবল চিত্র দেখার জন্য কত লোক আসে। লাভ কিছুই হয়না। এখানে এই চিত্রগুলিতে কতইনা জ্ঞান বোঝানো হয়েছে, এর দ্বারা লাভ অনেক হয়। এখানে আর্ট ইত্যাদির কোনও কথাই নেই আর না যিনি তৈরি করেছেন সেই চিত্রকারের কোনো সর্বকর্তা থাকে। ওখানকার চিত্রের উপর তো চিত্রকারদের নাম লেখা হওয়া থাকে। চিত্রকারদের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কেউ এতটুকুও যদি মনে করে যে, হ্যাঁ, বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। এতটা বলেছে, তাহলেও প্রজাতে আসবে। প্রজা তো অনেক তৈরী হবে। আমি তো হলাম জ্ঞানের সাগর। একফোঁটাও জ্ঞান যদি কেউ প্রাপ্ত করে, তাহলেও স্বর্গেতে এসে যাবে।

তোমরা মনে করো যে প্রদর্শনী মেলাতে অনেকের কল্যাণ হয়। ঈশ্বর হলেন কল্যাণকারী, তাই না। তোমাদেরও কল্যাণ হচ্ছে। কিন্তু এর ওপরেও তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। স্মৃতিতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে অনেক লাভ হবে। উল্টোপাল্টা কথা হলে তো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে। বাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে খুব সুন্দর সুন্দর কথা শোনাই। প্রথম নম্বরের মুখ্য কথা একটাই হলো - বাবার পরিচয় দাও। ব্যাস, এক বাবাকে স্মরণ করো, তিনি হলেন সবকিছু। ভক্তি মার্গে অনেকে এইরকম হয়ে থাকে। বলা, তোমরা তো এটা খুব ভালো জিনিস করে থাকো উপরের দিকে আগুল দেখিয়ে ঈশারা করে। সবকিছু পরমাত্মা করাচ্ছেন। তিনি সকলের কল্যাণকারী, উপরে থাকেন। তোমরা আত্মারাও তো সেখানেই থাকো। এই সমস্ত জ্ঞানের কথা তোমরা এখন বুঝতে পারছ।

বাবা বলছেন বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই কাপড় (শরীর) পুরানো হয়ে গেছে। সত্য যুগ ত্রেতাতে কত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ছিল। এখন এই পুরানো কাপড় কতদিন পড়বে। কিন্তু এটা কেউ বুঝতে পারে না। বাবা এসে যখন বোঝান তখন বুঝতে পারে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে জ্ঞানদাতা হলেনই এক বাবা। তিনি হলেন সাগর। যে সাগরকে গ্রাস করে নিতে পারে সে-ই বিজয়মালার দানা হয়ে যায়। সে সর্বদাই সেবায় তৎপর থাকে। বাবা এসেইছেন বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাতে। পবিত্র হয়ে পুনরায় নিজ নিকেতনে ফিরে যেতে হবে। যেখান থেকে এসেছো পুনরায় সেখানেই সবাই যাবে নম্বর ক্রমানুসারে। আগে পরে যেতে পারবে না। নাটকে অভিনেতাদের অভিনয় সময় অনুসারে হয়, তাই না। এখানেও যে অভিনেতার আছেন, নম্বরের ক্রমে নিজ নিজ সময় অনুসারে এখানে আসতে থাকবে। এই অসীম জগতের নাটক আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। ব্রহ্ম আমরা আত্মারা বিন্দু রূপে থাকি। সেখানে আর কিছু কি থাকবে। কোথায় একটা আত্মা বিন্দু স্বরূপ আর কোথায় এই এত বড় শরীর। আত্মা কত অল্প জায়গা নেয়, ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব অনেক বড়। যেরকম পোলারের অন্ত নেই, সেইরকম ব্রহ্ম মহাতত্ত্বেরও অন্ত হয় না। অনেক প্রচেষ্টা করে অন্ত খুঁজে পাওয়ার, কিন্তু প্রাপ্ত করতে পারেনা, কতইনা রেইন খাটাতে থাকে। কিন্তু এমন কোনো জিনিস প্রাপ্ত হয় না যেটা ধরবে বা পার হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের অহংকার অনেক বেশী। তাতে কিছুই লাভ নেই। শুনেছ না - আকাশ-ই আকাশ পাতাল-ই পাতাল। তারা মনে করে যে চাঁদের মধ্যে দুনিয়া হবে। সেটাও ড্রামার মধ্যে তাদের এই পার্ট আছে। লাভ কিছু নেই। বাবা তো এসে আমাদেরকে বিশ্বের মালিক তৈরি করেছেন। কত বড় লাভ হয়। এছাড়া চাঁদে যাও, ছুঃ মন্ত্র দিয়ে ভূত ইত্যাদি বের করো... এতে লাভ কী হবে। এখন তো আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। কল্প-কল্প নিয়ে এসেছি। এই পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কেবল ভারতই ছিল। ভারতবাসীরাই বিশ্বের মালিক ছিল। সেখানে দেবতাদের কোনও খন্ডের বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এসব তো পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নতুন নতুন ধর্ম স্থাপক এসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে। এছাড়া তারা কোনো সঙ্গতি তো করেনা, কেবল ধর্ম স্থাপন করে। তাদের আর কি গায়ন হবে! মুক্তিধাম থেকে আসে ভূমিকা পালন করার জন্য। মানুষ বলে যে মোক্ষ বসে থাকবো। এই আবাগমনের চক্রে আসবোই বা কেন! কিন্তু এই চক্রে তো আসতেই হবে। পুনর্জন্ম নিতেই হয়, পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এটাই হলো পূর্ব থেকে তৈরি হওয়া ড্রামার চক্র। লক্ষ বছরের ড্রামা তো হয়না। এটা তো হলো প্রাকৃতিক অনাদি ড্রামা। একে বলা যায় ঈশ্বরীয় আশ্চর্য। রচয়িতা আর রচনার যা কিছু আশ্চর্য আছে - তাকে জানতে হবে। এরকম কোনো মানুষ নেই যে বসে পুরুষার্থ করবে - সৃষ্টি চক্রকে জানার জন্য। এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, এই চিন্তা বুদ্ধিতে আসবেই না। সবথেকে পুরানোর থেকেও পুরানো চিত্র হলো শিবলিঙ্গের। ভগবান এসেছেন তাই পুনরায় তাঁর স্মরণিকা তৈরি হয়। প্রথমে যখন শিবের পূজা শুরু হয় তখন হীরের লিঙ্গ তৈরি করে। পুনরায় যখন ভক্তি রজঃ তমঃতে যায় তখন পাথরেরও বানাতে থাকে। শিব বাবা তো হীরের নয়। তিনি হলেন এক বিন্দু পূজার জন্য বড় তৈরী করে। মনে করে আমি হীরের শিবলিঙ্গ বানাবো। সোমনাথের এত বড় মন্দিরে একটা বিন্দু রাখলে তো কিছুই বোধগম্য হবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভক্তি মার্গে কি কি হয়। বিজ্ঞানীরা কিছু না কিছু উদ্ভাবন করতে থাকে। ভালো ভালো জিনিস বের করতে থাকে। বিনাশের জন্যও কিছু জিনিস বের করে। আগে তো বিদ্যুৎ খোঁড়াই ছিল! মাটির প্রদীপ

জ্বালাতো।

বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, অল্পেতে সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। ভালো ভাবে ধারণ করে সাগরকে গ্রাস করো। যে ভালো সার্ভিস করবে সে পদও খুব ভালো পাবে। সারাদিন খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকতে হবে। এটা তো হলো নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন এখান থেকে আমরা ফিরে যাব। পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়েই যাবে। তার প্রস্তুতিও চলছে। অবশিষ্ট আর অল্প দিন আছে, এর মধ্যেই কত সেবা করতে হবে। সমগ্র ভারতে তো কি, বিদেশেও সব দিকে পরিক্রমা লাগাতে হবে। খবরের কাগজের দ্বারা বিদেশের কোণায় কোণায় পর্যন্তও জানিয়ে দেওয়া চাই। এই সিঁড়ি ইত্যাদি চিত্রের দ্বারা অতি শীঘ্রই বুঝতে পারবে। বাবা এসেইছেন বাচ্চাদেরকে পুনরায় স্বর্গবাসী বানাতে। অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতেই রাজত্ব করে গেছেন। মহিমা তো অনেক করে যে ভারত হলো প্রাচীন দেশ। অনেক মহিমা করতে থাকে, ভারত এইরকম ছিল, ভারতে এই পবিত্র দেবী দেবতারা ছিলেন। তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে ২১ জন্মের প্রারম্ভ প্রাপ্ত করছি। বাবা একদম সাধারণ রীতিতে পড়াচ্ছেন। দেখিয়েছে না যে দ্রৌপদীর পদসেবা করছেন, সে সব কিছুই নয়। এখানে তো বাবা বলছেন যে বাচ্চারা ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন আমি তোমাদের সেই ক্লান্তি দূর করতে এসেছি। তোমরা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পতিত হয়ে গেছো। বাবা বলছেন আমি তোমাদের ক্লান্তি দূর করছি। পুনরায় কখনো দুঃখ দেখবে না। অল্প একটুও দুঃখের নাম থাকবে না। এছাড়া পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হবে। ভালো পদ প্রাপ্ত করলে তো বলবে যে এ অতীতের জন্মে ভাল কর্ম করে এসেছে। গায়ন তো হতে থাকে তাই না। কিন্তু কেউ এটা জানে না যে এঁনারা কবে পুরুষার্থ করে এই পদ পেয়েছেন! এখন বাবা তোমাদেরকে এইরকম কর্ম শেখাচ্ছেন। তোমাদেরকেও বলছেন যে ভাল কর্ম করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। এখানে মানুষের কর্ম বিকর্ম হয়। সেখানে তো হলোই স্বর্গ। কর্ম অকর্ম হয়ে থাকে। সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা। বাবা বলেন যে, কর্মের গতি আমি জানি। এই সময় যে ভাল কর্ম করবে সে ভালো ফল প্রাপ্ত করবে। এটা হল কর্মক্ষেত্র। কেউ খুব ভাল কর্ম করে। কেউ আছে যার মধ্যে সেবার উত্তাপ লেগেই থাকে। জিজ্ঞাসা করে বাবা আমার মধ্যে কিছু ঘাটতি আছে কি? না, সেবা তো যতটা করতে পারবে, ততোই করবে। সেবার বৃদ্ধি হতে থাকবে। সেবাদারী অনেক বেরিয়ে আসবে। হৃদয়ে এটা নিশ্চিত আছে যে - বাকি আর অল্পদিন অবশিষ্ট আছে। এখন এইরকম পুরুষার্থ করতে হবে যে সেখানে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। বাবা এই জ্ঞানরূপী ঘাস খাওয়াচ্ছেন, বলছেন যে চর্বণ করতে থাকো তাহলে ধারণা পাকা হয়ে যাবে। খুশির পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। অনেক সেবা করতে হবে। অনেককে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা হলে পয়গম্বরের (বার্তা বাহকের) সন্তান পয়গম্বর। একদিন খবরের কাগজে বড় অক্ষরে তোমাদের চিত্র বের হবে। বিদেশেও খবরের কাগজ যায় তাইনা! চিত্র দেখে বুঝতে পেরে যাবে যে এই জ্ঞান হল গড-ফাদারের। এছাড়া পরিশ্রম আছে মন্মানাভব হওয়ার। তার জন্য ভারতবাসীরাই পরিশ্রম করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যা কিছু ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছেন, তার উপর বিচার সাগর মন্বন করে অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে। উল্টোপাল্টা কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে।

২) কোনও প্রকারের আসুরিক স্বভাব থাকলে তাকে ত্যাগ করতে হবে। বাবা যে জ্ঞানের ঘাস খাওয়াচ্ছেন তাকে উদ্ধার করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা নিজের পবিত্র স্বরূপে স্থিত থেকে গুণ রূপী মুক্ত চয়নকারী হোলি হংস ভব তোমাদের হোলি হংসের স্বরূপ হল পবিত্র আর কর্তব্য হল সর্বদাই গুণ রূপী মুক্ত চয়ন করা। অপগুণ রূপী কাঁকর কখনো বুদ্ধিতে স্বীকার ক'রো না। কিন্তু এই কর্তব্যকে পালন করার জন্যে সর্বদাই এক আঙ্গো স্মরণে যেন থাকে যে, খারাপ কিছু চিন্তা করবে না, খারাপ কিছু শুনবে না, খারাপ কিছু দেখবে না, খারাপ কিছু বলবে না...। যে এই আঙ্গোকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখে সে সর্বদা সাগরের তীরে অবস্থান করে। হংসদের ঠিকানাই হলো সাগর।

স্লোগানঃ:- চলতে-ফিরতে ফরিস্তা স্বরূপে থাকা - এটাই হল ব্রহ্মা বাবার হৃদয়ের পছন্দের উপহার।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"স্বমান দ্বারাই সম্মান প্রাপ্তি"

আজ বাপদাদা চারিদিকের স্বমানধারী বাচ্চাদের দেখছেন। স্বমানধারী বাচ্চাদেরই সারা কল্প সম্মান হয়। এক জন্ম স্বমানধারী, সারা কল্প সম্মানধারী। নিজের রাজ্যেও রাজ্য-অধিকারী হওয়ার কারণে প্রজা দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত হয় আর অর্ধেক কল্প ভক্তের দ্বারা তোমরা সম্মান প্রাপ্ত কর। এখন তোমাদের লাস্ট জন্মেও ভক্তদের দ্বারা দেব আত্মা ও শক্তিরূপের সম্মান দেখছ আর শুনছ। কতো গভীর ভালোবাসার সাথে এখনো সম্মান দিচ্ছে ! এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তোমরা কীভাবে প্রাপ্ত করেছ ! শুধুমাত্র একটা মুখ্য বিষয়ের ত্যাগের এই ভাগ্য। কী ত্যাগ করেছ ? দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছ কেননা দেহ-অভিমানের ত্যাগ ব্যতীত স্বমানে তোমরা স্থিত হতে পার না। এই ত্যাগের রিটার্নে ভাগ্যবিধাতা ভগবান এই ভাগ্যের বরদান দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয় - স্বয়ং বাবা তোমরা সব বাচ্চাকে স্বমান দিয়েছেন। বাবা বাচ্চাদের চরণের দাস-দাসী থেকে নিজের মস্তকমুকুট বানিয়েছেন। কতো বড় স্বমান দিয়েছেন ! এ' রকম স্বমান প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের বাবাও সম্মান রাখেন। বাবা বাচ্চাদের সদা নিজের থেকেও সামনে এগিয়ে রাখেন। সদা বাচ্চাদের গুণের গায়ন করেন। প্রতিদিন গভীর ভালোবাসার সাথে স্মরণ-স্নেহ দেওয়ার জন্য পরমধাম থেকে সাকার বতনে আসেন। ওখান থেকে পাঠিয়ে দেন না, বরং এসে দেন। প্রতিদিন তোমাদের স্মরণ-স্নেহ লাভ হয়, তাই না ! এত শ্রেষ্ঠ সম্মান আর কেউ দিতে পারে না। স্বয়ং বাবা সম্মান দিয়েছেন, সেইজন্য অবিনাশী সম্মান-অধিকারী হয়েছ। এমন শ্রেষ্ঠত্বের অনুভব কর তোমরা ? স্বমান আর সম্মান - দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে।

স্বমানধারী নিজের প্রাপ্ত হওয়া স্বমানে থেকে স্বমানের সম্মানে থাকে, আর অন্যদেরও সম্মানের সাথে দেখে, বলে, বা সম্পর্কে আসে। স্ব-মানের অর্থই হ'ল স্ব-কে সম্মান দেওয়া। যেমন বাবা বিশ্বের সকল আত্মা দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত করেন, প্রত্যেকে সম্মান দেন। বাবার যতই সম্মান প্রাপ্ত হয়, বাবাও কিন্তু তোমাদেরকে, সব বাচ্চাকে তেমনই সম্মান দেন। যে দেয় না সে দেবতা হয় না। অনেক জন্ম দেবতা হও আর অনেক জন্ম দেবতা রূপের পূজা হয়। এক জন্ম ব্রাহ্মণ হও কিন্তু অনেক জন্ম দেবতা রূপে রাজ্য কর এবং পূজ্য হও। দেবতা অর্থাৎ যিনি দেন। যদি এই জন্মে সম্মান না দিয়েছ তো দেবতা কীভাবে হবে, অনেক জন্মে সম্মান কীভাবে প্রাপ্ত করবে ? ফলো ফাদার। সাকার রূপে ব্রহ্মাবাবাকে দেখেছ - সদা নিজেকে ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট (বিশ্ব-সেবান্বিত) বলে অভিহিত করেছেন, নিজেকে বাচ্চাদের সার্ভেন্ট বলেছেন আর বাচ্চাদেরকে মালিক বানিয়েছেন। সদা তাদেরকে মালিক হিসেবে সেলাম করেছেন। ছোট বাচ্চাদেরও সদা স্নেহ সম্মান দিয়েছেন, উদীয়মান বিশ্বকল্যাণকারী রূপে দেখেছেন। কুমারদের কিংবা কুমারীদের, যুবা স্থিতির যারা সদা বিশ্বের খ্যাতিনামা মহান আত্মাদের চ্যালেঞ্জ করে, অসম্ভবকে সম্ভব করে, মহাত্মাদের মস্তক অবনত করায় - তাদেরকে পবিত্র আত্মা হিসেবে সম্মানের সাথে দেখেছেন। তারা তাঁর থেকেও চমৎকার করে - এ' রকম মহান আত্মা মনে করে তিনি সবসময় তাদের সম্মান দিয়েছেন, তাই না ! একইভাবে, অভিজ্ঞ-আত্মাদের (বৃদ্ধ) সদা অনুভাবী আত্মা, হমজিস্ম অর্থাৎ সম বয়সীদের সম্মান দিয়েছেন। যারা বন্ধনে আবদ্ধ, স্মরণে নিরন্তর তাদের নশ্বর ওয়ান হওয়ার সম্মান দেখিয়েছেন, সেইজন্য তিনি নশ্বর ওয়ান অবিনাশী সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। রাজত্ব নেওয়ার সম্মানেও তিনি নশ্বর ওয়ান - বিশ্ব-মহারাজন আর বাবার পূজার পরে প্রথম পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে তিনি পূজিত হন। সুতরাং রাজ্য সম্মান আর পূজ্য সম্মান - উভয়তেই নশ্বর ওয়ান হয়ে গেছেন, কারণ তিনি সবাইকে স্বমান, সম্মান দিয়েছেন। কখনো এমন ভাবেননি যে সম্মান দিলে সম্মান দেব। যারা সম্মান দেয়, তাদেরও যারা নিন্দা করেছে, তিনি সেই নিন্দুককেও নিজের বন্ধু মনে করতেন। যারা সম্মান দেয় শুধু তাদেরই আপন ভাবেননি বরং যারা কুংসা করেছে তাদেরও আপন মনে করতেন কারণ সমগ্র দুনিয়াই তাঁর নিজের পরিবার। সকল আত্মার কান্ড তোমরা ব্রাহ্মণ। সমস্ত শাখা অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের আত্মারাও মূল কান্ড থেকে বেরিয়েছে। তাহলে সবাইই তো আপন হ'ল তাই না ! এ' রকম স্বমানধারী সদা নিজেকে মাস্টার রচয়িতা মনে করে সবার প্রতি সম্মান-দাতা হয়। নিজেকে সদা আদি দেব ব্রহ্মার আদি রত্ন আদি পার্টধারী আত্মা মনে কর ? এত নেশা আছে তোমাদের ? তো সবাই শুনেছ - বাচ্চাদের সম্মান কী, বৃদ্ধদের সম্মান কী, যুবাদের কী ? আদি পিতা আমাকে এ' রকম সম্মানের সাথে দেখেছেন ! কতো নেশা হবে ! অতএব, সদাই স্মৃতি বজায় রাখ যে আদি আত্মা যে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখেছেন, সে' রকমই শ্রেষ্ঠ স্থিতির সৃষ্টিতে থাকব। এভাবে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা তো সবসময়ই করছ, তাই না ? বোল দ্বারাও প্রতিজ্ঞা কর, মন দ্বারাও কর আর লিখেও কর তারপরে ভুলেও যাও, সেইজন্য প্রতিজ্ঞার লাভ নিতে তোমরা অপারগ হও। যদি স্মরণে রাখ তো তার থেকে লাভও নিতে পার। সবাই নিজেকে চেক কর - কতো বার প্রতিজ্ঞা করেছ

আর কতবার পূরণ করেছ ? প্রতিজ্ঞা কীভাবে পূরণ করতে হয় জান নাকি শুধু প্রতিজ্ঞাই করতে জান ?

টিচার্স কী ভাবছে ? যারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করে তাদের লিস্টে তোমরা আছ, আছ না ? টিচারদের বাবা সবসময় সাথী শিক্ষক বলেন। সুতরাং সাথীর বিশেষত্ব কী ? সাথী সমান হয়। বাবা কখনো (তাঁর প্রতিজ্ঞা) বদল করেন ? টিচার্সও প্রতিজ্ঞা আর প্রাপ্তি দুইয়ের ব্যালেন্স রাখে। প্রতিজ্ঞা অনেক আর প্রাপ্তি কম হবে - এটা ব্যালেন্স হয় না। যে দুইয়েরই ব্যালেন্স রাখে বরদাতা বাবা দ্বারা এই বরদান বা রেসিং প্রাপ্ত হয়, সে সদা দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা কর্মে সফলতামূর্ত হয়। সাথী শিক্ষকের এটাই বিশেষ কর্ম। সঙ্কল্প আর কর্ম সমান হবে। সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ আর কর্ম সাধারণ হয়ে যায় - একে সমতা বলা হবে না। সুতরাং টিচার্স সদা নিজেদের "সাথী শিক্ষক" অর্থাৎ "শিক্ষক বাবা সমান" মনে করে সেই স্মৃতি বজায় রেখে চলো। টিচারদের সাহসিকতায় বাপদাদা খুশি হন। সাহস রেখে সেবার নিমিত্ত তো হয়ে গেছে, তাই না ! কিন্তু এখন সদা এই স্লোগান স্মরণে রাখ, "সাহসী টিচার সমান শিক্ষক বাবা।" এটা কখনো ভুলো না। তাহলে আপনা থেকেই সমান হওয়ার লক্ষ্য - "বাপদাদা" তোমাদের সামনে থাকবেন অর্থাৎ সাথে থাকবেন। আচ্ছা!

চারিদিকের স্বমানধারী তথা সম্মানধারী বাচ্চাদের বাপদাদা নয়ন সমুখে দেখে সম্মানের দৃষ্টিতে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। সদা রাজ-সম্মান এবং পূজ্য সম্মানের সমান সাথী বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বিহার গ্রুপ:- সবাই নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী মনে কর ? স্ব-এর রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে নাকি প্রাপ্ত হবে ? স্বরাজ্য অর্থাৎ যখন চাও, যেমন চাও সেভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করতে পার। কর্মেন্দ্রিয়-জিত অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী। এ' রকম অধিকারী হয়েছে নাকি কখনো কখনো কর্মেন্দ্রিয় তোমাদের চালনা করে ? কখনো মন তোমাকে চালনা করে নাকি তুমি মনকে চালনা কর ? মন কখনো ব্যর্থ সঙ্কল্প করে নাকি করে না ? যদি কখনো কখনো করে তো সে' সময় স্বরাজ্য অধিকারী বলবে ? রাজত্ব অনেক বড় সত্ত্বা ! চাইলে রাজ্য-সত্ত্বা যা করতে চায়, যেভাবে চালাতে চায় সে'ভাবে চালাতে পারে। মন-বুদ্ধি-সংস্কার এগুলো আত্মার শক্তি। এই তিনেরই মালিক আত্মা। যদি সংস্কার কখনো তার নিজের দিকে টানে তাহলে মালিক বলবে ? সুতরাং স্বরাজ্য-সত্ত্বা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়-জিত। যে কর্মেন্দ্রিয়-জিত কেবলমাত্র সে পারবে বিশ্বের রাজ্য-সত্ত্বা প্রাপ্ত করতে। স্বরাজ্য অধিকারী বিশ্ব-রাজত্বের অধিকারী হয়। তাইতো তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার এই স্লোগান - স্বরাজ্য ব্রাহ্মণ জীবনের জন্মসিদ্ধ অধিকার। স্বরাজ্য অধিকারীর স্থিতি সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান, কোনও শক্তির অভাব নেই। স্বরাজ্য অধিকারী সদা ধর্ম অর্থাৎ ধারণামূর্তও হবে এবং রাজত্ব অর্থাৎ শক্তিশালীও হবে। রাজত্বে এখন অস্থিরতা কেন ? কারণ ধর্ম-সত্ত্বা এবং রাজ্য-সত্ত্বা আলাদা হয়ে গেছে। সুতরাং খণ্ড তো হয়ে গেল, তাই না ! এক সত্ত্বা হ'ল না, সেইজন্য অস্থিরতা বিদ্যমান। সে' রকমই তোমাদের মধ্যেও যদি ধর্ম আর রাজ্য - উভয় সত্ত্বা না থাকে, তাহলে বিঘ্ন আসবে, বিচলিত করবে, যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি উভয় সত্ত্বাই থাকে তাহলে সদাই বেপরোয়া বাদশাহ হয়ে থাকবে, কোনো বিঘ্ন আসতে পারবে না। তো, এ' রকম বাদশাহ হয়েছে ? নাকি একটু-একটু শরীরের, সম্বন্ধের... পরোয়া থাকে ? পাণ্ডবদের উপার্জনের পরোয়া থাকে, পরিবারকে চালানোর পরোয়া থাকে নাকি বেপরোয়া থাক ? যিনি চালানোর তিনি চালাচ্ছেন, যিনি করানোর তিনি করাচ্ছেন - এ'ভাবে নিমিত্ত হয়ে যারা করে তারা বেপরোয়া বাদশাহ হয়। "আমি করছি" - এই ভাব যদি আসে তো বেপরোয়া থাকতে পার না। কিন্তু বাবা দ্বারা নিমিত্ত হয়ে আছি - এই স্মৃতি যদি থাকে তবে নিরুদ্বিগ্ন এবং নিশ্চিন্ত জীবন অনুভব করবে। কোনো চিন্তা নেই। কাল কী হবে - তারও চিন্তা নেই। কখনো একটু হলেও এই চিন্তা থাকে কি যে কাল কী হবে, কীভাবে হবে ? জানিনা বিনাশ কবে হবে, কী হবে ! বাচ্চাদের কী হবে ! নাতি-পুত্রদের কী হবে ! - এই চিন্তা থাকে তোমাদের ? বেপরোয়া বাদশাহ'র সদাই এই নিশ্চয় থাকে যে, যা হচ্ছে তা' ভালো, আর যা হবে তা' আরও ভালো হবে, কারণ যিনি করাচ্ছেন সর্বোপরি তিনি ভালো, তাই না ! একে বলে, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী। এইরকম হয়েছে নাকি এইরকম হবে ভাবছ ? হতে তো হবেই, তাই না ! এত বড় রাজত্ব যদি প্রাপ্ত হয় তাহলে ভাবনার বিষয় আর কী আছে ? নিজের অধিকার কেউ ছাড়ে ? ঝুপড়িবাসী হলেও সামান্য সম্পত্তি থাকলেও ছেড়ে দেবে না। এতো কতো বড় প্রাপ্তি ! অতএব, আমার অধিকার - এই স্মৃতি দ্বারা সদা অধিকারী হয়ে উড়ে চলো। এই বরদান স্মরণে রাখ, "স্বরাজ্য আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার।" পরিশ্রম করে পাওয়া নয়, অধিকার। আচ্ছা ! বিহার মানে সদা বসন্ত থাকে। পাতা ঝরার (উল্লতির হ্রাসের দিকে) মধ্যে যেও না। কখনো প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা যেন না আসে, সদা বসন্ত। আচ্ছা !

২) অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সৃষ্টিকে পরিবর্তনকারী হিসেবে নিজেকে অনুভব কর ? শুনেছ যে দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হয়ে যায়, কিন্তু এখন অনুভবী হয়ে গেছে। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে সৃষ্টি বদলে গেছে, তাই না ! এখন তোমাদের জন্য বাবা সংসার, তাহলে সৃষ্টি তো বদলে গেছে। প্রথমে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রথমে সংসার আর এখন সংসার এর মধ্যে তারতম্য তো হয়ে গেল, তাই না ! প্রথম সংসারে বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করত আর এখন বাবাই সংসার হয়ে গেছে। সুতরাং বুদ্ধির বিভ্রান্তি

বন্ধ হয়ে গেছে, তোমরা একাগ্র হয়ে গেছ, কারণ প্রথমে জীবনে কখনো দেহের সম্বন্ধে, কখনো দেহের পদার্থে - অনেক বিষয়ে বুদ্ধি চলে যেত। এখন সে'সব বদলে গেছে। এখন দেহ স্মরণে থাকে নাকি দেহী ? যদি বুদ্ধি কখনো দেহের দিকে যায়, তাহলে তা' রং বলে মনে কর তো, তাই না ! তারপরে নিজেদের পরিবর্তন করে নাও, দেহের পরিবর্তে নিজেকে দেহী মনে করার অভ্যাস কর। সংসার তো বদল হয়ে গেল, তাই না ! নিজেও বদলে গেছ। বাবাই সংসার নাকি এখনো সংসারে কিছু রয়ে গেছে ? বিনাশী ধন কিংবা বিনাশী সম্বন্ধের দিকে বুদ্ধি যায় না তো ? এখন 'আমার' কিছুই নেই। "আমার অনেক ধনসম্পদ আছে" - এমন সঙ্কল্প অথবা স্বপ্নও হবে না, কারণ সবকিছু বাবাকে হস্তান্তর করে দিয়েছ। "আমার"-কে "তোমার" করে নিয়েছ। নাকি 'আমার', আমারই আছে আর বাবারটাও আমার, এমন ভাবো না তো ? এই বিনাশী তন, ধন, পুরানো মন, আমার নয় বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। প্রথম-প্রথম পরিবর্তন হওয়ার এই সঙ্কল্পই করেছে যে সবকিছু তোমার আর তোমার বলাতেই লাভ। এতে বাবার লাভ নেই, তোমাদের লাভ, কারণ 'আমার' বললে তোমরা অবরুদ্ধ হও, 'তোমার' বললে পৃথক হও। আমার বলাতে বোঝাবাহী হয়ে যাও আর তোমার বলাতে ডবল লাইট "ট্রাস্টি" হয়ে যাও। তাহলে ভালো কোনটা ? হালকা হওয়া ভালো নাকি ভারী হওয়া ভালো ? আজকালকার দুনিয়ায় কেউ যদি শরীরে ভারী হয় তবুও ভালো লাগে না। সবাই নিজেকে হালকা করার চেষ্টা করে, কারণ ভারী হওয়া মানে লোকসান আর হালকা হওয়াতে লাভ। একইভাবে, 'আমার-আমার' বলাতে বুদ্ধিতে বোঝা চেপে যায়, 'তোমার-তোমার' বলাতে বুদ্ধি হাল্কা হয়ে যায়। যতক্ষণ না তোমরা হালকা হও ততক্ষণ পর্যন্ত উঁচু স্থিতিতে পৌঁছাতে পার না। উড়তি কলাই আনন্দের অনুভূতি করায়। হালকা থাকতেই আনন্দ। আচ্ছা !

যখন বাবাকেই খুঁজে পেয়ে গেছ তো মায়া তাঁর সামনে কী ? মায়া তোমাদের কাঁদায় আর বাবা তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, প্রাপ্তি করান। সারা কল্পে এমন প্রাপ্তি করানো বাবাকে কখনো খুঁজে পাবে না। এমনকি, স্বর্গেও পাবে না। সুতরাং এক সেকেন্ডও ভোলা উচিত নয়। সীমিত প্রাপ্তি যে করায় তোমরা তো তাকেও ভুলে যাও না, তাহলে অসীম প্রাপ্তি যিনি করান তাঁকে কীভাবে ভুলতে পার ! অতএব, সদা এটাই স্মরণে রাখ যে তোমরা ট্রাস্টি। কখনো নিজের উপরে বোঝা রাখবে না। এ'টা অনুসরণ করলে তোমরা সদা হাসবে, গাইবে, উড়তে থাকবে। জীবনে আর কী চাই ! হাসি, গান আর ওড়া। যখন প্রাপ্তি হবে তখন তো হাসবেই, তাই না ! নয়তো কাঁদবে ! সুতরাং এই বরদান স্মৃতিতে বজায় রাখ, আমরা হাসি, গাই আর উড়ি, সদাই বাবার সংসারে থাক। আর কিছুই নেই যেখানে বুদ্ধি যেতে পারে। স্বপ্নেও কেঁদো না। মায়া যদি কাঁদায় তবুও কাঁদবে না। শুধু চোখের কান্নাই হয় না, মনেরও কান্না হয়। তো মায়া কাঁদায়, বাবা হাসায়। সদা বিহার মানে যারা সদা খুশি থাকে - খুশিতে সুরভিত। আর বাংলা মানে সদা মিষ্টি-মধুর থাকে। বাংলায় মিষ্টি খুব ভালো হয়, তাই না! অনেক ভ্যারাইটি হয়। সুতরাং যেখানে মধুরতা সেখানে পবিত্রতা। পবিত্রতা ব্যতীত মধুরতা আসতে পারে না। তাহলে, তোমরা সদা মধুর থাক আর সদা খুশির সৌরভে থাক। আচ্ছা ! টিচার্সও সৌগন্ধময় খুশি দেখে সদা-বাহারেই থাক, তাই না ! আচ্ছা !

বরদান:- সঙ্গদোষ থেকে দূর হয়ে সদা বাবার কাছে হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত করা পাস উইথ অনার ভব
যদি বাবার সমীপে থাকা পছন্দ হয় তাহলে যেকোন সঙ্গদোষ থেকে দূরে থাকো। অনেক রকম আকর্ষণ পেপার রূপে আসবে, কিন্তু আকৃষ্ট হ'য়ো না। সঙ্গদোষ অনেক রকম হয়, ব্যর্থ সঙ্কল্প বা মায়ার আকর্ষণের সংকল্পের সঙ্গ, সম্বন্ধীদের সঙ্গ, বাণীর সঙ্গ, অল্পদোষের সঙ্গ, কর্মের সঙ্গ ... এই সব সঙ্গদোষ থেকে যারা নিজেকে রক্ষা করে তারাই পাস উইথ অনার হয়।

স্লোগান:- যদি ফুরিস্তা হও তাহলে পরিস্থিতিতে বাবা স্বয়ং তোমার ছত্রছায়া হয়ে যাবেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid

1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জগতে আর কারোর ভয় যদি নাও থাকে কিন্তু এই বাবার ভয় যেন অবশ্যই থাকে, ভয় পাওয়া অর্থাৎ পাপকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকা"

*প্রশ্ন:- বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজেকে পরীক্ষা করার (চার্ট রাখা) শ্রীমৎ কেন দেন ?

*উত্তর:- কারণ ঈশ্বরীয় নিয়ম অত্যন্ত কড়া। যদি ব্রাহ্মণ হয়ে ছোট-খাটো ভুল হয় তবে অত্যন্ত কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজেকে যাচাই করো। যদি কোনো পুরোনো হিসাব-পত্র রয়েছে যাতে তবে সাজা ভোগ করার পর সামান্য কিছু প্রাপ্তি হবে। এখন কায়ামতের (বিনাশের) সময় অতি নিকটে সেইজন্য নিজের সমস্ত হিসেব-নিকেশ যোগবলের দ্বারা মিটিয়ে নাও।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বাবার স্মরণে তো আপনা থেকেই থাকে। প্রতিমুহূর্তে বলারও প্রয়োজনও থাকে না। বাবার ডায়রেকশন হলো চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে রাবণ যে তোমাদের পতিত বানিয়ে দিয়েছে, তার উপর বিজয়প্রাপ্ত করবে। তোমাদের কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি দেওয়া হয় না, কেবল যোগবলের দ্বারা তোমরা রাবণের উপরে বিজয়লাভ করো। অবশ্যই বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে আর সঙ্গমেই প্রাপ্ত করো। যখন রাবণ-রাজ্য সমাপ্ত হয়ে রাম-রাজ্যের স্থাপনা হবে। বাবা কখনো হিংসা শেখাতে পারেন না। দেবতাদের হলোই অহিংসা পরমোধর্ম। দুনিয়া এ'কথা জানে না যে ওখানে কাম-কাটারীর হিংসা হয় না। যারা কল্প-পূর্বে নির্বিকারী হয়েছিল, তারাই তোমাদের কথা মানবে। এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে। গাওয়াও হয় শিবশক্তিসেনা। তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা, প্রত্যেকেই নিজের জন্য করছে। মায়াজীত, জগতজীৎ হতে হবে। তোমরা নিজের জন্য করো, আবার ভারতের জন্যও করে থাকো। এরমধ্যে যে ভালভাবে পুরুষার্থ করে সে-ই পায়। যে ৫ বিকারের উপর বিজয় পাবে সে-ই জগতজীৎ হবে আর কোনো বস্তুর উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে না। তোমাদের (কাজই) হলো রাবণ রাজ্যের উপর বিজয়প্রাপ্ত করা অর্থাৎ দৈব-গুণ ধারণ করা। দৈব-গুণ ধারণ ব্যতীত সত্যযুগে যেতে পারবে না। তাই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা কতখানি দৈব-গুণ ধারণ করেছি ? দৈব-গুণ ধারণ করা অর্থাৎ রাবণের উপরে বিজয়প্রাপ্ত করা। বলা হয় যখন রাম-রাজ্য ছিল, তখন একজন রাম তো রাজত্ব করেনি ? প্রজাও তো থাকবে। এখানে যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা, সকলেই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছে। দৈবী-গুণ ধারণ করছে। দৈবীগুণের মধ্যে ভোজন-পান, কথা বলা, কর্ম করা সব শুদ্ধ পবিত্র হয়। প্রতিটি বিষয়ে সত্য বলতে হবে। বাবা হলেনই সত্য। তাহলে এমন বাবার কাছে কতখানি সৎ হওয়া উচিত। যদি সৎ না হও তাহলে কত খারাপ গতি হবে। গতি তো উচ্চ পাওয়া উচিত। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হতে হবে। কথিতও আছে যে -- তোমার গতি-মতি তুমিই জানো। বাবা যে মত দেন তার দ্বারা কত উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়। সর্বোচ্চ বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চ গতি প্রাপ্ত করান। তাই এখন শ্রীমতে চলে দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যোগবল ব্যতীত নিষ্কাশিত হতে পারে না। তারজন্য স্মরণের যাত্রা অত্যন্ত ভাল হওয়া উচিত। স্মরণ ভাল থাকবে -- অমৃতবেলায়। সেইসময় বায়ুমন্ডল অত্যন্ত ভাল হয়। দিনে অনেক সময় যদিও বসো, কিন্তু অমৃতবেলার মতন সময় আর হয় না। আমাদের হল গুপ্ত। ইংরেজীতে বলা হয় -- উই আর অ্যাট ওয়ার (আমরা যুদ্ধে রয়েছি), আমাদের যুদ্ধ এখন রাবণের সঙ্গে। এ হলো নশ্বর ওয়ান শত্রু। শ্রীমতানুসারে রাম-সম্প্রদায় রাবণ-সম্প্রদায়ের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে। বাবা তো সর্বশক্তিমান, তাই না! বেচারী, দুনিয়া তো এইসময় ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। ওরা জানেই না যে আমরা পরাজিত হয়েছি। মায়ার কাছে হেরেই পরাজিত হয়। মায়া কাকে বলা হয় -- তাও কেউ জানে না। সমগ্র লক্ষ্য রাবণের রাজ্য ছিল। শাস্ত্রে ভক্তিমার্গের কত কাল্পনিক গল্পগাথা লেখা হয়েছে, যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা পড়েছো। এখনও বলা হয়, শাস্ত্র তো অবশ্যই পড়া উচিত। যে পড়ে না তাদের নাস্তিক বলা হয় আর বাবা বলেন -- শাস্ত্র পড়তে-পড়তে সবাই নাস্তিক হয়ে গেছে। এ'কথা বাচ্চাদের ভালো ভাবে বোঝানো উচিত যে ভারত যখন সতোপ্রধান ছিল তখন তাকে স্বর্গ বলা হতো। সেই ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন পুনরায় পবিত্র হবে কিভাবে? বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই সতোপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে, আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না। কাউকে গুরু করো না। কথিত আছে যে গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার। প্রচুর সংখ্যক গুরু আছে। কিন্তু সকলেই অন্ধকারে নিয়ে যাবে। বাবা বলেন -- যখন স্তান-সূর্য আসবে তখন গভীর অন্ধকার দূর হবে। সন্ধ্যাসী যদিও পবিত্র হয় কিন্তু জন্ম তো নেয় বিকারের দ্বারা, তাই না! দেবী-দেবতা তো বিকার থেকে জন্ম নেয় না। এখানে সকলের শরীর পুতিগন্ধময় (নোংরা)। বাবা এ'রকম পুতিগন্ধময় বস্ত্র (শরীর) সাফ করেন। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও ভালো পাওয়া যাবে। তারজন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে -- আমার দ্বারা কোনো খারাপ কর্ম হয় না তো? ঈশ্বরীয় নিয়মও অত্যন্ত কড়া। কেউ খারাপ কাজ করলে তাদের সাজাও অত্যন্ত কঠিন হয়। এ হলো বিনাশের সময়। যোগবলের দ্বারা সমস্ত হিসেব-পত্র মিটিয়ে ফেলতে হবে। যদি না মিটিয়ে ফেলো তবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর যেখানেই যাও - সাজা ভোগ করে সামান্য কিছু প্রাপ্তি হয়। রুটি অর্থাৎ কিছু না কিছু প্রাপ্তি তো সকলেই পাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির রুটি(পুরস্কার) সকলকেই দেবেন। কেউ পাস উইথ অনার, কেউ সাজা পাবে তারপর সামান্য কিছু প্রাপ্তি হবে সম্মানহানি হয়ে। আসনে তো সে বসতে পারে না। কোনো খারাপ কাজ করলে তখন সম্মানহানি হবে, সেও বাবার সম্মুখে। শিববাবা বসে রয়েছে, তাই না! তোমাদের সাক্ষাৎকার করাবো যে আমি ঐনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে ছিলাম, তোমাদের কত বুঝিয়েছিলাম। এখন সম্পূর্ণর (ব্রহ্মা) মধ্যে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা কন্যারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মার কাছে যাও। ঐনার দ্বারা শিববাবা ডায়রেকশন ইত্যাদি দিয়ে থাকেন, তাই না! বাবা তোমাদের সাক্ষাৎকার করবেন যে ঐনার মধ্যে বসে তোমাদের কত পড়িয়েছি, বুঝিয়েছি যে দৈবী-গুণ ধারণ করো, সার্ভিস করো। কারোর নিন্দা ক'রো না। তোমরা তবুও এ কাজ করেছে, এখন সাজা ভোগ করো। যত-যত পাপ করেছে তাই সাজা ভোগ করতে হবে। কেউ অধিক সাজা ভোগ করে, কেউ কম। তাতেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। যতখানি সম্ভব যোগবলের দ্বারা বিকর্মে দূর করতে থাকতে হবে। এই প্রচেষ্টা অধিক মাত্রায় বাচ্চাদের রাখতে হবে যে আমরা সম্পূর্ণ পাকা সোনা কিভাবে হবো? উঠতে-বসতে এটাই বুদ্ধিতে যেন থাকে, যত স্মরণ করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। মায়ার তুফানের পরোয়া কোরো না, যতখানি সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তখন পাপ কেটে যাবে। কোনো পাপ করাও উচিত নয়। নাহলে (সাজা) শতগুণ হয়ে যাবে। ক্ষমা না চাইলে তা বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মায়ার পাপের পর পাপ করাতে থাকবে। অসীম জগতের বাবার সঙ্গে অভদ্রতা করে ফেলে। এও অনেকে জানতে পারে না। বাবা সর্বদা বুঝিয়ে থাকেন, এটা মনে করো যে শিববাবা মুরলী চালিয়ে থাকেন। শিববাবা ডায়রেকশন দেন তাই যেন স্মরণও থাকে, ভয়ও থাকে। অনেক পাপ করে থাকে। পরিষ্কার বলা উচিত যে বাবা, আমাদের এই ভুল হয়েছে। বাবা বোঝান, অনেক পাপের বোঝা মাথায় রয়েছে। যা কিছু করেছে তা বলে দাও। সত্য বললে অর্ধেক কম হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন -- যারা নশ্বর ওয়ান পুণ্য আত্মা হয়, তারাই আবার নশ্বর ওয়ান পাপাত্মা হয়। বাবা স্বয়ং বলেন -- এ হলো তোমাদের অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম। তোমরা পুণ্যাত্মা ছিলে, এখন আবার পাপাত্মা হয়েছে পুনরায় পুণ্যাত্মা হতে হবে। নিজেদের কল্যাণ করতে হবে। এখানে তোমাদের মাথা কোটারও দরকার নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করো। যদিও ইনিও বয়স্ক, নমস্কার করে। বাচ্চারা ঘরে প্রতি মুহূর্তে নমস্কার করে নাকি! একবার নমস্কার করা হলে পরে রেসপন্ডও করা হয়। বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে বড় মনে করে নমন করে। আমি আবার তোমাদের বিশ্বের মালিক মনে করে নমন করে থাকি, অর্থ আছে, তাই না! মানুষ তো রাম-রাম বলে দেয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। বাস্তবে রাম অর্থাৎ শিববাবা। রাম সেই রঘুপতি নয়, ইনি হলেন রাম নিরাকার। ঐনার নাম হলো শিববাবা। শিবের সামনে কেউ এইরকম বলবে না যে আমি রামের পূজা করি। এখন বাবা বলেন -- তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাও যে এরাও মানুষ। তোমরা এনাদের সামনে গিয়ে মহিমা করো -- তুমি নির্বিকারী, সর্বগুণসম্পন্ন, আমরা পাপী, অধম। এই শরীরও মানুষের, ওই শরীরও মানুষের কিন্তু ওর মধ্যে দৈবীগুণ আছে তাই দেবতা। তোমরা নিজেরাই বলো -- আমাদের মধ্যে আসুরীক গুণ রয়েছে সেইজন্য বাঁদর। চেহারা দু'জনেরই এক, চরিত্রে অন্তর রয়েছে। ভারতবাসীরাই মুকুটধারী ছিল। এখন তাজ নেই, গরীবও ভারতবাসীরাই। বাবাও ভারতেই আসেন, যেখানে স্বর্গ নির্মাণ করতে হয় বাবা সেখানেই আসবেন, তাই না! কথিতও রয়েছে, কলঙ্গি অবতার, কত কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে। যদি অন্য ধর্মাবলম্বীরাও কিছু বলে, তারাও ভারতবাসীদের ফলো করে। প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার জন্য আমাকেও পাথর-মাটির টুকরোয় বলে দেয়। বাবাকে জানেই না যে বাবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করে ভারতকে কতখানি মুকুটধারী করে দেন। ভারতেরই কত সেবা করে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা আমার কত গ্লানি করো। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই। তোমরা কত অপকার করো। রাবণ তোমাদের মতি (বুদ্ধি) কত নষ্ট করে দিয়েছে। দুর্গতি হয়ে গেছে, তবেই ডাকে পতিত-পাবন এসো। কত সহজ করে বোঝান। তবুও কত বাচ্চারা ভুলে যায়। যোগ নেই তাই ধারণাও হয় না, সেইজন্য বাবা বলেন বন্ধনে আবদ্ধ নারীরা (বাঁধেলিয়া) সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে। শিববাবার স্মরণে থেকে সহ্যও করে। ভারতবাসীদের মধ্যে যারা দেবী-দেবতা হবে তারাই এখানে আসবে। আর্যসমাজীরা তো দেবতাদের মূর্তিকে মানেই না। বৃষ্ণের একেবারে ওপরে থাকে শাখা তারপর হল ডালপালা, বড়জোর ২-৩ জন্ম হবে।

মানুষ মনে করে -- বিকার বিনা দুনিয়া কিভাবে চলবে। আরে! দেবতাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তাই না! এও কারোর জানা নেই যে ওখানে বিকার হয়ই না। যারা পূর্ব-কল্পের তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। গায়নও আছে, ভগবানুবাচ - কাম মহাশত্রু। কিন্তু ভগবান কবে বলেছিলেন -- তা কারোর জানা নেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা জগতজীৎ হতে চলেছো। কিন্তু উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বাবা বলেন -- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কেবল বুদ্ধিযোগ

আমার সাথে যুক্ত করো। যখন বাবার হয়ে গেছো তখন বাবার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিত। বাকি আর সকলের সঙ্গে কাজ বের করে নেওয়ার জন্য ভালবাসার সম্পর্ক রাখতে হবে। বুদ্ধিতে এই খেয়াল রাখতে হবে যে বেচারাদের স্বর্গবাসী কিভাবে বানাবো। সত্যিকারের যাত্রায় যাওয়ার জন্য যুক্তি বলে দিতে হবে। ওটা হলো দৈহিক যাত্রা যা জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছে। এ হলোই একমাত্র স্মরণের যাত্রা। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে তারপর সত্যযুগের হিস্ট্রি রিপীট হবে। পতিত তো ঘরে ফিরে যেতে পারে না। পবিত্র হওয়ার জন্য পতিত-পাবন বাবাকে চাই। যদিও সন্ধ্যাসীরা পবিত্র হয় কিন্তু ফিরে যেতে পারে না। সকলকে নিয়ে যান একমাত্র বাবা-ই। বাবা এসেই সকলকে রাবণের থেকে মুক্ত করে দেন। সত্যযুগে দুঃখ দেওয়ার মতন কোনো জিনিস থাকে না। নামই হলো সুখধাম। এ হলো দুঃখধাম। সে'টি হলো ক্ষীরসাগর, এ হলো বিষয়সাগর। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে কত সুখ আরামে থাকতাম। ক্ষীরসাগর থেকে বেরিয়ে বিষয় সাগরে কীভাবে আসি, তা কেউ জানে না। বাবা বোঝান যে শ্রীমতে চলতে হবে তারপর জবাবদারী হল বাবার। শ্রীমৎ বলে -- হ্যাঁ অবশ্যই যাও, বাচ্চাদের দেখাশোনা করো। তাদের কাছে জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো, তাহলে কিছু না কিছু কল্যাণ হয়ে যাবে। স্বর্গে চলে আসবে। বাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করেন ২১ জন্মের জন্য। এও তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। মানুষ তো কিছুই জানে না। ইনিও প্রথমে কিছুই জানতেন না। যেমন এঁনার ৮৪ জন্মের কাহিনী আছে -- "তত্ত্বতম্" ইনিও রাজযোগ শিখছেন। তোমরা হলে রাজঋষি। ওরা হলো হঠযোগ ঋষি। তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে রাজস্ব প্রাপ্ত করছো। তোমরা সকলে শরণাগত হতে এসেছো, তাই না! এখন বোঝো যে আমরা তো স্বর্গে বসে রয়েছি। দুনিয়ায় হলো মায়ার জৌলুস। যতক্ষণ নরকের বিনাশ না হবে ততক্ষণ স্বর্গ স্থাপন কীভাবে হতে পারে? মায়ায় আচ্ছন্ন পুরুষ (আত্মা) একেই স্বর্গ মনে করে নিয়েছে। বাবার নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে কত পরিশ্রম হয়। সম্পূর্ণ নরকবাসী হয়ে গেছে। স্বর্গবাসী হয়ই না। বাবা কতখানি ভালোবেসে বোঝান। আচ্ছা! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা রাবণের উপরে বিজয়লাভ করলেই তোমরা জগতজীৎ হবে। তারজন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমন কোনো কাজ করবে না যাতে বেইজ্জতি হয়। সাজা খেতে হয়। মায়ার তুফানের পরোয়া না করে যতখানি সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) নিজের উচ্চ গতি তৈরীর জন্য সত্য পিতার কাছে সৎ হতে হবে। কোনো কথা লুকিও না।

বরদান:- স্মরণের মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প এবং কর্মে অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধি-স্বরূপ ভব বাচ্চারা, তোমরা হলে অলমাইটি গভর্নমেন্টের (সর্বকর্তৃত্বসম্পন্ন সরকার) মেসেঞ্জার, সেইজন্য কারোর সাথে আলোচনা করে মাইন্ডকে ডিস্টার্ব করো না। স্মরণের মন্ত্রকে ব্যবহার করো। যেমন কেউ বাণীর দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে যখন বশীভূত হয় না তখন মন্ত্র-তন্ত্র করা হয়। তোমাদের কাছে আত্মিক দৃষ্টির নেত্র আর 'মন্মনাভব'-র মন্ত্র রয়েছে যার দ্বারা নিজেদের সঙ্কল্পকে প্রমাণিত করে সিদ্ধি-স্বরূপ হতে পারো।

স্লোগান:- অ্যাকশন কনশিয়াস (কর্ম-সচেতন) হওয়ার পরিবর্তে সোল কনশিয়াস (আত্ম-সচেতন) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে সত্যপ্রধান হয়ে যাবে, অমৃতবেলায় সময় খুবই ভালো"

*প্রশ্নঃ - আঞ্জাকারী বাচ্চাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - আঞ্জাকারী বাচ্চারা উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার মহাবাক্যকে শিরোধার্য করবে, অর্থাৎ নিজের জীবনে ধারণ করবে । তাদের আচার আচরণ অত্যন্ত রাজকীয় হবে তারা খুবই ধৈর্যবশী হবে । তাদের এই বিশ্বের মালিকানার গুপ্ত নেশা থাকবে । আঞ্জাকারী বাচ্চারা তাদের কোনো কর্মের জন্য বাপদাদাকে অপমান হতে দেবে না । যারা ইন্সল্ট বা অবজ্ঞাকারী বাচ্চা তারা অনেক ডিসসার্ভিস করে । আঞ্জাকারী বাচ্চারা সদা বাবাকে অনুসরণ করে, কখনোই উল্টো কাজ করে না ।

*গীতঃ- আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এসো...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী সন্তানরা দুটো অক্ষর শুনেছে । এখন, বাচ্চারা তো এর অর্থ বুঝেই গেছে যে, বাবা এখন এখানে । বাবা বসে সঠিক কথা বোঝান, কেননা মানুষ জ্ঞানের সম্বন্ধে বা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্বন্ধে প্রতিটি কথা যা বলে, তা হলো ভুল । এখন গানের শব্দ শুনেছে -- আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করো, কিন্তু এই আকাশ সিংহাসন কি, এ কেউই জানে না । পতিত - পাবনকে তো আসতেই হবে । কেউ বলে, ভগবান নেই । কেউ আবার বলে, চারিদিকে ভগবানই ভগবান । তাহলে আসবে কেন ? তোমরা বাচ্চারা এ তো জেনেছো যে, বাবা এসেছেন, এরপর এই মহিমা ইত্যাদি যা ভক্তিমাগের, তা শুনতে আর ভালো লাগে না । পতিত পাবন এসে নিজের পরিচয় দান করে, এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাকি, দুনিয়াতে এই কথা কেউ বুঝতে পারে না । এখানেও কতো ভিন্ন মতের মানুষ আছে । তারা বলে, মানুষ পবিত্র হবে, এ তো হতে পারে না । তাই অবশ্যই যতক্ষণ না ভগবান আসছেন, ততক্ষণ কিভাবে পবিত্র হবে ? পরমাত্মা এসেই শিক্ষা প্রদান করেন, আর টেম্পটেশনও (প্রলোভন) দেন যে, এখানে প্রাপ্তি কতো বেশী । তোমরা জানো যে, বাবা বলেন -- আমার হয়ে শ্রীমৎ অনুযায়ী যদি না চলো, তাহলে সাজা ভোগ করতে হবে । (লৌকিক) বাবা যখন তাঁর নিজের সন্তানের চলন ঠিক দেখেন না, তখন চড় মেরে দেন, কিন্তু এই বাবা তো চড় মারেন না । তিনি কেবল বোঝান, সন্তানরা রক্ত দিয়েও লিখে প্রতিজ্ঞা করে, তবুও হেরে যায় । মানুষ জানেই না যে, পবিত্র হলে কি পাবে । পতিত কাকে বলা হয় ? বাবা বোঝান - যারা বিকারে যায়, তারা পতিত । মানুষ মনে করে - বিকার ত্যাগ করা অসম্ভব । তোমরা বলো যে, দেবী - দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন । তাঁদের চিত্র দেখানো উচিত । এ তো নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো, তাই না । পবিত্রতা যখন ছিলো, তখন ভারত কতো বিত্তবান ছিলো, শিবালয় ছিলো । মানুষ তো এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে যে, বিকার ছাড়া দুনিয়া কিভাবে বৃদ্ধি পাবে । আরে, গভর্নমেন্ট বিরক্ত হয়ে গেছে যে, দুনিয়া যাতে আর বৃদ্ধি না পায়, তবুও প্রতি বছর কতো মানুষ বৃদ্ধি পেতে থাকে । কম হওয়া তো খুবই কঠিন । এখানে অসীম জগতের পিতা বলেন, যদি তোমরা পবিত্র হও, তাহলে আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক বানাবো । এখানে উপার্জন অনেক বেশী । বাচ্চারা জানে যে, বরাবর মায়াজিৎ হলে আমরা জগৎজিৎ হতে পারবো । রাবণকে জয় করে আমরা রামরাজ্য পাবো । ওখানে এই বিকার থাকতে পারে না । এই বিকার তোমরা জয় করে নিয়েছো, তাই না । এই কথা খুব অতি কষ্টেই কেউ কেউ বুঝতে পারে, তারা বলে, এ ছাড়া দুনিয়া কিভাবে চলবে ! এমন কথা যারা বলবে, মনে করতে হবে যে, তারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের নয় । তোমরা যেখানেই ভাষণ করো -- বলবে, ভগবান উবাচঃ, ভগবান বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে । এ বোঝানো খুবই সহজ কিন্তু তাও ওরা বোঝে না বা যারা বোঝায় তাদের সঠিক বুদ্ধি নেই । বাবা তো বোঝান, বাচ্চারা টাকায় ৫ আনা অতি কষ্টে শিখেছে, না হলে নিজেরা সঠিক যোগী হয়নি, তাই শক্তি পায় না । স্মরণের দ্বারাই শক্তি পাওয়া যায়, বাবা সর্বশক্তিমান, তিনি তো অথরিটি, তাই না । যোগ লাগলে শক্তিও পাওয়া যাবে । যোগ তো অনেক বাচ্চাদের খুবই কম । সত্যকথাও কেউ লেখে না । স্মরণের চার্ট নোট করবে, সেও খুব মুশকিল । টিচাররাই চার্ট রাখে না তাহলে স্টুডেন্টস কিভাবে রাখবে । অনেক স্টুডেন্টস যোগে খুবই তীক্ষ্ণ । মুখ্য বিষয় হলো তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যোগ শব্দটি হলো শাস্ত্রের । মানুষ শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । বলতে থাকে, যোগ শেখাও । আরে, যোগ তো শেখার বিষয়ই নয় । ভোরবেলা উঠে নিজেই স্মরণ করতে হবে, এতে টিচারের কি দরকার যে বসে শেখাবে, তাই তাই স্মরণ শব্দটি হল সঠিক । যোগ শেখার কোনো ব্যাপারই নেই । এই অভ্যাস করা উচিত নয় । বাবা বলেন -- নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সত্যপ্রধান হয়ে যাবে । অমৃতবেলা স্মরণ করা খুব ভালো । ভক্তিও ভোরবেলা উঠেই করা হয় । ইনিও তো বাবাকেই স্মরণ করেন । কেন তিনি

স্মরণ করেন ? কেননা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে । যদিও ভক্তিমার্গে শিবকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা এ কথা জানে না যে, শিবের কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে । এ কেবল বাচ্চারা, তোমরাই জানো । বাবা এখন শ্রীমৎ দেন যে, নিজের কল্যাণ করার জন্য আমাকে স্মরণ করো । এই স্মরণের দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত হয় । শক্তির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয় । জ্ঞানের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় না । জ্ঞানে পদপ্রাপ্তি হবে । পতিত থেকে পবিত্র হয় স্মরণের দ্বারা । অনেক বাচ্চা এতে ফেল করে যায় । অনেক ভালো মহারথীও অতি কষ্টে ৫ আনাই স্মরণ করে । কেউ তো এক পয়সারও স্মরণ করে না, এতে বড় পরিশ্রম । বোঝানো তো খুব সহজেই শিখে যায় কিন্তু তখনই তরী পার হবে যখন স্মরণে থাকবে । তখনই জন্ম - জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে, তারপর তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । মানুষ বাবাকে ডাকে - তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও । অনেকেই তো পবিত্র হয় কিন্তু তারাই উচ্চ উত্তরাধিকার পাবে যারা খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকতে পারবে । তোমাদের থেকে যারা বন্ধনে আবদ্ধ তারা খুব বেশী স্মরণ করে । এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হতে পারে । তাই যখন কেউ বলবে যে, পবিত্র থাকা অসম্ভব, তখন তার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয় । ভারত যখন নির্বিকারী ছিলো, তখন সতোপ্রধান ছিলো, কিন্তু বিত্তবানদের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান বসা মুশকিল, কেননা এই স্মরণই হলো পরিশ্রমের ।

বাবা বলেন -- গৃহস্থ জীবনে থেকে সেখানেও অলিপ্ত থেকে কর্তব্য পালন করো । বাস্তবে এই নিয়ম অনেক কড়া । তোমরা জন্ম - জন্মান্তর পাপাত্মাদের দান করতে করতে পাপাত্মা হতে থেকেছো । এখন তোমরা পাপাত্মাদের অর্থ দান করতে পারো না, কিন্তু ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার তো দিতেই হবে, তাই বাবা বলেন প্রথমে লৌকিকের সব কামনা দূর করে তারপর সমর্পিত হও । এমনও কোটির মধ্যে কয়েকজন হয় । এ অনেক ভারী লক্ষ্য । তোমাদের বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । নষ্টমোহ হওয়া কোনো মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়, এ বড় পরিশ্রমের । বিশ্বের মালিক হওয়া, প্রাপ্তি কতো বড় । কল্প - কল্প যারা বিশ্বের মালিক হয়েছিলো, তারাই আবার হয় । এই ড্রামার রহস্যও অল্প কয়েকজনের বুদ্ধিতেই বসে । বিত্তবানরা তো খুব কমই উঠতে পারে । গরীব তো চট করেই বলে দিতে পারে যে, বাবা এই সবকিছুই তোমার, তখন এদের সেবাও করতে হবে । পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণও প্রয়োজন । না হলে খুব সাজা ভোগ করতে হবে । সাজা ভোগ করলে পদ কম হয়ে যাবে । সে-ই সাজা ভোগ করে, যে স্মরণ করে না । যতই জ্ঞান বুনুক না কেন, এতে বিকর্মের বিনাশ হবে না । ধাক্কা খেয়ে (মোচরা) তারপর কিছু অল্প পদ পাওয়া -- এ তো উত্তরাধিকার হলোই না । বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য বাবার আঞ্জাকারী হওয়া উচিত । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার মহাবাক্য শিরোধার্য করা উচিত । কৃষ্ণের আত্মাও এইসময় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের অনেক জন্মের অস্তিম্বে আমি আবারও তাঁদের পড়িয়ে উত্তরাধিকার প্রদান করি । তোমাদের মধ্যেও প্রিন্স - প্রিন্সেস হবে, তাই না । রাজকীয় ঘরানার আচার-আচরণ অত্যন্ত ধৈর্য পূর্বক হয় । গুপ্ত নেশা থাকে । বাবা কতো সাধারণ থাকেন । তিনি জানেন, অল্প সময় বাকি আছে । আমাকে তো এসে বিশ্বের মহারাজন হতে হবে । ইনিও পতিত ছিলেন । ইনি তো বাবার রথ, তাই এখানে উঁচু আসনে (সন্দেলীতে) বসতে হয় । নাহলে বাবা কোথায় বসবেন । ইনিও তোমাদের মতো স্টুডেন্ট । ইনিও পড়েন । অনেক বাচ্চা আছে যারা বাবাকে চেনে না । বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন । বাবা বলেন, আমার আঞ্জা না মানলে, আমার অবজ্ঞা করলে ধর্মরাজ অনেক সাজা দেবে । ডায়রেক্ট আমার বা আমার বাচ্চাদের তোমরা অবজ্ঞা করা হবে । বাবার একটিই হারানিধি বাচ্চা আছে । তার প্রতিই তো ভালোবাসা থাকবে, তাই না । এনার অবজ্ঞা করলেও কতো সাজা ভোগ করতে হবে । কিছু বিপর্যয় আসতে দাও, তারপর দেখো কতো এখানে চলে আসে । তোমরা সবাই পালিয়ে চলে এসেছো, ইনি কোনো জাদু ইত্যাদি করেননি । জাদুকর হলেন শিব বাবা । এমন অনেকেই আছে, যাদের এইকথা মনেই হয় না যে, এনার মধ্যে শিব বাবা আসেন । শিব বাবার সামনে উল্টো কিছু করে দিলে বাবা বলবেন, এ হলো নাবালক বাচ্চা । এনার মধ্যে ডবল আছেন, তাই তো টেলিগ্রামে লেখে -- বাপদাদা । এতেও বাচ্চারা বোঝে না যে বাপদাদা একত্রিত কীভাবে ? বাবা, দাদার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তোমাদের নিজেদেরই বলা উচিত -- তোমরা জানো, বাপদাদা কে ? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমরা বাপদাদা কাকে বলো ? বাপদাদা একজনের নাম হতে পারে না । বাচ্চাদের তাই যুক্তি দিয়ে বোঝানো উচিত । যখন তোমরা কাউকে বোঝাও, তখন তাদের বুদ্ধিতে বসে যে, শিব বাবা দাদার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন । এখন বিনাশ তো হতেই হবে । তার পূর্বে তিনি রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তাই তোমরাও শেখো । অর্ধেক কল্প তোমরা যে বাবাকে ডেকেছো, তিনিই এসেছেন তোমাদের জ্ঞান প্রদান করতে । তবুও তোমরা বলো -- আমাদের সময় নেই বোঝার জন্য । তাহলে বলা হবে, তোমরা দেবী - দেবতা ধর্মের নও । তোমাদের ভাগ্যে স্বর্গ সুখ নেই । বাকি এখানে তো কোনো মাথা ঠুকতে হবে না । সন্ন্যাসীদের সামনে তাদের চরণে অবশ্যই পড়বে । এখানে এ তো হল গুপ্ত কথা, তাই না । ভবিষ্যতে খুব প্রভাব পড়বে । সেই সময় অনেক ভীড় হবে । ভীড়ে কতো মানুষের মৃত্যু হয় । প্রাইম মিনিস্টার ইত্যাদির দর্শন করতে কতো ভীড় হয়ে যায় । এখানে ইনি কতো গুপ্ত ভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে বসে আছেন । এখানে কাকে দেখবে ? এনাকে তো জানে, ইনি জহরি ছিলেন । শাস্ত্রেও আছে -- ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি কীভাবে রচিত হয়েছিলো

? বাবা বলেন - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে রচনা করি, এও লেখা আছে। কিন্তু পাথর বুদ্ধির যারা, তারা বুঝতে পারে না। বাবা এসে বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে ট্রান্সফার করেন। বাকি কোনো নতুন রচনা তো করেনই না। এ হলো পতিতকে পবিত্র করার যুক্তি। বিরাট রূপের চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। চিত্র যদি বড় হয় তাহলে বোঝাতে সহজ হবে। পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি বানানো, কোনো সহজ কথাই নয়। কেউ তো একেবারে গরম চাটুর মতো, (সম্পূর্ণ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়) দেখে তারপর চলেও যায়। প্রজা যদি বা হয়, তাহলেও কিছু না কিছু বুদ্ধিতে বসবে। আমরাই সেই ব্রাহ্মণ, আমরাই সেই দেবতা, 'আমিই সেই' এর অর্থ বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। ওরা বলে, আল্লাই পরমাত্মা। ব্যস্। তোমরা এখানে এসে জানো, আমরা আল্লাই। আমি আল্লা প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর আমরাই দেবতা, আমরাই আবার ক্ষত্রিয়... এমন হই। আমরাই কতো বর্ণের হই। আমরা ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করি। বাকি যারা পরে আসে - তাদের মোটামোটি কতো জন্ম হবে! তোমরা হিসাব বের করতে পারো। চিত্র খুব সুন্দর, বাবার মনপছন্দ মতো বানানো চাই। দুই - চারজন ভালো বাচ্চা থাকা উচিত, যারা এই চিত্র বানানোতে সাহায্য করবে। বাবা খরচ দেওয়ার জন্য তৈরী আছেন, তবুও হন্ডি বাবা নিজে থেকেই ভর্তি করবেন। বাবা বলেন, মূখ্য চিত্র ট্রান্সলাইটের হওয়া উচিত। মানুষ দেখে খুশী হবে। সমস্ত প্রদর্শনী এভাবে বানানো চাই, তবুও বাচ্চাদের উপযুক্ত করানোর জন্য বাবাকে পরিশ্রম করতে হয়।

বাবার স্মরণ হলো মূখ্য। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র সৃষ্টির মালিক হয়ে যাবে। আর অন্য কোনো উপায় নেই। তোমরা চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। তোমাদের স্বভাব খুবই রাজকীয় হওয়া উচিত। চলতে - চলতে কাউকে লোভ, কাউকে আবার মোহ গ্রাস করে। কারোর আবার তার পছন্দের জিনিসের প্রতি এতো আকর্ষণ যে, তা না পেলে অসুস্থ হয়ে যাবে। এই কারণেই কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) স্ব - কল্যাণ করার জন্য বাবার আশ্রয় পালন করতে হবে। কখনোই বাপদাদার অবজ্ঞা করা চলবে না। কোনো লোভ বা মোহের অভ্যাস করা চলবে না।

২) নিজের স্বভাব খুবই রাজকীয় করতে হবে। ভোরবেলা, অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- নিজের মূর্তির দ্বারা বাবা এবং শিক্ষকের চেহারাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে অনুভাবী মূর্ত ভব নিজের প্রকৃত পজিশনে টিকে থাকা -- এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। আমি যা বা যাঁর - তাতে স্থির থাকো, এই প্রকৃত স্বরূপের নিশ্চয় আর অনেকবারের বিজয়ের স্মৃতির দ্বারা সদা নেশার স্থিতির সাগরে দুলতে থাকবে। তোমরা যখন সুখদাতার সন্তান তখন কীভাবে দুঃখের ঢেউ আসতে পারে! সর্বশক্তিমানের সন্তান কিভাবে শক্তিহীন হতে পারে! এমন পজিশনের অনুভবে থাকো তাহলেই তোমাদের মূর্তিতে বাবা বা শিক্ষকের চেহারা শীঘ্রই প্রত্যক্ষ হবে।

স্লোগান:- সে-ই সত্যবাদী, যার চেহারা আর আচরণে দিব্যতা থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;